Contents

সুন্নাহ ও বর্তমান যুগের আলোকে

একজন মুসলিমের দৈনন্দিন জীবন

মোঃ মোশফিকুর রহমান

Contents

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-

"তোমরা সাবধান হও ! তোমরা প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল।
তোমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কে (হাশরের ময়দানে) জিজ্ঞেস করা হবে।
সুতরাং জনগণের শাসকও একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি।
আর তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।
আর পুরুষও তার পরিবারের একজন দায়িত্বশীল।
তার এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।
স্ত্রীও তার স্বামীর পরিবার ও সন্তানের উপর দায়িত্বশীল।
তার এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।
এমনকি কোন ব্যক্তির দাসও তার মনিবের সম্পদের ব্যাপারে একজন দায়িত্বশীল।
তার এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।
অতএব সাবধান ! তোমরা প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল।
তোমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কে (হাশরের ময়দানে) জিজ্ঞাসা করা হবে।"

সহীহ বুখারী-৬৬৩৯

স্টিকার বিষয়ে নির্দেশনা

বইয়ের সাথে সরবরাহকৃত নিম্নলিখিত দৈনন্দিন ব্যবহার্য দুআর স্টিকারগুলো আপনার বাড়িতে সুবিধাজনক স্থানে লাগিয়ে রাখলে দুআ চর্চা করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি ইনশা-আল্লাহ।

নং	দুআর স্টিকারসমূহ
০১	ঘুম থেকে উঠে দুআ।
০২	হাঁচিদাতা ও শ্রোতার জন্য দুআ।
০৩	টয়লেটে প্রবেশের ও বের হওয়ার সময় দুআ।
০৪	পোশাক পরিধানের সময় দুআ।
০৫	খাওয়ার শুরুতে ও শেষে দুআ।
০৬	বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় দুআ।
০৭	সিঁড়ি বা লিফট দিয়ে উপরে উঠা ও নীচে নামার সময় দুআ।
০৮	বাড়িতে প্রবেশের সময় দুআ।
০৯	ঘুমাতে যাওয়ার সময় দুআ।
১০	স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের জন্য দুআ।

দুটি নমুনা স্টিকার

বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় দুআ

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

“বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আ‘লাল্লাহি ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ”

“আল্লাহর নামে তাঁর উপর ভরসা করে বের হলাম,
কোন শক্তি সামর্থ্যই নেই কেবলমাত্র আল্লাহর সাহায্য ছাড়া।” তিরমিযী-৩৪২৬

টয়লেটে প্রবেশের ও বের হওয়ার সময় দুআ

টয়লেটে প্রবেশের পূর্বে নিম্নের দোআ পাঠ করুন।
অতঃপর প্রথমে বাম পা দিয়ে প্রবেশ করুন :

“আল্লাহুম্মা ইন্নী আ‘উযুবিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবাইস”

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে অপবিত্র জ্বিন নর-নারীর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।” বুখারী-১৪২, মুসলিম-৩৭৫

টয়লেট থেকে প্রথমে ডান পা দিয়ে বের হওয়ার পর পাঠ করুন :

“গুফরানাকা”

“আমি আপনার ক্ষমাপ্রার্থী।” তিরমিযী-৩৫৯, আবু দাউদ-৩০

সুন্নাহ ও বর্তমান যুগের আলোকে একজন মুসলিমের দৈনন্দিন জীবন

মূলঃ

Everyday of a Muslim in the Light of Sunnah & Present-day.

by - Md. Moshfiqur Rahman

অনুবাদ সহযোগিতায়ঃ

মুহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ

সংকলন ও সম্পাদনাঃ

মোঃ মোশফিকুর রহমান

প্রকাশনায়ঃ

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

ঢাকা-বাংলাদেশ

Contents

সুন্নাহ ও বর্তমান যুগের আলোকে একজন মুসলিমের দৈনন্দিন জীবন

মোঃ মোশফিকুর রহমান
মোবাইল : +৮৮০ ১৭১১৮২৯৪৯৬
ইমেইল : kind.slave.of.allah@gmail.com

প্রথম প্রকাশঃ এপ্রিল ২০১৫ (১০০০ কপি)

প্রকাশনায়ঃ
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
[কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর গণ্ডিতে আবদ্ধ নির্ভরযোগ্য প্রকাশনায় সচেষ্ট]
৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০
ফোন: 7112762, 01190-368272, 01711-646396, 01919-646396
ওয়েব: www.tawheedpublications.com
ইমেল: tawheedpp@gmail.com

প্রচ্ছদ: আল-মাসরূর।

মুদ্রণ:
হেরা প্রিন্টার্স.
২/১ তনুগঞ্জ, লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা।

Contents

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। আসসালামু আলাইকুম।

* আপনি যদি পরিবারের অভিভাবক হন তবে বইটি সংরক্ষণ করুন ও পড়ুন। পরিবারের সদস্যদেরও বইটি পড়ে শুনান বা পড়তে দিন।

* আপনার পরিচিতজনদের উদ্বুদ্ধ করতে এই বইটি উপহার দিন।

* আপনি এই বইয়ের ছবি সম্বলিত প্রশিক্ষণ উপস্থাপনা (প্রেজেন্টেশন) পেতে চাইলে লেখকের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

* বইটির প্রকাশনায় আপনি যদি সহযোগিতা করতে চান তবে অর্থ অনুদান অথবা যাকাত দিয়ে দ্বীনি শিক্ষা প্রচারের এই নেকীর কাজে সামিল হতে পারেন। এজন্য লেখকের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

* আপনি যদি বইটির আরো কপি পেতে চান অথবা বিতরণে সহযোগিতা করতে চান তবে লেখকের সাথে যোগাযোগ করুন।

ভূমিকা

- সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য, যার ইচ্ছা ও সাহায্যে বইটির কাজ শেষ করতে পেরেছি। অসংখ্য দরূদ ও সালাম তাঁর নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর উপর, যার জীবনাদর্শ ও শিক্ষা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এই বইটিতে।
- রাসূল (ﷺ) এর সুন্নাহ ও জীবনাদর্শ বিষয়ে একটি প্রেজেন্টেশন তৈরি করা ছিল আমার মূল উদ্দেশ্য এবং ইচ্ছা ছিল বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্পোরেট অফিস ও মসজিদে তা উপস্থাপন করবো। যদিও ইচ্ছাটি খুব বেশি পূরণ করা এখনও সম্ভবপর হয়নি তবু আশাবাদী ইনশা-আল্লাহ খুব শীঘ্রই পূরণ হবে।
- একজন মানুষের দিন অতিবাহিত হয় দুটি বিষয়ের সমন্বয়ে - কর্ম ও চিন্তা। কর্মগুলো আসলে মানুষের চিন্তা-ভাবনা দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। আমরা মনে প্রাণে যে বিষয় নিয়ে যেভাবে চিন্তা ও পরিকল্পনা করি এবং তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করি ঠিক সেভাবেই আমরা আমাদের কাজগুলো করি। আমি আপনাদের চিন্তায় ও কর্মে রাসূল (ﷺ) এর সুন্নাহকে প্রবেশ করাতে চাই।
- আমরা সকালে ঘুম থেকে উঠা থেকে শুরু করে রাতে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন কাজ করি। সকলের কাজের ধরন ভিন্ন কারন জীবনযাপনের ধরন ভিন্ন। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের কিছু ছকে বাঁধা কাজ আমাদের সকলের মিলে যায়। আমি শুধু চেষ্টা করেছি ঐ সকল কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে কিভাবে রাসূল (ﷺ) এর সুন্নাহ অনুসরণ করে করা যায় তা দেখানোর জন্য।
- বর্তমান যুগের সাথে তাল মিলিয়ে সুন্নাহ অনুসরণ করা যে কত সহজ তা অনুধাবন করতে পারবেন বইটি পড়লে আশা করি। কিছু কাজ আপনি করতে করতে সাধারণ অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছেন কিন্তু সেই কাজগুলোতে একটু পরিবর্তন এনে সুন্নাহর আলোকে করলে যেমন ইসলামী জীবনযাপন করতে পারবেন তেমনি নেকি অর্জন করতে পারবেন। সুন্নাহ অনুসরণের পাশাপাশি আধুনিক বিজ্ঞান ও সভ্যতার কিছু অনুসরণীয় বিষয় বা ভাল কিছু নৈতিক কথা ও কাজ যা সুন্নাহর পরিপন্থি নয় তাও দেখাতে চেষ্টা করেছি বইটির মাধ্যমে।
- মানুষ ভুল-ত্রুটির উর্ধে নয়। তাই এই বইয়ের যে কোনো ভুল-ভ্রান্তি কুরআন ও সহিহ হাদীসের আলোকে উপস্থাপন করলে সে মতামত আমি খুব গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করবো। হে আল্লাহ, আপনি আমার এই কাজটুকু কবুল করুন, আমাকে সুন্নাহ অনুসরণের তাওফীক দিন এবং বইটির প্রসারের জন্য সাহায্য করুন। এই বইয়ের অনাকাংক্ষিত ভুল-ভ্রান্তির জন্য আমাকে ক্ষমা করুন ও লোক দেখানো সুনাম অর্জন থেকে রক্ষা করুন। নিশ্চয়ই আপনি আমার মনের উদ্দেশ্য জানেন, আপনি সর্বজ্ঞ, পরম করুনাময় ও ক্ষমাশীল।

➥ বইটি যেভাবে ও যে উদ্দেশ্যে লেখা ➦

- মূলত এই বইটি একটি প্রেজেন্টেশনের অনুবাদ। সাধারনত: একজন প্রেজেন্টার প্রেজেন্টেশনে উল্লেক্ষ্য পয়েন্টগুলো বিস্তারিত আলোচনা করেন। আমি চেষ্টা করেছি এখানে সংক্ষেপে কিছু লেখার। এমন অনেক বিষয় ছিল যেগুলো আরো বিস্তারিত লেখা যেতো কিন্তু বইটির খরচ বিবেচনা করে সংক্ষিপ্ত করেছি। পাঠকদের অনুরোধ করবো বইটির শেষে উল্লেখিত বইগুলো বিস্তারিত পড়ুন।
- বাজারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহ ও জীবন বিধান নিয়ে অনেক ভালো বই প্রচলিত আছে কিন্তু কেন যেন আজকাল মানুষেরা সে বইগুলো পড়েন না ও পড়ার আগ্রহও প্রকাশ করেন না। তাই আমি একটু ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে সকাল থেকে ধারাবাহিক ভাবে রাত পর্যন্ত সচরাচর মানুষের কাজগুলো কিভাবে সুন্নাহ ও আধুনিক সভ্যতার আলোকে করা যায় তা দেখাতে চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি বইয়ে কিছু ছোট ছোট ছবি সংযোজন করেছি যাতে পড়তে আকর্ষণীয় হয়।
- আজকাল দু'আর বই অনেকে কিনেন কিন্তু দু'আ চর্চা করা হয় না কারন দুআ মুখস্থ করতে পারেন না। দু'আ চর্চা সহজ করার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু দু'আর স্টিকার বানিয়ে দিয়েছি যা ঘরে স্থাপন করলে কাজটি সহজ হয়, যেমন: বাথরুম প্রবেশ, ঘর থেকে বের হওয়া, ঘুমাতে যাওয়া, পোশাক পরা ইত্যাদি।
- প্রত্যেক পরিবারের দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে এই বইটি লেখা। আর যারা আজ দায়িত্বশীল নন তারাওতো আগামি দিনের দায়িত্বশীল। একজন অভিভাবক একটি পরিবারের শিক্ষক। পরিবারের সদস্যদের সুশিক্ষা না দেওয়ার কারণে তাদের অপকর্মের ফলের ভাগ অভিভাবকের উপরও বর্তাবে! আবার অভিভাবকেরা যদি উদাসীন থাকেন ও শিক্ষা প্রদানে অবজ্ঞা করেন তবে বিচারের দিন তার পরিবারের সদস্যরা আল্লাহর কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে! অতএব, অভিভাবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো সর্বাত্মক চেষ্টা করা, সন্তানদের ইসলামী শিক্ষা অনুসরণে জোর তাগিদ দেওয়া; এরপর শিক্ষা মানা বা না মানা সন্তানদের ইচ্ছাধীন যা আল্লাহর হিদায়াতের উপরও নির্ভরশীল।
- পরিবারে রাতারাতি পরিবর্তন আনার চেষ্টার চেয়ে নিজে সুন্নাহর অনুসরণের পাশাপাশি অন্যদের অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে হিকমার সাথে বুঝিয়ে ইসলামি জীবন ব্যবস্থার দিকে নিয়ে আসতে চেষ্টা করুন। আপনার পরিবারকে সরল পথে আনতে কী পদ্ধতি অবলম্বন করবেন সেটি আপনিই ভাল জানেন।
- বইটি লেখার পেছনে আমার উদ্দেশ্য ও লাভ হলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যদি কেউ কাউকে হেদায়াতের পথে বা ভাল কাজের উপদেশ দেয় বা পথ দেখায়, তবে সেই ব্যক্তি পালনীয় ব্যক্তির সমপরিমাণ নেকী অর্জন করবে।" মুসলিম-১৮৯৩

সূচিপত্র

Contents

ইসলামের আলোকে জীবন

Ideal
System of
Living for
All
Mankind

- মানব জীবনের ৩টি পর্ব। ১ম পর্ব: পার্থিব জীবন,
  ২য় পর্ব: কবরের জীবন,
  ৩য় পর্ব: আখিরাতের জীবন।
- এই পার্থিব জীবন প্রতিটি মানুষের জন্য একটি পরীক্ষা।
- এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য - কথা ও কর্মে কে ভালো আর কে মন্দ তা যাচাই করা।
- এই পরীক্ষায় পাশ করার জন্য আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ পূর্বক মানবজাতিকে একটি সিস্টেম, সিলেবাস, নির্দেশিকা বা জীবন বিধান দিয়েছেন।
- এই মহাবিশ্বের সবকিছু আল্লাহর সৃষ্টি এবং সবকিছু একটি স্বতন্ত্র নিয়ম অনুসরণ করে চলছে, যেমন; গ্রহ-নক্ষত্র, দেহে রক্তসঞ্চালন, চন্দ্র-সূর্য, পানিচক্র ইত্যাদি।
- একটি সাধারন বিষয় লক্ষ্য করে দেখুন, কোন মেশিন বা যন্ত্র প্রস্তুতকারক তার যন্ত্রের সাথে একটি ম্যানুয়াল বা ব্যবহারবিধি দিয়ে দেন।
- ঠিক তেমনি আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করে এমনি ছেড়ে দেননি, দিয়েছেন একটি চলার পদ্ধতি, একটি জীবন বিধান, একটি দ্বীন, একটি ধর্ম - ইসলাম।
- ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন বিধান যা নাযিল করেছেন তাঁর নবী ও রাসূল এর মাধ্যমে 'আল-কুরআন'; যা সমগ্র মানবজাতির জন্য পথপ্রদর্শক।
- এই জীবন বিধানের মধ্যে রয়েছে মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বিচারিক বিষয়াদি যা সারা জীবন চলার পথের পাথেয়।
- এই বিধান কোনো যুগেই সেকেলে ও অচল হবে না, কোন কিছুই পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার প্রয়োজন হবে না, এটি কিয়ামত পর্যন্ত অনুসরণ করা যাবে।
- এখন মুক্ত ইচ্ছা ও পছন্দ আমাদের হাতে; এই জীবন বিধান অনুসরণ করতে পারি আবার নাও করতে পারি! আর এটিই হচ্ছে আসল পরীক্ষা।
- আমাদের এই জীবনের প্রতিটি কথা ও কাজ রেকর্ড বা লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে, যার জন্য জবাবদিহি করতে হবে এবং এর মূল্যায়ন করা হবে আখিরাত জীবনে।
- মৃত্যুর পর এ মূল্যায়ন উপর ভিত্তি করে অনন্ত জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।
- যারা এই বিধানকে সম্মান করবে এবং এটি মেনে চলবে তারাই কেবল সফলকাম হবে (জান্নাতে যাবে)।
- আর যারা এই বিধানকে অবহেলা করবে এবং এটি মেনে চলবে না তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে (জাহান্নামে যাবে)।
- অতএব সফলকাম হতে চান নাকি ক্ষতিগ্রস্থ হতে চান ?
  - একটু ভেবে দেখুন।

বর্তমান যুগ ও সুন্নাহ

- আমরা একবিংশ শতাব্দিতে বসবাস করছি; যা প্রযুক্তি ও আধুনিকায়ণের যুগ।
- আমাদের জীবন একটু একটু করে আমাদের চোখের সামনেই আমাদের ক্যারিয়ার, পরিবার, সম্পদ ও অসুস্থতার পিছনে দ্রুত ফুরিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে।
- কিছু মানুষ একটি সাদা-সিধে জীবন যাপনের জন্য সংগ্রাম করছেন, আবার কিছু মানুষ চেষ্টা করছেন একটি সুশোভিত উচ্চবিলাসী জীবন যাপনের জন্য।
- জীবন যাপনের এই সংগ্রাম ও চেষ্টায় অনেক সময় আমরা নিজের অজ্ঞতায় সীমা অতিক্রম করে ফেলি, কি নীতিমালা অনুসরণ করা উচিত তা ভুলে যাই।
- কিন্তু জীবন পরিচালনার নির্দেশিকা 'ইসলাম' এর গন্ডির মধ্যে থেকে আমাদের জীবন যাপনের পথ বেছে নিতে হবে ও সকল সমস্যার সমাধান খুজতে হবে।
- জীবন যাপনের বিধান ইসলাম ও কুরআন বাস্তবায়নের বিস্তারিত উদাহরন বা রোল মডেল হলো মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথা, কাজ ও নির্দেশ; অর্থাৎ সুন্নাহ।
- কুরআন মাজীদে ৫টি জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "আল্লাহকে মানো ও রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানো"। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মানাই আল্লাহকে মানার অর্ন্তভুক্ত।
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহ অনুসরণের মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি, পার্থিব জীবনের শান্তি-সমৃদ্ধি এবং পরকালীন জীবনে সফলতা-মুক্তি সব কিছুই নিহিত রয়েছে।
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বৃহৎ পরিসরের জীবনাদর্শের উদাহরনের সঙ্গে মানুষের রচিত সদা পরিবর্তনশীল জীবন যাপনের আধুনিক তত্ত্ব ও যুক্তির তুলনা করা যায় না।
- ইসলামে এমন কোনো শিক্ষা নেই যা বিজ্ঞান, মানবতা ও নৈতিকতার বিরুদ্ধে যায় বরং ইসলামি জীবন বিধান, বিজ্ঞান ও মানব সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।
- আমরা যদি অন্তর থেকে একে আমাদের জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করি এবং অনুসরণের চেষ্টা করি, তাহলে অনুসরণ করা আমাদের জন্য খুবই সহজ হবে।

সুন্নাহ অনুসরণের তাগিদ

- আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, এবং নির্দেশ মান্য কর রাসূলের"। সুরা আন নিসা, ৪:৫৯, সুরা আল মায়দা, ৫:৯২, সুরা আন নূর, ২৪:৫৪
- কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন, "(হে নবী) তুমি বলো, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার কথা মেনে চলো, (আমাকে ভালোবাসলে) আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তিনি তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন; আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াবান"। সুরা আল ইমরান, ৩:৩১
- আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, "(হে মুসলমানরা!) তোমাদের জন্য অবশ্যই আল্লাহর রাসূলের ﷺ (জীবনের) মাঝে (অনুকরণযোগ্য) উত্তম আদর্শ রয়েছে, (আদর্শ রয়েছে) এমন প্রতিটি ব্যাক্তির জন্য, যে আল্লাহর সাক্ষাৎ পেতে আগ্রহী এবং যে পরকালের (মুক্তির) আশা করে, (সর্বোপরি) সে বেশি পরিমাণে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে"। সুরা আল আহযাব, ৩৩:২১
- অপর এক জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলেন, "এবং (আল্লাহর) রাসূল ﷺ তোমাদের যা কিছু (অনুমতি) দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা কিছু নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকো, আল্লাহ তাআলাকেই ভয় করো; অবশ্যই আল্লাহ তাআলা কঠোর শাস্তিদাতা"। সুরা আল হাশর, ৫৯:৭
- রাসূল ﷺ বলেছেন, "আমি তোমাদের মাঝে দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যতদিন তা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, তা হল; আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ও আমার সুন্নাহ (হাদীস)"। সহীহ বুখারী-৭২৭৭
- নবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা কেউ (ততক্ষণ) পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার মাতা-পিতা তার সন্তান এবং সমস্ত মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হই"। বুখারী ও মুসলিম
- রাসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল, আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করল সে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করল"। বুখারী
- রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন, "আমি তোমাদের যা কিছু করতে বলেছি সেই সব ব্যতীত আর কোন কিছুই তোমাদের জান্নাতের নিকটবর্তী করবে না, এবং যে সকল বিষয় সতর্ক করেছি সেগুলো ব্যতীত কোন কিছুই তোমাদের জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে না"। মুসনাদে আস সাফেয়ী
- মুহাম্মাদ ﷺ আরও বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে যা আমার পদ্ধতির বাইরে তা প্রত্যাখ্যাত ও বর্জনীয়"। মুসলিম

Contents

- হুযায়ফাহ ইবন আল ইয়ামান (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেছেন, “যেসব ইবাদত রাসূল্লাহর (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীগণ করেননি, তা তোমরাও করো না”। সহীহ বুখারী
- ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, “রাসূলের (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহ মেনে চলো এবং নতুন কিছু সৃষ্টি করো না, রাসূলের (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখানো এই পথ আঁকড়ে ধরাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট”।
- রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই (বিদ‘আত) বিপথগামী করে, এবং প্রত্যেক বিপথগামী আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে”। তিরমিযী
- রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কথা বর্ণনা করবে যা আমি বলি নাই, সে যেন নিজ স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিলো”। মুসনাদে আহমদ
- রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ (জীবন পদ্ধতি) হতে বিমুখ হল সে আমার দলভুক্ত নয় ”। বুখারী ও মুসলিম
- আল্লাহ তাআলা বলেন, “যদি কেউ ইসলাম ছাড়া (নিজের জন্য) অন্য কোন জীবন বিধান অনুসন্ধান করে তবে তার কাছ থেকে সে (উদ্ভাবিত) ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, পরকালে সে চরম ব্যর্থ হবে”। সুরা আল ইমরান, ৩:৮৫
- রাসূল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিদায় হজ্জ সম্পন্ন করার পর আল্লাহ তাআলা বলেন, “আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামতও পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকেই মনোনীত করলাম”। সূরা আল মায়েদাহ, ৫:৩
- সুতরাং আসুন এবং দেখুন - কীভাবে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত একজন মানুষের আধুনিক জীবন রাসূলের (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহ অনুসরণের মাধ্যমে চালনা করা যায়।

সুবহে সাদিকে ঘুম থেকে উঠা

- সুবহে সাদিকে ঘুম থেকে উঠা ছিল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিত্য দিনের অভ্যাস।
- এটি সকল মানুষের সারাজীবনের পালনীয় নিয়ম হওয়া উচিত এবং বালক জীবনের (৭-৮ বছর) শুরুর দিক থেকেই এই অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত।
- আরবী শব্দ 'সুবহে সাদিক' বলতে ভোর রাতে ঘুম থেকে উঠা বুঝায় অর্থাৎ সূর্য উদয়ের পূর্বে উঠা; সূর্য উদয়ের পরে উঠা নয়।
- দিনের সময় চলাচল ও কর্মের জন্য আর রাতের সময় বিশ্রাম ও নিদ্রার জন্য; এটিই প্রকৃতির নিয়ম। কখনও এর ব্যতিক্রম হতে পারে তবে তা অভ্যাস নয়।
- মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণা অনুযায়ী, ঘুম কাতুরে মানুষদের তুলনায় ভোরে ঘুম থেকে উঠা মানুষেরা বেশি কষ্টসহিষ্ণু, সক্রিয়, কর্মনিষ্ঠ ও কর্ম সফল হয়।
- ভোরে ঘুম থেকে উঠলে সারাদিনের বিভিন্ন কাজের পরিকল্পনা করা ও কর্মস্থলে গমন করা সহজ হয় এবং কাজ সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়।
- স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে জানা যায়, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দৈনিক রাতে ৫-৭ ঘণ্টা ঘুমের দরকার।
- তাই ভোর সকালে ঘুম থেকে উঠার বিষয়টি মাথায় রেখেই রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যাওয়ার পরিকল্পনা করা উচিত।
- ভোরে ঘুম থেকে উঠার জন্য মোবাইল অ্যালার্ম, ঘড়ি অ্যালার্ম বা টেলিভিশন অ্যালার্ম এর সহায়তা নিতে হবে।

- প্রত্যেক পরিবারের বাবা-মা'র এই অভ্যাস থাকা উচিত এবং তাদের সন্তানরাও যেন এই নিয়ম মেনে চলে- সে ব্যাপারে কোনো ছাড় না দেয়া উচিত।
- আমাদের জীবনে এই অভ্যাস গড়ে তুলতে প্রয়োজন সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও ত্যাগ।
- প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘুমানোর ফলে শরীরে মেদ ও ওজন বৃদ্ধি, অলসতা ও কর্ম বিমুখতা বৃদ্ধি পায় এবং আমাদের শত্রু শয়তান সবচেয়ে বেশি খুশি হয়।
- ইংরেজীতে একটি কথা প্রচলিত রয়েছে, "Early to bed & early to rise,
  Makes a man healthy, wealthy & wise."
- ঘুম থেকে উঠে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আপনার দিন শুরু করুন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ

"আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আহ্ইয়ানা বা'দা মা আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর।"

"সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি (নিদ্রারূপ) মৃত্যুর পর আমাদের পুনরায় জীবিত করলেন আর আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করব।"

বুখারী-৬৩১৪

অভিবাদন - সালাম

- সালাম এর প্রসার ইসলামের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।
- ভোরে আমাদের পরিবারের সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হবে তখন ছোট হোক কিংবা বড় হোক সবাইকেই সালাম দেওয়ার অভ্যাস করা উচিত।
- যদি পরিবারের কেউ সালাম দেয়, তাহলে অতি সত্বর তার উত্তর দিতে হবে।
- কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, "যখন তোমাদের অভিবাদন (সালাম) জানানো হয়, তখন তোমরা তার চাইতে উত্তম পন্থায় তার জবাব দাও, (উত্তমভাবে না হলেও) কমপক্ষে (যতটুকু সে দিয়েছে) ততটুকুই ফেরত দাও, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা সবকিছুর (পুংখানুপুংখ) হিসাব রাখেন।" সুরা আন-নিসা, ৪:৮৬
- অর্থাৎ কেউ; 'আসসালামু আলাইকুম' বললে উত্তরে কমপক্ষে 'ওয়ালাইকুম আসসালাম' বা তার বেশি বলবে।
- আবার কেউ: 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ' বললে উত্তরে কমপক্ষে 'ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ' বা তার বেশি বলবে।
- আর কেউ সম্পূর্ণ সালাম দিলে অবশ্যই তার সম্পূর্ণ জবাব দিতে হবে।
- সম্পূর্ণ সালাম; 'আসসালামু আলাইকুম - ওয়া রহমাতুল্লাহি - ওয়া বারাকাতুহ'। যার অর্থ; আপনার উপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত নাযিল হোক।
- সালামের প্রতি অংশের জন্য ১০, ১০, ১০টি করে নেকি (যে যতটুকু দিবে) - উভয় প্রদানকারীর ও উত্তরদানকারীর জন্য এই নেকী।
- আমাদের উদাসীনতা ও লাজুকতা পরিহার করে সালাম আদান-প্রদানের অভ্যাস করতে হবে। পরিবারের হাত দিয়ে এর শিক্ষার বাস্তবায়ন করতে হবে।
- হাদীসে এসেছে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছোট বাচ্চা এবং নারীদেরকেও সালাম দিতেন।
- রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "মুমিন না হওয়া পর্যন্ত তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, আর অন্যদের সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত ও সম্পর্ক গড়ে না তোলা পর্যন্ত তোমরা মুমিন হতে পারবে না। আমি কি এমন কিছু বলে দেব না যা তোমাদেরকে অন্যের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ও পরিচিতি করে দেবে? আর সেটা হলো: তোমরা একে অপরের সঙ্গে সালাম বিনিময় করো।" বুখারী, মুসলিম
- ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত, এক লোক রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করেছিলো, ইসলামে কোন কাজ উত্তম? তিনি বললেন, লোকেদের খাবার খাওয়ানো এবং পরিচিত ও অপরিচিতদেরকে সালাম দেওয়া। বায়হাকী-৮৮৭
- সালামের বিষয়ে পরবর্তীতে আরও বিস্তারিত কিছু আলোচনা আছে।

হাই তোলা ও হাঁচি দেওয়া

- ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর সকল মানুষের মাঝে এ বিষয়টি লক্ষ্য করা যায় ।
- হাই তোলা অথবা হাঁচি দেয়া উভয়ের সময় হাত অথবা কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকা বাঞ্ছনীয় এবং এ সময় যথাসম্ভব মুখ ও মাথাকে নিচু করতে হবে। তিরমিযী-২৭৪৫
- হাই তোলার সময় মুখ দিয়ে যথাসম্ভব কম শব্দ করার চেষ্টা করতে হবে।

- আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "হাই শয়তান কর্তৃক আসে। অতএব তোমাদের যখন কারো হাই আসে, তখন সে যেন সাধ্যানুসারে তা রোধ করে। কেননা, যখন কেউ হাই তুলে, তখন শয়তান হাসে।" বুখারী-৩২৮৯, মুসলিম-২৯৯৪
- অপর দিকে হাঁচি দেওয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ।
- স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীদের গবেষণায় জানা যায়, হাঁচি দেওয়ার ফলে শরীর থেকে দূষিত রোগ-জীবাণু মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়।
- আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাঁচি দাতা ও শ্রোতার জন্য পালনীয় দোআসমূহ বর্ণনা করেছেন।

- হাঁচিদানকারী ব্যক্তি হাঁচি দেয়ার পর বলবেন:

"আলহামদুলিল্লাহ"
"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য"

- শ্রোতা; যিনি শুনবেন তিনি হাঁচিদাতার উদ্দেশ্যে বলবেন:

"ইয়ারহামুকাল্লাহ"
"আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন"

- এই দোআ শোনার পর হাঁচিদানকারী ব্যক্তি জবাবে বলবেন:

"ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়া ইয়ুসলিহু বা-লাকুম"
"আল্লাহ আপনাকে হেদায়েত দান করুন ও আপনাকে সংশোধন করুন"
বুখারী-৬২২৪

- বইয়ের সাথে সরবরাহকৃত হাঁচির দুআর স্টিকারটি বাড়িতে সুবিধাজনক স্থানে লাগিয়ে রাখলে দুআ চর্চা করায় সহায়ক ভুমিকা রাখবে বলে আশা করি।

বাথরুম - টয়লেট

- ইসলাম যে একটি পূর্ণ জীবনবিধান তার দৃষ্টান্ত এটি। মানবের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র বিষয়াদি কিভাবে সুচারুরূপে সম্পাদন করতে হয় ইসলাম তা দেখিয়ে দেয়।
- ঘুম থেকে উঠার পর বেশির ভাগ মানুষই প্রকৃতির ডাকে সারা দিতে অথবা হাত-মুখ পরিষ্কার করতে বাথরুমে গমন করেন।
- টয়লেট বা পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে নিম্নের দোআ পাঠ করুন: অতঃপর
- প্রথমে বাম পা দিয়ে প্রবেশ করুন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবায়িস।"
"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে অপবিত্র জ্বিন নর-নারীর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

বুখারী-১৪২, মুসলিম-৩৭৫

- ওয়াশরুম/টয়লেট থেকে বের হওয়ার সময় প্রথমে ডান পা দিয়ে বের হোন।
- বের হওয়ার পর এই দোআ পাঠ করুন:

غُفْرَانَكَ

"গুফরানাকা"
"আমি আপনার ক্ষমাপ্রার্থী।"

তিরমিযী-৩৫৯, অবু দাউদ-৩০

- টয়লেটে প্রবেশ ও বের হওয়ার দুআ-র স্টিকার এই বইয়ের সাথে দেয়া আছে যা টয়লেটের প্রবেশমুখে স্থাপন করলে দুআটি চর্চা করা সহজ হবে।

ব্রাশ - মিসওয়াক

- সকালে বাথরুমে প্রবেশের পর সহজাত অভ্যাসের কারণে কেউ প্রথমে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেন আবার কেউ হাত-মুখ পরিস্কার করেন।
- এখানে ধরে নিচ্ছি প্রথমে হাত-মুখ পরিষ্কার করার কাজ করতে যাচ্ছেন।
- এক হাদীসে এসেছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘুম থেকে উঠার পর প্রথমে উভয় হাত পানি দিয়ে কমপক্ষে তিন বার ভালোভাবে না ধুয়ে কোন পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ, ঘুমানোর সময় তার হাত কোথায় কিভাবে ছিল তা সে জানে না। মুসলিম-২৭৮
- সুতরাং হাত প্রথমে পরিস্কার করে তারপর হাত-মুখ ধৌত শুরু করা উত্তম।
- বর্তমানে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীরা রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে দাঁত ব্রাশ করার জন্য পরামর্শ দিয়ে থাকেন যা খুবই স্বাস্থ্যসম্মত।
- ঘুম থেকে উঠে মিসওয়াক করা ছিল রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালনীয় সুন্নাহ। বুখারী-২৪৫
- ব্রাশ অথবা মিসওয়াক যে কোন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়। রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জামানায় মিসওয়াক ছিল সহজলভ্য তাই তিনি সেটি ব্যবহার করেছেন।
- ব্রাশ অথবা মিসওয়াক করার মূল উদ্দেশ্য হল মুখের দুর্গন্ধ দূর করা।
- ব্রাশ করার সময় মুখের ডান দিক থেকে দাঁত ব্রাশ শুরু করা উত্তম।
- শুধু দাঁত ব্রাশ করলেই মুখের দুর্গন্ধ দূর হয় না বরং সাথে সাথে জিহ্বাও পরিস্কার করতে হয় তবেই মুখের দুর্গন্ধ পূর্ণ দূর হয়।
- ঘুম থেকে উঠার পর, অযু করার আগে, মুখের গন্ধ পরিবর্তন হলে, কুরআন তিলাওয়াতের আগে ও বাড়িতে প্রবেশ করে মিসওয়াক করা সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত।
- ঘুম থেকে উঠার পর তিন বার নাক ঝেড়ে পরিষ্কার করা ও নিজ হাত দ্বারা চেহারা থেকে ঘুমের ভাব দূর করা বাঞ্ছনীয় যা সুন্নাহর অর্ন্তভুক্ত। বুখারী-১৮৩
- আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠবে সে যেন তখন তার নাক তিনবার ঝাড়ে, কেননা নাকের ছিদ্রে শয়তান রাত্রিযাপন করে থাকে।” বুখারী-৩২৯৫, মুসলিম-২৪৫

প্রকৃতির ডাক - শৌচকর্ম

✔যা করণীয় ঃ

- ইসলাম মানব সমাজকে সভ্য, সুশীল ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনে যেমন দিকনির্দেশনা প্রদান করে আর অন্য কোন ধর্মে এমন লক্ষ্য করা যায় না, এটাই ইসলামের সৌন্দর্য।
- প্রস্রাব-পায়খানা বা শৌচকর্ম সম্পাদনের বিবিধ নিয়মকানুন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিভিন্ন হাদীসে পাওয়া যায় যা সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হল।
- ছোট আবদ্ধ ঘরে শৌচকর্ম করা উত্তম অথবা লোকচক্ষুর আড়ালে এমন উপায়ে শৌচকর্ম করতে হবে যাতে কেউ দেখতে না পায়। বুখারী-৩৬৩, আবু দাউদ-৩৫
- আবাসস্থলের ভিতরে বাথরুম/টয়লেটে এর ব্যবস্থা থাকলে কোন সমস্যা নেই। পূর্ব যুগে এমন ব্যবস্থা না থাকায় ঘর থেকে দূরে করা ছিল সাধারণ অভ্যাস।
- পাদুকা পরিধান করে ও মাথা আবৃত করে শৌচকর্ম করা সুন্নাত। বায়হাকী-৪৫৬
- শৌচকর্ম শুরু করার পূর্ব মুহূর্তে কাপড় খুলতে হবে, এর আগে নয়। গোপনাঙ্গ ধরা বা পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে শুধু বাম হাত ব্যবহার করতে হবে। আবু দাউদ-১৪
- শৌচকর্ম করার সময় বাম পায়ের উপর ভর করে বসা ও ডান পা খাড়া করে রাখা অথবা যথাসম্ভব মাটির কাছাকাছি হয়ে বসার চেষ্টা করতে হবে। বায়হাকী-৯৬
- শৌচকর্ম করার সময় সতর্ক থাকতে হবে যাতে প্রস্রাবের ছিটা শরীরে অথবা কাপড়ে না লাগে। কেননা এই বেখেয়ালির কারণে কবরের আজাব হয়ে থাকে।
- শৌচকর্ম শেষে গোপনাঙ্গ পরিষ্কার (ইসতিনজা/ইসতিজমার) করতে হবে:
  ১. ইসতিনজা: পানি দিয়েই গোপনাঙ্গ পরিষ্কার করতে হবে। বুখারী-১৫০, মুসলিম-২৭১
  ২. ইসতিজমার বা কুলুপ: যদি পানি পাওয়া না যায় তবে টিস্যু, পাথর, মাটি ব্যবহার করা যাবে। অন্ততঃ কমপক্ষে তিনবার ব্যবহার করতে হবে। বুখারী-১৫৫
- যদি টিস্যু, পাথর, মাটি ও পানি উভয়ই পাওয়া যায় তাহলে দুটো ব্যবহার করাই সর্বোত্তম। গোপনাঙ্গ অন্তত কমপক্ষে তিনবার ধৌত-পরিষ্কার করতে হবে।

- পুরুষরা গোপনাঙ্গ পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে একটু বিরতি দেবেন বা সময় ধরে করবেন কারন তাদের লিঙ্গ দ্বারা প্রস্রাব পরবর্তীতে ধীরে ধীরে ফোঁটায় ফোঁটায় বের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- ইসতিনজা অথবা ইসতিজমার সম্পন্ন করার পর পাথর, মাটি অথবা সাবান এর সাথে পানি ব্যবহার করে হাত ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। আবু দাউদ-৪৫

Contents

প্রকৃতির ডাক - শৌচকর্ম

✖ যা বর্জনীয় ঃ

- কিবলার দিকে মুখ করে বা পিঠ করে বসে শৌচকর্ম করা যাবে না। বুখারী-১৪৪
- শৌচকর্ম কাজ সম্পন্ন করার সময় অন্য কারো সঙ্গে কথা বলা যাবে না ও দুই ব্যক্তি পাশাপাশি না বসা। আহমদ, দারাকুতনি-৭/১২৮
- দাঁড়িয়ে শৌচকর্ম করা নিষেধ। তিরমিযী-১২
- ওযু-গোসলখানায়, মানুষ চলাচলের রাস্তায়, গাছের ছায়ায়, জলাবদ্ধ পানির ঘাটে, কবরস্থানে, বিশ্রামের স্থানে, ঘরে বা বিছানায়, মসজিদের আঙ্গিনায় বা ঈদগাহে, প্রবাহমান নহরে এবং কোন প্রাণী বসবাসের গর্তে শৌচকর্ম করা যাবে না। মুসলিম-৬১৮, ইবনে মাজাহ-৩৪৪
- এমন কোন বস্তু যাতে আল্লাহ তাআলার নাম লেখা রয়েছে সেসব নিয়ে টয়লেটে যাওয়া যাবে না। নাসায়ী-১৭৮, ইবনে মাযাহ-৩০৩
- শৌচকর্ম করার সময় সম্পূর্ণ নগ্ন হওয়া অনুচিত।
- শৌচকর্ম করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া, কোনো যিকির ও কুরআন তেলাওয়াত করা যাবে না। আবু দাউদ-১৭
- শৌচকর্ম করার সময় কারো সালাম, আযান ও হাঁচির জবাব দেয়া যাবে না। তবে কাজ শেষে দেয়া যাবে। আবু দাউদ-১৬
- শৌচকর্ম করার সময় গোপনাঙ্গের দিকে অথবা প্রস্রাব-মল এর দিকে বার বার তাকানো মাকরূহ।
- ইসতিনজা বা ইসতিজমার করার জন্য কয়লা, পশু-প্রাণীর শক্ত বিষ্ঠা, হাড় ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না। মুসলিম-২৬২, আবু দাউদ-৩৯
- গোপনাঙ্গ স্পর্শ করা বা পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে ডান হাত ব্যবহার করা যাবে না। বুখারী-১৫৪, মুসলিম-২৬৭

- শৌচকর্ম করার পর প্রচলিত কিছু কাজ যেমন কাশাকাশি, উপর-নিচ করা উঠাবসা করা, পা ঝাঁকানো এবং কলুপ নিয়ে কয়েক কদম হাঁটাহাটি করা ইত্যাদি কোন সুন্নাহ নিয়ম এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এসব বিদআত।
- শৌচকর্ম করার সময় বেশি পানি খরচ করা উচিত নয় এবং ওয়াশরুমে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বেশিক্ষণ অবস্থান করা ঠিক হবে না (মাকরূহ)।

পানি পান

- সকালে ঘুম থেকে উঠে পানি পান করার বিষয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত কোন হাদীস নেই। কিন্তু বর্তমান সময়ে অনেক চিকিৎসকই সকালে খালি পেটে পানি পান করার পরামর্শ দেন যা ছোট-বড় সকলের স্বাস্থ্য পরিচর্যার অংশ হিসাবে আসলেই খুব উপকারী।
- পানি বলতে (H_2O) এর সাধারণ প্রাকৃতিক বিশুদ্ধ অবস্থাকে বুঝায়।
- আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, "তোমাদের মধ্যে কেউ যেন দাঁড়িয়ে পানি পান না করে।" মুসলিম-২০২৪, ৫২৭৫
- অর্থাৎ বসে পানি পান করার পরোক্ষ আদেশ করেছেন। (ব্যতিক্রম: যমযম)
- পানি পান করার সময় ডান হাতে পানি পান করতে হবে। মুসলিম-২০২২
- পানি পান করার শুরুতে মনে মনে 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে। তিরমিযী-১৮৫৭
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পানি পান করার সময় পানির পাত্রের উপর নিঃশ্বাস ও ফু দিতে নিষেধ করেছেন। মুসলিম-৫২৮৫, আবু দাউদ-৩৭২৭
- আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত; "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিন ঢোকে পানি পান করতেন, তিনি গরুর মতো এক নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন না।" মুসলিম-৫২৮৭
- অপর এক হাদীসে এসেছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন; "যদি কারো পানির পাত্রে মাছি পড়ে, তাহলে সে যেন পুরো মাছিটিকে পানিতে ডুবিয়ে দেয়, তারপর মাছিটি উঠিয়ে নিয়ে সেই পানি পান করে। কারণ, মাছির এক ডানায় রয়েছে রোগ, আর অন্য ডানায় রয়েছে তার প্রতিষেধক। আর মাছি প্রথমে তার রোগওয়ালা ডানাটিকে পানিতে ডুবিয়ে দেয়।" বুখারী, মিশকাত
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পান পাত্রের ভাঙ্গা অংশ দিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। আবু দাউদ-৩৭২২
- আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পান পাত্র কাত করে (কলসি, জগ, বোতল) তার মুখে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। মুসলিম-২০২৩
- পানি পান শেষে তাহমীদ করা সুন্নাত অর্থাৎ বলতে হবে 'আলহামদুলিল্লাহ'। মুসলিম-২৭৩৪, তিরমিযী-১৮১৬
- বর্তমানে অনেক চিকিৎসক সকালে হালকা গরম পানিতে মধু মিশিয়ে পানি পান করার উপকারিতার কথা বলেছেন, কারণ, এটা দেহ থেকে চর্বি কমায় ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

- ইসলাম একজন মানুষকে কিভাবে শারীরিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করতে হয় তার পদ্ধতি বলে দেয়।
- আমাদেরকে শারীরিকভাবে পরিষ্কার ও পবিত্র করার উত্তম পদ্ধতি হলো অযু। দু ভাবে অযু করা যায়:
  ১. বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করে অযু করা যায়।
  ২. পানি না পাওয়া গেলে বিশুদ্ধ মাটি ব্যবহার করে তায়াম্মুম করা যায়।
- আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন: “আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের পছন্দ করেন।” সূরা আত তাওবা, ৯:১০৮
- সবসময় অযু অবস্থায় থাকার চেষ্টা করা উত্তম। অযু অবস্থায় থাকলে মনে মনে নিজকে পবিত্র মনে হয় ও অপবিত্রতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা যায়।
- স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আমরা যদি সবসময় অযু অবস্থায় থাকার চেষ্টা করি, তাহলে রোগ-জীবাণুর সংক্রমণ থেকে বেঁচে থাকতে পারব।
- ইসলাম ধর্মে কিছু ইবাদাত যেমন: সালাত, তাওয়াফ অযু অবস্থায় করা ফরয।
- গোসল-পবিত্রতা অর্জনের আরেকটি মাধ্যম, এর দ্বারা সম্পূর্ণ দেহের পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জন করা যায়।
- শারীরিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার আরেকটি অংশ হচ্ছে পরিধেয় কাপড়ের পবিত্রতা।
- গোসল অথবা অযুর জন্য ব্যবহৃত পানিও বিশুদ্ধ ও পবিত্র হতে হবে।
- আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা কুরআনে বলেছেন: “আল্লাহ অবশ্যই সেসব লোকদের ভালোবাসেন যারা আল্লাহর দিকেই ফিরে আসে (পাপ থেকে অনুশোচনা করে) এবং যারা পাক পবিত্রতা অবলম্বন করে।” সূরা আল বাকারা, ২:২২২
- এক হাদীসে এসেছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক..।” মুসলিম
- এই বইয়ের পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে পানির বিশুদ্ধতা, অযু-গোসল প্রক্রিয়া ও পোশাক এর পবিত্রতা বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

Contents

পানি - বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা

- শারীরিক পবিত্রতা অর্জনের প্রধান উপাদান হলো পানি; পানি বলতে (H_2O) এর সাধারণ প্রাকৃতিক বিশুদ্ধ ও পবিত্র অবস্থাকে বুঝায়।
- যে পানি নিজে পবিত্র ও অন্যকে পবিত্র করতে পারে তাকে পবিত্র পানি বলে।
- পানির পবিত্রতা তিনটি গুনের উপর নির্ভরশীল: (১) রং (২) স্বাদ ও (৩) গন্ধ।
- পানির পবিত্রতার শর্ত: বেশি পরিমাণ পানিতে (২ কুল্লা; অর্থাৎ ২৫০ লি: বেশি) যে কোনো একটি গুণ পরিবর্তন হয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে সেই পানিকে নাপাক বা অপবিত্র পানি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
- স্বল্প পানিতে (২৫০ লি: কম) নাপাক বা অপবিত্র বস্তু মিশ্রিত হলে পুরো পানি নাপাক বা দূষিত হয়ে যায় যদিও তার কোন গুণ পরিবর্তন লক্ষ্য না করা যায়।
- নাপাক বা অপবিত্র বস্তু বলতে মৃত পশু, প্রস্রাব, পায়খানা, রক্ত, নাপাক বর্জ্য ইত্যাদি পানিতে মিশ্রিত হলে পানি অপবিত্র হয়ে যায়।
- বেশি পানিতে (২৫০ লি: বেশি) অপবিত্র বস্তু মিশ্রিত হওয়ার পরও যদি পানির তিনটি গুণ অপরিবর্তিত থাকে তবে সেই পানি পবিত্র হিসেবে বিবেচিত হবে।
- বৃষ্টি, গভীর নলকুপ, পুকুর, হ্রদ, ঝর্ণা, নদী ও সমুদ্রের পানি সাধারণত পবিত্র, যতক্ষণ পর্যন্ত এরা পবিত্র হওয়ার শর্ত পালন করে। তিরমিযী
- ফলের রস, দুধের পানি, নিংড়ানো পানি, তরকারীর ঝোল ইত্যাদি পবিত্র নয়।
- স্বল্প পরিমাণ পানি থেকে যদি কুকুর ও শুকর পানি পান করে তবে তা নাপাক হয়ে যাবে। তবে বিড়ালের মুখ দেওয়া (উচ্ছিষ্ট) পানি পবিত্র। আবু দাউদ
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “তোমরা কেউ স্থির পানি যা প্রবাহিত হয় না, (যথা: কুপ ও পুকুর) সেখানে প্রস্রাব করবে না।” বুখারী, মুসলিম
- পানি ব্যবহার, সংরক্ষণ ও পানের ক্ষেত্রে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার করা হারাম। মুসলিম-২০৬৫, আবু দাউদ-৩৭২৩

অযু

অযু পদ্ধতি ঃ

- অযু আরম্ভ করার পূর্বে মিসওয়াক করা সুন্নাত। বুখারী-৭২৪০, মুসলিম
- অযুর শুরুতে পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করে মনে মনে 'বিসমিল্লাহ' বলে অযু শুরু করতে হবে, নিয়ত ব্যতীত অযু হবে না। বুখারী, নাসাঈ-৭৮
- প্রথমে ডান হাত ও পরে বাম হাত কব্জি পর্যন্ত ধুতে হবে - একবার ধোয়া (ওয়াজিব), তিনবার ধোয়া (সুন্নাহ)। বুখারী-১৬২, মুসলিম-২৭৮
- ডান হাতের তালুতে পানি নিয়ে মুখে দিয়ে গড়গড়াসহ কুলি করা - একবার করা (ওয়াজিব), তিনবার (সুন্নাহ)। আবু দাউদ-১১১
- ডান হাতের তালুতে পানি নিয়ে নাকে দিয়ে বাম হাত দিয়ে নাক ঝেড়ে পরিস্কার করা - একবার করা (ওয়াজিব), তিনবার (সুন্নাহ)। বুখারী-১৬৪, মুসলিম-২২৬
- এক মুঠ পানি নিয়ে সমস্ত মুখমণ্ডল ধোয়া - একবার করা (ওয়াজিব), তিনবার (সুন্নাহ)। বুখারী-১৫৯
- প্রথমে ডান হাত ও পরে বাম হাত আঙ্গুল থেকে শুরু করে কনুই পর্যন্ত ধোয়া - একবার করা (ওয়াজিব), তিনবার (সুন্নাহ)। বুখারী-১৫৯
- দুই হাতে পানি নিয়ে ঝেড়ে সামনে থেকে পিছনে এবং পিছন থেকে সামনে এভাবে পুরো মাথা মাসেহ্ করা - একবার করা (ওয়াজিব)। বুখারী-১৮৫, মুসলিম-২৩৫
- দুই তর্জনী আঙ্গুলের সাহায্যে দুই কানের ভেতরে ও বৃদ্ধাঙ্গুলির সাহায্যে দুই কানের বাইরে পরিষ্কার করা - একবার (ওয়াজিব)। বুখারী-১৫৯
- প্রথমে ডান পা ও পরে বাম পা আঙ্গুল থেকে শুরু করে গোড়ালি পর্যন্ত ধোয়া - একবার করা (ওয়াজিব), তিনবার (সুন্নাহ)।
- অযু শেষ করার পর একবার কালিমা শাহাদাত পাঠ করা সুন্নাত। তিরমিযী-৫৫

أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

'আশহাদুআল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারিকা লাহু
ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু ওয়া রাসূলুহু।'

✖ যা বর্জনীয় ঃ

- অযুর ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব, এটি ভঙ্গ করলে অযু হবে না।
- দেরি বা বিলম্ব করার কারণে যদি কোন এক অংশ ধোয়ার পরে অপর অংশ ধোয়ার আগেই তা শুকিয়ে যায় তাহলে অযু বাতিল হয়ে যাবে।
- অযু করার সময় পানি অপচয় করার বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকতে হবে (১ মুদ; অর্থাৎ ৬২৫ গ্রাম এর কম-বেশি পানি দ্বারা অযু করার চেষ্টা করতে হবে)।
- অযু করার সময় কোনো অঙ্গ তিনবারের অধিক ধৌত করা মাকরূহ।
- খুব বেশি ঠাণ্ডা অথবা গরম পানি দিয়ে অযু করাও মাকরূহ।
- পানি আঙ্গুলে আংটির নিচে ও হাত ঘড়ির নিচে ভালোভাবে পৌঁছতে হবে।
- মহিলাদের নখের উপর থেকে নেইল পলিশ তুলে ফেলতে হবে।
- অযু করার পর প্রয়োজন ছাড়া সতর দীর্ঘক্ষণ খোলা রাখা মাকরুহ।
- অযু করার পর নখ কাটা, চুল তোলা ও ধুমপান করা পরিহার করতে হবে।

অযু ভেঙ্গে যাওয়ার কারণসমূহ ঃ

- গোপানাঙ্গ দিয়ে কিছু বের হলে; বায়ু, প্রসাব, পায়খানা, বীর্য, মযী ইত্যাদি।
- চেতনা বা জ্ঞান হারিয়ে ফেললে অথবা গভীর ঘুমে নিমগ্ন হলে।
- উটের মাংস খেলে।
- খালি হাত দিয়ে কাপড়ের ভিতর দিয়ে গোপনাঙ্গ স্পর্শ করলে।
- কামভাব বা উত্তেজনাসহ কোনো নারীকে স্পর্শ করলে অযু ভেঙ্গে যাবে, তবে শুধু শারীরিকভাবে স্পর্শ হলে অযু ভঙ্গ হবে না।
- যদি কেউ ঈমান পরিত্যাগ করে অমুসলিম হয়ে যায়।
- যদি কেউ তার অযু থাকার ব্যাপারে নিশ্চয়তায় থাকে, কিন্তু অতঃপর মনে মনে অপবিত্র হয়েছে কিনা সন্দেহ জাগে অথবা এর বিপরীত অবস্থা হলে (অর্থাৎ সে তার নাপাক হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত ছিল, কিন্তু এরপর সে পবিত্রতা অর্জন করেছে কি না সে ব্যাপারে সন্দেহ জাগে) এ ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তি তার নিজের নিশ্চয়তার উপর নির্ভর করবে।
- কেউ তার অযুর বিষয়ে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হলে, এক্ষেত্রে পুনরায় অযু করে নেয়াই উত্তম।

* যেহেতু দিনযাপনের শুরুতে সুবহে সাদিকে উঠে আপনি পবিত্রতা অর্জন করেছেন সেহেতু একজন মুসলিম হিসাবে ফজরের সালাত মসজিদে গিয়ে আদায় করা একটি অনিবার্য ফরয কাজ।

* এই বইটিতে সালাতের গুরুত্ব, সময়-সূচি, বিধি-বিধান ও বিবিধ মাসায়েল বিষয়ে আলোচনা করা হবে না কারণ সালাতের বিষয়ের উপর একটি আলাদা প্রেজেন্টেশন ও বই লেখার ইচ্ছা আছে। ইনশা-আল্লাহ যদি বইটি লিখতে পারি তবে বিতরণ করতে চেষ্টা করব।

ফজর সালাত ঃ

- নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি ফজরের সালাত (জামআতে) পড়ল, সে ব্যক্তি (সন্ধ্যা পর্যন্ত) আল্লাহর দায়িত্বে থাকলো।" মুসলিম-৬৫৭, তিরমিযি
- আল্লাহ তাআলা বলেন, "নিশ্চয়ই ফজরের সালাতে ফেরেশতারা হাযির হয়।" সূরা আল ইসরা, ১৭:৭৮
- আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "মুনাফিকদের পক্ষে সবচেয়ে ভারী সালাত হল ফাজর ও ইশার সালাত। ঐ দুই সালাতে কি মাহাত্য আছে, তা যদি তারা জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও অবশ্যই তাতে উপস্থিত হতো (মসজিদে আসতো)।" মুসলিম-৬৫১, বুখারী-৬৫৭
- আল্লাহ তাআলা বলেন, "সালাত কায়েম করো দিনের দুই প্রান্তে (ফজর ও মাগরিব) ও রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর (ইশা)।" সূরা হূদ, ১১:১১৪

কুরআন পড়া

- প্রতিদিন ভোরে সালাত আদায়ের পর ১৫-৬০ মিনিট কুরআন পড়া বা শোনার জন্য বরাদ্দ রাখুন।
- সহজে হাতের কাছে পাওয়া যায় ঘরে এমন স্থানে কুরআন রাখুন। কুরআনের অডিও সিডি শুনতে পারেন।
- যদি শুধু কুরআন তেলাওয়াত করেন তবে শুধু পড়ার নেকী অর্জন করতে পারবেন (১অক্ষর=১০নেকী)। কিন্তু সর্বোত্তম হলো, কুরআন তেলাওয়াত করার পাশাপাশি অর্থ বুঝে পড়া বা বর্ণনা তাফসীর পড়া।
- আপনার সন্তানকেও কুরআন পড়তে শেখান; আপনি পারলে নিজে শিক্ষা দিন অথবা তাকে কুরআন শেখানোর জন্য শিক্ষক নিয়োগ করে দিন।
- আবূ উমামা বাহেলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা কুরআন পড়ো, কারণ তা কিয়ামতের দিন তার পাঠকের জন্য সুপারিশকারী হয়ে আগমন করবে।" মুসলিম-৮০৪
- আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: "আল্লাহ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে যেরূপ মধুর সুরে কুরআন তেলাওয়াত করার অনুমতি দিয়েছেন অন্য কোন জিনিসকে ঐরূপ পড়ার অনুমতি দেন নাই। তিনি উচ্চস্বরে সুন্দর সুরে তেলাওয়াত করতেন।" মুসলিম-৭৯২, বুখারী-৭৫৪৪
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো ওই ব্যক্তি যে নিজে কুরআন পড়ে এবং অন্যকেও কুরআন শিক্ষা দেয়।" বুখারী
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "যে ব্যক্তি কুরআন পড়বে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে, তার পিতা-মাতাকে একটি নূরের তাজ পরানো হবে যার উজ্জ্বলতা হবে সূর্যের মতো। তাদেরকে এমন দুটি পোশাক পরানো হবে যা দুনিয়ার সকল বস্তুর চেয়ে অধিক মূল্যবান। তারা বলবে, কোন আমলের কারণে আমাদেরকে এত মূল্যবান পোশাক পরানো হয়েছে? বলা হবে, তোমাদের সন্তানের কুরআন গ্রহণ করার কারণে।"
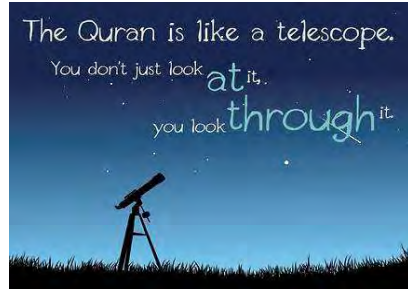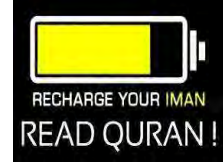
স্বাস্থ্য পরিচর্যা

- সকালে হাঁটা বা ব্যায়াম করা কোন সুন্নাহ নয়, কিন্তু স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে প্রতিদিন হাঁটা, ব্যায়াম বা খেলাধুলা করা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী।
- ইসলাম ধর্মে পাঁয়ে হাঁটা উৎসাহিত করা হয়েছে। কারণ মসজিদে যাওয়া, তাওয়াফ ও সাঈ করার সময় হাঁটতে হয়।
- কেউ ইচ্ছা করলে ব্যায়াম বা জিম করতে পারেন, ফ্রি-হ্যান্ড এক্সারসাইজ, সাইকেল চালানো, সুইমিং ও খেলাধুলা ইত্যাদি প্রতিদিন করা যেতে পারে।
- যে কোনো ধরনের ব্যায়াম প্রতিদিন কম কম করে হালকা ভাবে করতে পারেন যতটা আপনার শরীর সহ্য করতে পারে।
- সকালে স্বাস্থ্য পরিচর্যার অভ্যাস করলে ভোরের সতেজ হাওয়া উপভোগ করার সুযোগ পাওয়া যায়।
- স্বাস্থ্য পরিচর্যার ফলে শরীর মানানসই, কর্ম উদ্যমী ও শক্তিশালী হয়।
- হাঁটা, ব্যায়াম বা খেলাধুলা করার সময় রুচি সম্মত শালীন পোশাক পরিধানের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।
- ইসলাম সে সকল খেলাধুলাকে সমর্থন করে যার ফলে শরীর চর্চা হয়, শারীরিক ক্ষতি ও মৃত্যু ঝুঁকি নেই, ইবাদতের ক্ষতি হয় না, হারাম বস্তু বা দ্রব্যের সংশ্লিষ্টতা নেই এবং খেলায় হার-জিতের সাথে অর্থের সম্পৃক্ততা নেই।
- মাঝে মাঝে সকালে হাঁটা বা খেলাধুলার সময় আপনার সন্তানকেও সঙ্গে নিন। তাদের জন্যও এটিকে অভ্যাসে পরিণত করার চেষ্টা করুন।

খাদ্য

- পরিবারের সদস্যদের আহারের ব্যবস্থা করার জন্য সকালবেলায় অনেকেই ভ্যান গাড়ি থেকে, খোলা বাজারে বা সুপার সপে গিয়ে বাজার-সদাই করেন।
- কুরআনে ও হাদীসে মুসলিমদের জন্য খাদ্য (হালাল) গ্রহণের বিষয়ে বিভিন্ন নির্দেশিকা ও প্রক্রিয়া উল্লেখ করা হয়েছে।
- আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা কুরআনে বলেন: "হে ঈমানদারগণ! আমি যেসব পাক পবিত্র জিনিস তোমাদের দান করেছি (নিঃসংকোচে) তা তোমরা খাও এবং (এ নেয়ামতের জন্য) আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর, (অবশ্য) যদি তোমরা (হালাল হারামের ব্যাপারে) একান্তভাবে শুধু তাঁরই দাসত্ব করো।" সুরা আল বাকারা, ২:১৭২
- কোন বস্তুকে হারাম করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তাআলারই। ইসলামে খুব কম সংখ্যক খাদ্যকেই নিষিদ্ধ বা মাকরূহ (অনুৎসাহিত) করা হয়েছে।
- হালাল খাদ্য বলতে সেই সকল খাদ্য বুঝায় যার উপর কোন নিষেধাজ্ঞা নেই, খাদ্য পবিত্র (স্বাস্থ্য সম্মত) এবং খাদ্যে ক্ষতিকারক কিছু (বিষাক্ত পদার্থ) নেই।
- আল্লাহ তাআলা বলেন: "তিনি যা কিছু ভালো তার অনুমতি দিয়েছেন এবং যা কিছু খারাপ তা নিষিদ্ধ করেছেন।" সুরা আল-আ'রাফ, ৭:১৫৭

- হারাম খাওয়া হারাম। হারাম খেয়ে যে রক্ত-মাংস তৈরি হয় তা অপবিত্র। আর জান্নাতে কোন অপবিত্রতা নেই এবং অপবিত্র কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না।
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবাদেরকে দেওয়া এক অসিয়তে বলেছেন: "(মরণের পরে) মানুষের যে অংশটি সবার আগে পঁচে দুর্গন্ধময় হবে তা হল তার পেট। সুতরাং যে ব্যক্তি সক্ষম যে, সে কেবল হালাল ছাড়া অন্য কিছু (হারাম) ভক্ষণ করবে না, সে যেন তাই করে।" বুখারী
- আল্লাহর প্রতি ইবাদত ও দু'আ কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো হালাল উপার্জন করা ও হালাল খাবার ভক্ষণ করা।
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অপর এক হাদীসে বলেছেন: "মানুষের নিকট এমন এক যুগ আসবে, যে যুগে সে যা উপার্জন করবে, তাতে সে পরোয়া করবে না যে, তা হালাল, না হারাম।" বুখারী
- কখনও চরম মুহূর্তে; অর্থাৎ ক্ষুধা ও বেঁচে থাকার তাগিদে হারাম খাবার খাওয়া যাবে, তবে সেই পরিমাণ খাওয়া যাবে যতটুকু বেঁচে থাকার জন্য জরুরী।

খাদ্য

সবজি, মসলা ও ফলমূল জগৎ ঃ

- শস্য-সবজি, ফল-মূল ও মসলার মধ্যে যা পবিত্র ও উপাদেয় তা খাবার জন্য হালাল, হারাম সেগুলো যেগুলো অপবিত্র, বিষাক্ত ও নেশাযুক্ত হিসাবে চিহ্নিত।
- যে সকল খাদ্যে চিহ্নিত কোন বিষাক্ত উপাদান বিদ্যমান, যা খেলে মৃত্যু ঝুঁকি দেখা দেয় বা মারাত্মক শারীরিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেই সকল খাদ্য বৈধ নয়।
- যখনই কোনো খাদ্যের ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দেবে (হালাল না হারাম) তখন তার ব্যাপারে সতর্ক হওয়া গুরুত্বপূর্ণ এবং তা এড়িয়ে চলা বা হারামের দিক দিয়ে চিন্তা করে তা বর্জন করাকেই প্রাধান্য দিতে হবে।
- যদি কোন খাদ্য বেশি পরিমাণ খাওয়ার ফলে মাদকতার (নেশা) উদ্রেগ হয় বা শারীরিক-মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয় তবে উক্ত খাদ্য কম পরিমাণ খাওয়াও হারাম। যেমন: জর্দা, সিগারেট, গুল।
- সাধারণ পরিচিত খাদ্যের মধ্যে সরাসরি কাঁচা পেঁয়াজ ও কাঁচা রসুন খেয়ে মসজিদ যাওয়াকে নিষেধ করা হয়েছে কারণ এগুলোর গন্ধ ফেরেশতাদের নিকট অত্যন্ত কষ্টদায়ক। এর গন্ধে তারা দূরে চলে যান, নিকটবর্তী হন না।
- নিষিদ্ধ কিছু শস্য হলো; Tobacco, thorn-apple, weed, poppy, skunk plant, etc.
- মাটি, পাথর, কয়লা, বিষ প্রভৃতি জড় পদার্থ খাওয়া বৈধ নয়। যেহেতু তা গ্রহণে শরীরের কোন উপকার নেই বরং তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক।
- কোন পবিত্র ও উপাদেয় খাদ্যের সাথে অপবিত্র বা হারাম কিছু মিশ্রিত হয়ে গেলে সেই খাদ্য গ্রহণ করাও হারাম।
- যদি কোন খাদ্যদ্রব্য পঁচে, গলে বা দুর্গন্ধ যুক্ত হয়ে যায় (অরুচিকর) তবে উক্ত খাদ্য গ্রহণ করা মাকরুহ।

মৎস্য জগৎ ঃ
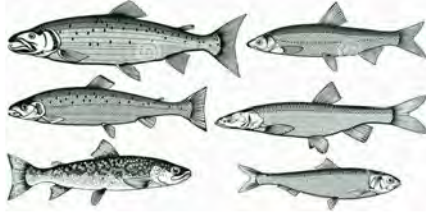
- আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন: "তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে এবং তার খাবার তোমাদের জন্য এবং সমুদ্রযাত্রীদের ভোগের জন্য।" সুরা আল মায়িদাহ, ৫:৯৬
- আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "এর (সমুদ্র) পানি পবিত্র এবং এর মৃত প্রাণীরাও হালাল।" নাসাঈ, আহমাদ
- সাধারণত যেসব মাছ পানিতে জন্মায়, পানিতে জীবনযাপন করে ও পানিতে মারা যায়; হোক তা জ্যান্ত বা মৃত, স্বাদু বা লবণাক্ত পানির, মুসলিম বা কাফের শিকার করুক তা হালাল। মাছকে জবাই করার প্রয়োজনীয়তা নেই।
- স্বাস্থ্যগত কোন ঝুঁকি না থাকলে মাছ ফ্রিজিং বা শুটকি করে খাওয়া যাবে।
- কিছু বিতর্কিত ও অনিশ্চিত প্রাণী আছে যা উভচর জাতের সেগুলোর ব্যাপারে শরীয়তে কোন সরাসরি বিধান নেই। যেমন: সাপ, কুমির, ব্যাঙ, কাঁকড়া, পেঙ্গুইন, কচ্ছপ, সীল মাছ, পটকা মাছ ইত্যাদি। এগুলো এড়িয়ে চলাই উত্তম।

পাখি ও পতঙ্গ রাজ্য ঃ

- যেসব পাখি নখ দ্বারা শিকার ধরে এবং পায়ের নখ দিয়ে ছিঁড়ে খাবার খায় সেসব পাখি হারাম, যেমন: শকুন, ঈগল, চিল, বাজ পাখি, উকাব, কাক, পেঁচা ও বাদুড় ইত্যাদি। মুসলিম ২/১৪৭, মিশকাত।
- মৃত পাখি এবং যেসব পাখি মৃত প্রাণী খায় সেগুলো খাওয়াও হারাম।
- মোরগ ও মুরগিও এক ধরনের পাখি, এগুলো খাওয়া জায়েয। মুসলিম, মিশকাত
- যেসব পাখি ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক (আল্লাহর নাম নিয়ে) শিকার করা বা জবেহ করা হয়নি সেগুলো খাওয়া হারাম।
- ধারালো তীর, গুলির মাধ্যমে শিকার করার সময় হাতিয়ার উৎক্ষেপনের সময় 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে। অবশ্য সেই সাথে 'আল্লাহু আকবার' বলাও সুন্নাত।
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী পাখি ও কুকুর এর দ্বারা আল্লাহর নাম নিয়ে শিকার করা হলে উক্ত শিকার খাওয়া হালাল। শিকারী পাখী ও কুকুর আবার যদি শিকারের কিছু অংশ খেয়ে ফেলে তবে তা হারাম হয়ে যাবে।
- ঢিল বা লাঠির আঘাতে শিকার, ফাঁদ বা জালে আটকে শিকার অথবা অন্য কোন যন্ত্রের সাহায্যে শিকার যাতে শিকারের দেহ ক্ষতবিক্ষত হয় না এবং রক্তও প্রবাহিত হয় না তবে তা জীবিত অবস্থায় শরীয়ত মোতাবেক জবেহ করে খাওয়া জায়েয অন্যথায় না-জায়েয।
- সকল ধরনের পতঙ্গ খাওয়া হারাম করা হয়েছে; যেমন: পিঁপড়া, মৌমাছি, প্রজাপতি, টিকটিকি, মশা, মাকড়সা, ঘাসফড়িং, কীট ও শুয়োপোকা ইত্যাদি।

প্রাণি জগৎ ঃ

- আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন, “হে ঈমানদারগণ! তোমরা যারা ঈমান এনেছো তোমাদের ওয়াদাসমূহ পূর্ণ করো; তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে, তবে সেসব জন্তু ব্যতীত, যা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে”। সুরা আল মায়িদা, ৫:১
- আল্লাহ তাআলা পরবর্তীতে বলেন, “মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের গোশত ও যে প্রাণী আল্লাহর তাআলার ছাড়া অন্য কারো নামে জবাই করা হয়েছে, (তা সবই) তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরা, আঘাত খেয়ে মরা, ওপর থেকে পড়ে মরা, শিংয়ের আঘাতে মরা, হিংস্র জন্তুর খাওয়া জন্তুও (তোমাদের জন্য হারাম), তবে তোমরা তা যদি (জীবিত অবস্থায় পেয়ে) জবাই করে থাকো (তাহলে তা হারাম নয়)। পূজার বেদীতে বলি দেয়া জন্তুও হারাম।” সুরা আল মায়িদা, ৫:৩
- প্রাণী জগৎ দুভাগে বিভক্ত: তৃণভোজী (সমান দাঁত) এবং হিংস্র বা মাংসাসী (K-9 দাঁত) প্রাণী।
- প্রায় সকল তৃণভোজী প্রাণী খাওয়া হালাল। কিছু ব্যতিক্রম নিষিদ্ধ প্রাণী হলো: গৃহপালিত গাধা, খচ্চর। আর সকল হিংস্র বন্য প্রাণী খাওয়া হারাম; যেমন: বাঘ, ভাল্লুক, হাতি, কুকুর, বানর, শিয়াল, বিড়াল, নেউল ইত্যাদি।
- বৈধ ও অবৈধ প্রাণীর মিলনের ফলে জন্ম নেয়া প্রাণীও হারাম।
- যে সকল পশুকে মেরে ফেলতে আদেশ করা হয়েছে; যেমন: সাপ, বিছা, টিকটিকি, চিল, সাদা কাক, ইদুর ও হিংস্র কুকুর - এগুলো খাওয়া হারাম।
- যে সকল পশুকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে; যেমন: ব্যাঙ, হুদহুদ, শ্রাইক ইত্যাদি এগুলো খাওয়াও হারাম।
- হালাল প্রাণীর মধ্যে যেসব প্রাণী জালালাহ অর্থাৎ যারা মুত্র, বিষ্ঠা, অপবিত্র, আবর্জনা ও মল জিনিস ভক্ষণ করে সেগুলোও হারাম। তিরমিযি, আবু দাউদ
- যেসব পশু ইসলামী শরীয়াহ পদ্ধতিতে শিকার অথবা জবেহ্ করা হয়নি (অর্থাৎ আল্লাহর নাম না নিয়ে) সেসব পশু খাওয়া হারাম।

- হালাল ও হারাম বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে; হারাম রুযি ও রোযগার - আব্দুল হামীদ ফাইযী, বইটি পড়ুন।

রাসূল ﷺ এর অন্যতম প্রিয় খাবার সমূহঃ

আবাসস্থলের পরিবেশ

- যেমন বলা হয়ে থাকে - মানুষ সামাজিক জীব। ঠিক তেমনি মানুষ পারিবারিক জীবও বটে। বসতবাড়ি ও পরিবার সকলের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্দ্য অংশ।
- ইসলামী জীবনব্যবস্থা ও নিয়মকানুনের আলোকে পরিচালিত একটি বাড়ি মানুষের জন্য একটি রহমতপ্রাপ্ত ও শান্তিপূর্ণ বাসস্থান এবং শয়তানের প্রবেশের জন্য একটি দুর্ভেদ্য দূর্গ স্বরুপ।
- একটি বাড়ির এক বা একাধিক অভিভাবকগণ সেই বাড়ির জিম্মাদার, তিনি বা তাঁরা সেই বাড়ির কর্মকাণ্ড ও পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করবেন।
- একটি বাড়ির পরিবেশে, নিয়মকানুন ও মূল্যবোধ দীর্ঘস্থায়ীভাবে সেই পরিবারের সদস্যদের জীবনের উপর প্রতিফলন ঘটায়।
- একটি মুসলিম গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে ও ভালো প্রতিবেশীর সঙ্গে বাস করা উত্তম।
- এমনভাবে বসবাস করতে হবে যাতে বাড়ির ভিতরের কোনো অংশ বাহির থেকে দেখা না যায়, প্রয়োজনে পর্দা ব্যবহার করুন অথবা দেয়াল তৈরি করে দিন।
- বাড়িতে আগত অপরিচিত অতিথিদের বসার জন্য সম্ভব হলে বাড়ির অভ্যন্তরে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা দুটি বসার ঘর তৈরি করুন, আর তা করা সম্ভব না হলে পর্দা দিয়ে অথবা পার্টিশন দিয়ে একটি ঘরে দুটি আলাদা জায়গা করে দিন।

- মসজিদ ও হাসপাতালের কাছাকাছি স্থানে বসবাস করা উত্তম।
- হাট বাজার ও গোসল করার স্থান থেকে দূরে বসবাস করা উত্তম।
- নিজের উপার্জন বা সামর্থের উপর নির্ভর করে একজন অভিভাবক তার পরিবারবর্গকে নিয়ে যতটুকু সম্ভব বড় বা প্রশস্ত বাড়িতে বসবাস করা উত্তম।
- বাড়ির টয়লেট নির্মাণের সময় বা ব্যবহার করার সময় সতর্ক থাকতে হবে যাতে কাউকে কিবলামুখী হয়ে অথবা কিবলাকে পেছনে রেখে বসতে না হয়।
- আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, “আর তোমার তোমাদের ঘরকে ইবাদাতের স্থান হিসেবে তৈরি কর এবং সালাত কায়েম কর এবং মুমিনগণকে সুসংবাদ দাও।” সুরা ইউনুস, ১০:৮৭
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “যে ঘরে আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যে ঘরে আল্লাহকে স্মরণ করা হয় না, এই দুটি ঘর হলো জীবিত ও মৃতের ন্যায়।” মুসলিম

Contents

- ঘরে নামায পড়ার জন্য নির্দিষ্ট একটি জায়গা নির্ধারণ করে নিয়ে অন্যান্য আসবাবপত্র সাজানোর পরিকল্পনা করতে হবে।
- পরিবার সদস্য ও সম্পদের জন্য বাড়ি হলো একটি নিরাপদ স্থান, তাই বাড়িতে দরজা থাকতে হবে এবং তা বন্ধ রাখার জন্য তালা, ছিটকিনি ব্যবস্থা থাকবে।
- বাড়ির দরজা সবসময় বন্ধ রাখতে হবে যাতে অপরিচিত ও অনাকাঙ্খিত লোক ঘরে অনুপ্রবেশ করতে না পারে।
- বিলাসী জীবনযাপন এবং ব্যয়বহুল আসবাবপত্র দিয়ে ঘর সাজানো উচিত নয়, ইসলাম এগুলোকে অনুৎসাহিত করে।
- জীবনযাপনের জন্য যতটুকু নূন্যতম স্বাচ্ছন্দ্য দরকার ঠিক ততটুকুতেই বসবাস করা উচিত। মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা উত্তম এবং আল্লাহকে বেশি বেশি ভয় করা বাঞ্চণীয়।
- বাড়িঘর ও আঙ্গিনা সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সাজানো গোছানো রাখা উত্তম, কেননা আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন। তিরমিযী-১৯৯৯
- বাড়িতে একটি ছোট পাঠাগার গড়ে তুলুন; যেখানে সাধারণ শিক্ষা ও গঠনমূলক বই, ইসলামী বই, ইসলামী অডিও ও ভিডিও সংরক্ষণ করা থাকবে।
- বাড়ির দেয়ালে একটি লাঠি বা চাবুক ঝুলিয়ে রাখুন; কাউকে শাস্তি দেবার জন্য নয় বরং পারিবারিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার নিদর্শন স্বরুপ।
- বাড়ির ভেতরে প্রাণীজগতের কোন কিছুর ছবি, মূর্তি ও কাফের মুশরিকদের চিহ্ন রাখা উচিত নয়। ইসলাম এগুলোকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে।
- যে কোনো ধরনের বিষাক্ত ও মাদক জাতীয় দ্রব্য যেমন; এসিড, নিকোটিন, অ্যালকোহল বাড়িতে রাখা উচিত নয়।
- বাড়ির ভিতরে পোষা কুকুর রাখা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, তবে শুধুমাত্র নিরাপত্তা ও শিকারের জন্য বাড়ির বাইরে কুকুর রাখা যেতে পারে।
- বাড়ির ভিতরে যারা বসবাস করবেন তারা নরম স্বরে একে অপরের সাথে কথা বলবেন যাতে ঘরের বাইরে অন্য কেউ বা প্রতিবেশীরা কথা শুনতে না পায়।
- বাড়িতে উচ্চশব্দে টিভি দেখা বা গান বাজানো উচিত নয় যা প্রতিবেশীদের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
- দেখুন; উপরে উল্লেখ্য বেশিরভাগ বিষয়ই কুরআন ও হাদীসের দিকনির্দেশনা থেকে সংকলন করা। কিছু বিষয় এখনকার যুগে মেনে চলা সম্ভবপর নয় বলে আপনার কাছ মনে হতে পারে। বস্তুত; আল্লাহর তাআলা তাঁর বান্দার নূন্যতম আন্তরিক চেষ্টা বা তৎপরতাকেই মূল্যায়ন করবেন। উদাসীনতাকে নয়।
- পরবর্তী অপর এক অধ্যায়ে বাড়ি-ঘর সম্পর্কিত আরো কিছু আলোচনা আছে।

সাধারণ গোসল

- সকালে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পূর্বে সাধারণত আমরা অনেকেই গোসল করে থাকি। শারীরিক পূর্ণ পবিত্রতার অর্জনের সর্বোত্তম উপায় হলো গোসল।
- শারীরিক পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্য অথবা নাপাক কোন কিছু থেকে শরীর পরিস্কার করার জন্য যে কোনো সময়ে সাধারণ গোসল করা যাবে।
- ইসলামে কতিপয় ইবাদাতের পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব (পছন্দনীয় কাজ); যেমন: জুম্মার সালাত, ঈদের সালাত, তাওয়াফ করা ইত্যাদি।
- গোসলের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পানি পবিত্র বা পরিষ্কার পানি হতে হবে। গোসলের সময় সম্পূর্ণ নগ্ন হওয়া বা পানি অপচয় করা গুনাহের ও মাখরূহ কাজ।
- গোসলের নিয়ম: তিনবার করে দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে, কুলি করে ও নাক ঝেড়ে নিয়ে সমস্ত মাথা-শরীরের উপর কমপক্ষে তিনবার পানি ঢালতে হবে।
- গোসল এমনভাবে করতে হবে যাতে শরীরের প্রতিটি লোম পর্যন্ত পানি পৌঁছে ভিজে যায়। মেয়েদের ক্ষেত্রে নখে নেইল পলিশ থাকলে পূর্ণ গোসল হবে না।
- মহিলাদের মাথার চুলের গিট বা বেনী খুলে নেয়া জরুরী নয়। তবে তিনবার পানি মাথায় নিয়ে চুলের গোড়া অবশ্যই ধুয়ে নিতে হবে। বুখারী-৪৩৮
- গোসলের সময় শরীর ঘঁষে-মেজে পরিস্কার করা বাঞ্ছণীয়। গোসলে ব্যবহৃত সাবান, শ্যাম্পু ও লোশন ইত্যাদি হালাল দ্রব্য থেকে উৎপাদিত হতে হবে।
- কিছু ক্ষেত্রে যদি কোনো ছোট নাপাকি বস্তু শরীরে লেগে যায় তাহলে শুধু ওই স্থান ধুয়ে নিলেই চলবে, পূর্ণ গোসলের প্রয়োজন নেই।
- তবে কিছু ক্ষেত্রে আবার বড় নাপাকি বস্তু শরীরে লাগার কারণে গোসল ফরয হয়ে যায়, তখন ফরয গোসল করা অত্যাবশ্যকীয় কাজ।
- আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক সা' হতে পাঁচ মুদ (কম-বেশি ২৫০০-৩১২৫ গ্রাম) পর্যন্ত পানি দিয়ে গোসল করতেন।" বুখারী-২০১, মুসলিম-৩২৫

ফরয গোসল

গোসল ফরয হওয়ার কারণ ঃ

- যদি কোনো পুরুষ ও নারী সহবাস করে, তাতে বীর্যপাত হোক বা না হোক।
- জাগ্রত বা ঘুমন্ত অবস্থায় বীর্যপাত হলে, তা উদ্দীপনা সহ বা বিনা উদ্দীপনায়।
- স্বপ্ন দোষ হলে এবং কাপড়ে যদি বীর্যের দাগ দেখা যায়।
- মহিলাদের ঋতুস্রাব (মাসিক) হলে।
- কোনো নারী সন্তান প্রসব করলে তার রক্তপাত (নেফাস) বন্ধ হওয়ার পর।
- কেউ মৃত ব্যক্তিকে গোসল করালে।
- যদি কোনো অমুসলিম (কাফির/মুরতাদ) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় নিষিদ্ধ কার্যাবলী ঃ

- সালাত আদায় করা,
- কাবা তাওয়াফ করা,
- কুরআন স্পর্শ করা ও পাঠ করা,
- মসজিদে প্রবেশ করা।

ফরয গোসল করার নিয়ম ঃ

- ফরয গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে প্রথমে শুরুতে অবশ্যই মনে মনে 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করতে হবে।
- অতঃপর উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত তিন বার ধোয়া মুস্তাহাব।
- গোপনাঙ্গ ও এর আশেপাশে বাম হাত দিয়ে পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করা।
- এরপর পুনরায় উভয় হাত সাবান অথবা মাটি দিয়ে ধোয়া।
- এবার অযু করার নিয়মে পূর্ণ অযু সম্পাদন করা শুধু দুই পা ধৌত ব্যাতীত।
- এরপর সমস্ত মাথা-শরীরের উপর কমপক্ষে তিনবার পানি ঢালতে হবে।
- শরীরের প্রতিটি লোম পর্যন্ত পানি পৌঁছে ভিজিয়ে দিতে হবে।
- দু হাত দিয়ে পুরো শরীর ঘঁষা-মাজা করতে হবে।
- দেহের ডান পাশ থেকে পরিষ্কার শুরু করে বাম দিকে যেতে হবে।
- গোসল শেষ হলে একটু সরে গিয়ে দুই পা ধৌত করতে হবে।
- অতঃপর অযু শেষের দুআ পাঠ করতে হবে।
- ফরয গোসলের পর আর অযু করতে হবে না, যদি না কোনো অযু ভঙ্গের কারণ দেখা দেয়। আবু দাউদ-৪৪৫

কাপড়

- আমরা সবসময় বাড়িতে সাধারণ বস্ত্র পরিধান করি এবং বাড়ির বাইরে ভালো কাপড় পরিধানে সচেষ্ট হই; নিম্নে বস্ত্রাদি বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হলো।
- কাপড় পরিধানের আগে তার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা যাচাই করা প্রয়োজন।
- কাপড় বা পরিধেয় বস্ত্র কোনো প্রকার হারাম প্রাণীর চামড়া, চুল ও হাঁড় থেকে তৈরি না হয় সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। ইসলাম এগুলো নিষেধ করেছে।
- যদি কোনো কঠিন নাপাক পদার্থ (তরল নয় এমন) শরীর অথবা কাপড়ে লাগে তবে তা ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে।
- কাপড় ধোয়ার পরেও যদি কাপড়ে কোনো নাপাকের চিহ্ন বা দাগ থেকে যায় তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই।
- যে কোনো তরল নাপাক পদার্থ শরীর অথবা কাপড়ে লাগলে তা এক বার ধুয়ে ফেললেই চলবে, যদি ধোয়ার পর তার দাগ বা চিহ্ন আর দৃশ্যমান না থাকে।
- কাপড় ধোয়ার সময় ভালোভাবে ঘঁষে-মেজে পরিষ্কার করা দরকার এবং পানি থেকে কাপড় তোলার পর একে ভালোভাবে চিপ দেওয়া প্রয়োজন।
- যদি কাপড়ে কোনো সাধারণ দাগ লক্ষ্য করা যায় কিন্তু নাপাক লাগার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া না যায়, তবে সেক্ষেত্রে কাপড় না ধুলেও চলবে।
- সালাত আদায় করার পর যদি কাপড়ে কোনো নাপাক লক্ষ্য করা যায় তবে এতে কোনো সমস্যা নেই। সালাত হয়ে যাবে তবে কাপড় ধুয়ে নিতে হবে।
- যদি কাপড়ের কোন এক কোনায় নাপাক লাগে তবে শুধু ঐটুকু না ধুয়ে পুরো কাপড়টাই ধুয়ে নেয়াই উত্তম।
- কুকুরের মুখের লালা কোন পাত্রে লাগলে সে পাত্র পবিত্র করার জন্য পানি দিয়ে ৭ বার ধুতে হবে এবং একবার অবশ্যই সাবান/মাটি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।
- সাদা রংয়ের কাপড় পরিধান করা উত্তম এবং দৃষ্টি আকর্ষক রংচঙ্গে কাপড় এড়িয়ে চলা উত্তম।
- আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, "হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের উপর পোশাক (সংক্রান্ত বিধান) পাঠিয়েছি, যাতে করে (এর দ্বারা) তোমরা তোমাদের গোপনস্থানসমূহ ঢেকে রাখতে পার এবং (নিজেদের) সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে পার, (তবে আসল) পোশাক হচ্ছে তাকওয়ার (আল্লাহর ভয় জাগ্রতকারী) পোষাক, আর এটাই হচ্ছে উত্তম (পোষাক) এবং এটি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি, যাতে করে মানুষরা এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।" সূরা আল-আ'রাফ, ৭:২৬

পারিবারিক সম্পর্ক

- পরিবারের সদস্যদের সাথে পারিবারিক সুষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য প্রতিদিন বাড়ির সদস্যদের পর্যাপ্ত সময় দেয়া একান্ত প্রয়োজন।

সন্তান-সন্ততি ঃ

- বাড়িতে সন্তানদের সময় দিতে হবে ও তাদের সাথে হাসি-মজা করতে হবে।
- নিয়মিত তাদের লেখাপড়ার খোঁজ খবর নিতে হবে এবং সম্ভব হলে তাদেরকে লেখাপড়ার বিষয়ে সহযোগিতা করতে হবে।

- তাদের সঙ্গে উৎসাহমূলক ভাবে কথা বলতে হবে এবং তাদেরকে আপনার ছোট বেলার উদাহরণ পেশ করে অনুপ্রাণিত করতে হবে।
- তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুঝার চেষ্টা করুন ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিন।
- পিতা-মাতার কাছে সন্তানরা কি প্রত্যাশা করে, তা বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

পিতা-মাতা ঃ

- পিতা-মাতাকেও প্রতিদিন সময় দিতে হবে এবং তাদের সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলতে হবে।
- আন্তরিকভাবে সবসময় তাদের খাওয়া-দাওয়া ও স্বাস্থ্যের বিষয়ে খোঁজ খবর রাখতে হবে।
- পিতা-মাতার বিভিন্ন চাহিদার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে ও যথাসম্ভব সেবা-যত্ন করতে হবে।

স্বামী-স্ত্রী ঃ

- স্ত্রীকে তার প্রাত্যহিক কাজ-কর্মে যতটা সম্ভব সহায়তা করার চেষ্টা করতে হবে।

- আপনার স্ত্রীর ব্যক্তিগত বিষয়াদি ও পারিবারিক বিষয়াদির কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে।
- পারিবারিক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে হবে এবং একত্রে সমাধান করতে হবে।

- পারিবারিক সম্পর্ক বিষয়ে পরবর্তীতে আরও বিস্তারিত কিছু আলোচনা রয়েছে।

জ্ঞান আহরণ

- বাড়িতে সকাল বেলায় পত্রিকা পড়া, টি.ভি দেখা ও ইন্টারনেট এর মাধ্যমে দেশ-বিদেশের খবরা-খবর রাখা আজকাল অনেকের সাধারণ অভ্যাস।

পত্রিকা ঃ

theindependent

- ইসলাম মানুষকে পড়তে, জ্ঞান অর্জন করতে ও তথ্য সংগ্রহ করতে উৎসাহিত করে।
- বাড়িতে বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকা রাখা উচিত এবং পরিবারের সকলেরই পত্রিকা পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত।
- পত্রিকা থেকে তথ্য ও জ্ঞান আহরণের জন্য পরিবারে সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করুন। সাথে সাথে রাশিচক্র, ভূয়া বিজ্ঞাপন, অশোভন বিনোদন থেকে সতর্ক করুন।
- বাসায় সাপ্তাহিক বা মাসিক কোন ইসলামী পত্রিকা (আত তাহরীক) রাখা উত্তম।

টেলিভিশন ঃ

- দেশ-বিদেশের সর্বশেষ ও আপডেটেড খবর জানতে টিভি সংবাদ দেখা উত্তম অভ্যাস।
- কোন খবরের সত্যতা যাচাই করার জন্য বিভিন্ন চ্যানেল থেকে খবর ক্রস-চেকিংয়ের মাধ্যমে যাচাই করে নেওয়া প্রয়োজন।
- ইসলাম কোনো খবর বা তথ্য অন্য কারো কাছে পৌঁছানোর আগে বা প্রচার করার আগে তা যাচাই করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে।
- খবর উপস্থাপিকার সৌন্দর্য ও অশালীনতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে হবে।

ইন্টারনেট ঃ

- আজকাল ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের সংবাদ জানতে নিউজ ওয়েবসাইট খুবই জনপ্রিয়।
- সকল পত্রিকা ও টি.ভি নিউজ চ্যানেলের খবরের ওয়েবসাইট চালু আছে। কোন পুরানো খবর খুঁজে বের করা যায় এর মাধ্যমে।
- আজকাল মোবাইল ফোনের মাধ্যমেও প্রচুর সংখ্যক নিউজ মিডিয়ায় প্রবেশ করা যায় ও এস.এম.এস এলার্টের মাধ্যমে নিউজ আপডেট পাওয়া যায়।
- আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন; যে ব্যক্তি (দ্বীনের) জ্ঞানার্জনের জন্য কোন পথে চলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।" মুসলিম-২৬৯৯

পোশাক পরিচ্ছদ

- ইসলাম মানুষকে সুন্দর ও সভ্য জীবনযাপনের পথ দেখায় তাই ঘরে বা বাইরে যে কোন পোশাক পরার বিষয়ে পুরুষ ও নারীর জন্য সুস্পষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত পোশাক ও পর্দার নীতিমালা প্রণয়ণ করে দিয়েছে।
- ইসলাম অযাচিত সৌন্দর্য প্রদর্শন, উদ্ধত্য, অপচয় ও নগ্নতাকে নিষিদ্ধ করেছে।
- ইসলাম সারল্য, সম্মান, নিরাপত্তা ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্যে বিশ্বাসী।
- পর্দার কথা উঠলেই আগে নারীদের কথা বলা হয় অথচ কুরআনে আল্লাহ্ প্রথমে পুরুষদের হিজাবের কথা বলেছেন এবং পরে নারীদের জন্য বলেছেন।
- পিতা-মাতাকে পর্দার চর্চা করতে হবে এবং সন্তানাদিদের সাবালক হওয়া থেকে শুরু করে হিজাব বা পর্দা করার বিষয়ে সচেতন করতে হবে।
- হিজাব বিশেষ করে নারীদের নিরাপত্তা ও সম্মান নিশ্চিত করে এবং তাদেরকে অশালীন আচরণ ও ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে।
- মানুষের পোশাকের উপর দেশীয় সংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে। সংস্কৃতি ততটুকু অনুসরণ করা যাবে যতটুকু ইসলামের বিধিবিধান এর সাথে মিল আছে।
- বর্তমানে পৃথিবীব্যাপি হিজড়া টাইপ নাস্তিক পুরুষ ফ্যাশান ডিজাইনাররা নারীদের পোশাক ট্রেন্ড-ফ্যাশন নির্ধারণ করে আর নারীরা তা অনুসরণ করে!
- সৌন্দর্য প্রদর্শন ও অশোভন পোশাক পরিধানের কারনেই নারীদের সাথে ইভটিজিং, যৌন হয়রানি, অবৈধ সম্পর্ক ও পরকীয়া প্রেম ইত্যাদি ঘটনা ঘটছে।
- দুঃখজনকভাবে মুসলিমরা বর্তমানে স্যাটেলাইটের আগ্রাসনে বলিউডকে ফ্যাশন হিসেবে অনুসরণ করছে ও নিজেদেরকে জাহেল যুগের সাথে তাল মিলাচ্ছে।
- বর্তমানে ছেলেরা হাঁটুর উপর হাফ প্যান্ট পড়ছে, নিচু করে প্যান্ট পড়ে পুস্তক প্রদর্শন করছে আর নারীরা নামমাত্র দুই কাঁধে বা একপাশে ওড়না ঝুলিয়ে ফিটিং জামা পড়ে ছেলেদের আহ্বান করছে। ঠিক যেমন আসল পতিতারা করে।
- পশ্চিমা বিশ্বে মুসলিম নারীদের পর্দা যেমন সমালোচিত ঠিক তেমনি পর্দার গুরুত্ব অনুধাবন করে পশ্চিমা পুরুষদের তুলনায় নারীরা বেশি (৬৬%) ইসলাম গ্রহণ করছেন। ইন্টারনেটে সার্চ দিয়ে দেখুন: ইওয়ন রিডলি, এঞ্জেলা কলিন্স, আমিনা আসিলমি, ইসাবেল এভারহার্ড ও আরো অনেকে।

নারী ও পুরুষের জন্য হাদীসে বর্ণিত পোশাকের নীতিমালা ঃ

১. পুরুষদের ক্ষেত্রে এমন পোশাক পরতে হবে যাতে নাভীর উপর থেকে শুরু করে হাটুর নিচ পর্যন্ত কাপড় দিয়ে আবৃত থাকে। বাকি অংশ অন্যকে দেখানো যায়েজ বা ঢেকে রাখাও যায়েজ। আর মহিলাদের ক্ষেত্রে এমনভাবে পোশাক পরতে হবে যাতে মাথা থেকে পায়ের গিরার নিচ পর্যন্ত সমস্ত দেহ কাপড় দিয়ে আবৃত থাকে, শুধুমাত্র মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে বা অন্যকে দেখানো যাবে (তবে মাহারামের জন্য শিথিল)।

২. পোশাক আটসাট বা টাইট ধরনের হবে না যাতে করে শরীরের গঠন বা কোন অঙ্গের আকার বুঝা যায়। যেমন: ফিটিং জিন্স, লেগিংস, স্কিন টি-সার্ট ইত্যাদি।

৩. পোশাক স্বচ্ছ বা পাতলা কাপড়ের হবে না যাতে করে কাপড়ের ভিতর দিয়ে শরীরের অংশ দেখা বা বুঝা যায়। যেমন: নেট, জর্জেট, টিস্যু কাপড় ইত্যাদি।

৪. পোশাক এতটা জাঁকজমক বা আকর্ষণীয় হবে না অথবা গর্ব ও ভাবগাম্ভির্য সম্পন্ন কাপড় হবে না যা বিপরীত লিঙ্গকে আকৃষ্ট করে। যেমন: কাপড়ের বোতাম খুলে ফাঁকা রাখা, দৃষ্টি আকর্ষক কারুকার্য বা জরি-চুমকি কাজ ইত্যাদি।

৫. বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরিধান করা যাবে না। যেমন: ছেলেরা মেয়েদের শাড়ি, থ্রি-পিস ইত্যাদি এবং মেয়েরা ছেলেদের প্যান্ট, শার্ট, গেঞ্জি ইত্যাদি।

৬. পোশাক কখনো অমুসলিমদের পরিধেয় ধর্মীয় পোশাকের মতো হবে না অথবা পোশাকে অমুসলিমদের কোন ধর্মীয় চিহ্ন থাকবে না। যেমন: হিন্দুদের ধুতি, বৌদ্ধদের পরা গেড়ুয়া রংয়ের কাপড়, সান্টাক্লজের পোশাক এবং কাপড়ে বিধর্মীয় এসব ॐ ✝ ✡ ☯ চিহ্ন থাকা যাবে না।

কিছু আনুষাঙ্গিক বিধিবিধান ঃ

- সামর্থ্য অনুযায়ী পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও ভালো পোশাক পরা। নাসাঈ-৫২২৩
- পোশাকে জীবজগতের কোন কিছুর ছবি বা কোন অযাচিত ছবি, চিহ্ন (☠☺) অথবা অশোভন কোন কথা লেখা থাকা যাবে না। মুসলিম-৩৭৩

- কাপড় পরার পূর্বে প্রথমে ঝেড়ে নিয়ে পরতে হবে, পুরুষদের গাঢ় হলদে ও কমলা রঙের পোশাক এড়িয়ে চলতে হবে। তিরমিযী-১৭২৫, আবু দাউদ-৪০৬৬
- পোশাক পরিধানের সময় ডান দিক দিয়ে পরা শুরু করা ও বাম দিক দিয়ে কাপড় খোলা সুন্নাত। নাসাঈ-১৭৬৬, আবু দাউদ-৪১৪১
- পুরুষদের পায়ের টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরা এবং সিল্কের বা রেশমের তৈরি পোশাক পরা যাবে না। মুসলিম-১০৬, নাসাঈ-৫৩৩০, ইবনে মাযাহ-৩৫৯৫
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি গর্ব ভরে তার পরনের পোশাক পায়ের গিরার নিচে ঝুলিয়ে দেয়, আল্লাহ তাআলা শেষ বিচার দিবসে তার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।" বুখারী-৫৭৮৮
- পোশাকের নিচের অংশের গিট, হুক, বেল্ট নাভীর উপরে বাঁধা সুন্নাত।
- আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে খ্যাতি অর্জনের কাপড় পরিধান করে পরকালে আল্লাহ তাআলা তাকে লাঞ্ছনার কাপড় পরিধান করাবেন। অতঃপর তাতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হবে।" ইবনে মাযাহ-৩৬০৭

△ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐসব নারী ও পুরুষদের প্রতি লানত বা অভিসম্পাত করেছেন যারা বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরিধান করে। বুখারী-৫৮৮৬

পোশাক পরিধানের দোয়া ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ

"আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী কাসানী হা-যা ওয়া রাযাকানীহি
মিন গাইরি হাওলিম মিন্নী ওয়া লা কুওয়াহ"।

"সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাকে এই পোশাক পরিয়েছেন এবং আমার নিজস্ব কোনো শক্তি ও ক্ষমতা ছাড়াই তা আমাকে দান করেছেন।"
আবু দাউদ-৪০২৩, মিশকাত-৩৭৫

- কাপড় পরিধানের দুআর স্টিকারটি বাড়িতে সুবিধাজনক স্থানে লাগিয়ে রাখলে দুআটি চর্চা করায় সহায়ক ভুমিকা রাখবে ইনশা-আল্লাহ।

পুরুষের প্রকাশভঙ্গি

চুল ও নখ ঃ

- মাথার চুলের দৈর্ঘ্য বা আকার মাথার সব দিকে সমান হতে হবে এবং বাবরি চুলের দৈর্ঘ্য কাঁধ পর্যন্ত হতে পারে তবে কানের লতি পর্যন্ত রাখা উত্তম।
- চুল কাটার সময় মাথার সব পাশ থেকে সমানভাবে চুল কাটা উত্তম ও চুলের দৈর্ঘ্য কানের লতি পর্যন্ত হবে আবার প্রয়োজনে হলক্ব (টাক) করা যেতে পারে।
- চুলের বিভিন্ন স্টাইল করা বা বিভিন্ন আকারের চুল রাখা মাকরূহ কাজ কারন এতে দৃষ্টি আকর্ষন ও অশোভনীয়তা প্রকাশ পায়।
- চুল ও দাঁড়ি পরিপাটি করে রাখার জন্য একদিন পরপর অথবা কদাচিত চিরুনি ব্যবহার করে চুল আঁচড়াতে বা সিঁথি করতে হবে।
- ঘনঘন বা প্রতিদিনই চুলের যত্ন ও পরিচর্যার জন্য সময় ব্যয় করা উচিত নয়।
- হাত ও পায়ের নখ সবসময় যতটা সম্ভব ছোট করে কেটে রাখতে হবে।
- মাথা ও চুল টুপি অথবা পাগড়ি দিয়ে সবসময় আবৃত করে রাখা সুন্নাত।
- বগল ও নাভীর নিচের চুল অনুর্ধ ৪০ দিনের অভ্যন্তরে কাটা সুন্নাত। তিরমিযী-৫৮

△ যেসব পুরুষরা নারীদের মতো মাথায় লম্বা চুল রাখে ও নারীরা পুরুষদের মতো ছোট চুল রাখে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে ভর্ৎসনা করেছেন। তিরমিযী-২৭৮৭
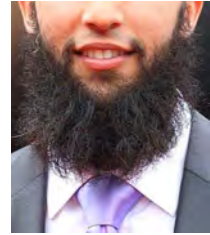
দাঁড়ি ও গোঁফ ঃ

- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের কাফেরদের বিপরীত কাজ করার জন্য বলেছেন অর্থাৎ দাঁড়ি লম্বা করতে বলেছেন ও গোঁফ ছোট রাখতে বলেছেন। তিরমিযী-২৭৫৬
- কালো ব্যতীত অন্য কোনো রঙ চুল ও দাঁড়িতে ব্যবহার করা যাবে। মুসলিম-৫৫০৯
- নাকের ভিতরের অবাঞ্ছিত চুল পরিস্কার করা যাবে তবে মাথা ও দাঁড়ির সাদা চুল এবং কানের চুলও উঠিয়ে ফেলাকে নিষেধ করা হয়েছে। তিরমিযী-২৮২১
- কানের ময়লা পরিস্কার করার হাদীস পাওয়া না গেলেও তা করতে দোষ নেই।

Contents

পুরুষের প্রসাধন সামগ্রী

- প্রতিদিন ঘরে বা ঘরের বাইরের বের হওয়ার সময় পুরুষরা যেসব সাধারণ প্রসাধন উপকরণ ব্যবহার করেন তা ব্যবহারের বিষয়ে কিছু দিকনির্দেশনা।

☑ অনুমোদিত ঃ তবে শর্ত প্রযোজ্য ও কিছু ব্যতিক্রম আছে *

- হাত ঘড়ি *; স্বর্ণ বা রত্নের তৈরি নয় অথবা মানুষকে গর্ব, আভিজাত্য ও রিয়া (অহংকার) প্রদর্শনের জন্য না পরা উত্তম।
- চশমা *; স্বর্ণ বা রত্নের তৈরি নয় এবং মানুষকে প্রদর্শনের জন্য নয়।
- সুরমা ও মেহেদি *; মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের নিয়তে ব্যবহার করা যাবে না।
- আতর ও পারফিউম *; প্রসাধন সামগ্রী হালাল হতে হবে অর্থাৎ কোনো অ্যালকোহল, হারাম প্রাণীর বস্তু ও রং মিশ্রিত থাকা যাবে না। নাসায়ী-৫১১৭
- বেল্ট ও টাই *; হারাম প্রাণীর চামড়া থেকে তৈরি বেল্ট পরা যাবে না এবং সিল্কের বা রেশমের টাই পরা হারাম।
- টুপি ও পাদুকা *; কাফেরদের ধর্মীয় পালনীয় সাদৃশ্য পাদুকা ও টুপি ব্যবহার করা যাবে না।
- কোনো জিনিস ব্যবহারের আগে আমাদের সে সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন বা যাচাই করে নেওয়া প্রয়োজন। যদি না জানার কারণে কোনো জিনিস ব্যবহার করা হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে যখন জানতে পারা যায় তখন সঙ্গে সঙ্গে সেই জিনিস পরিহার করতে হবে এবং আল্লাহর কাছে এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। যখন কোন জিনিস হালাল না হারাম তা নির্ণয় করা সম্ভবপর না হয় তখন একজন তাকওয়াশীল মুসলিমের উচিত হবে তা পরিহার করে চলা।

Contents

পুরুষের প্রসাধন সামগ্রী

☒ নিষিদ্ধ ঃ তবে শর্ত প্রযোজ্য ও কিছু ব্যতিক্রম আছে *

- যে কোনো ধরনের অলঙ্কার *; বিশেষভাবে স্বর্ণ পরা হারাম। রূপা বা চাঁদির তৈরি একটি আংটি যা এক মিসকাল (সিকিতোলা) এর কম দিয়ে তৈরি তা ব্যবহার করা যেতে পারে। আকিক পাথরের বিশেষ কোন গুনাগুন আছে, এর ভিত্তি নাই। তিরমিযী-১৭৩৮, আবু দাউদ
- তাবিজ-কবজ ; ব্যবহার করা হারাম। শিরকের গুনাহ হবে। আহমদ-১৬৯৬৯
- কসমেটিকস *; রূপ-সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য নয়, তবে শারীরিক স্বাচ্ছন্দ ও প্রাকৃতিক আত্মরক্ষার জন্য করা যাবে।
- কন্টাক লেন্স (চোখের লেন্স) *; সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্য নয়, তবে কোন সমস্যার জন্য ব্যবহার করা যাবে।
- ট্যাটু ; শরীরে উল্কি আঁকানো বা ট্যাটু করা নাযায়েজ।
- চুলে কলপ করা *; কালো রঙ চুলে ব্যবহার করা যাবে না। দৃষ্টিকটু না হয় এমন অন্য কোন রঙ ব্যবহার করা যাবে। মুসলিম-৫৫০৯
-
- যেসব নারী ও পুরুষ বিপরীত লিঙ্গের বেশ-ভূষা ধারণ করে তাদেরকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লানত বা অভিশাপ করেছেন। বুখারী-৫৮৮৬, মিশকাত শারীরিক স্বাচ্ছন্দ ও প্রাকৃতিক আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করা যাবে।
- কৃত্রিম চুল (পরচুলা); চুল লাগানো বা কৃত্রিম চুল মিশ্রিত করা হারাম। বুখারী-৪৮৮৭
- হেয়ার রিমুভার (চুল অপসারক) ; ব্যবহার করা যাবে না।

△ যেসব নারী ও পুরুষ বিপরীত লিঙ্গের বেশ-ভুষা ধারণ করে তাদেরকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লানত বা অভিশাপ করেছেন। বুখারী-৫৮৮৬, মিশকাত-৪৪২৯

নারীর প্রকাশভঙ্গি

চুল ও নখ ঃ

- চুল শুধুমাত্র আপন পরিবারের সদস্য ও নিকট মাহরামদের সামনে খোলা রাখা যাবে, সর্বসাধারণের সামনে চুল প্রদর্শন করা যায়েজ নয়।
- লম্বা নখ রাখা এবং নেইল পলিশ ব্যবহার করা যায়েজ নয়। নেইল পলিশ দিয়ে থাকা মানে সবসময় অপবিত্র অবস্থায় থাকা।
- রঙ মিলিয়ে কাপড় পরা, জুতা পরা, ব্যাগ ব্যবহার করা এবং গহনা পরা মানুষকে প্রদর্শনের লক্ষ্য নিয়ে; এসব অসংযমী কাজ ও অপব্যয় করার সামিল।
- জনসম্মুখে একজন নারী তার অনুমোদিত অঙ্গ ও মার্জনীয় পরিধেয় পোশাক ছাড়া আর অন্য কোনো কিছু প্রকাশ করা উচিত নয়।
- জনসম্মুখে নারীরা তাদের গলার স্বর নিচু রাখবেন, দৃষ্টি অবনত রাখবেন এবং তাদের বিনয় রক্ষা করে চলবেন।
- নারীদের মাথা মুন্ডন করা বা টাক মাথা হওয়া হারাম। তিরমিযী-৯১৫
- মুখের দাঁতসমূহকে শানিত ও সরু করা যায়েজ নয়। বুখারী-৪৮৮৬
- আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মতো নও। তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে পর পুরুষের সাথে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, যাতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়। তোমরা সঙ্গতভাবে কথা বলবে।" সূরা আহযাব, ৩৩:৩২
- আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, "হে নবী, আপনার স্ত্রী ও কন্যাদের এবং সাধারণ মোমেন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদর নিজেদের উপর টেনে দেয়, তাতে করে তাদের চিনতে (অনেকটা) সহজ হবে এবং তাদেরকে কোনরকম উত্যক্ত করা হবে না, (জেনে রাখো), আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" সূরা আহযাব, ৩৩:৫৯

নারীর প্রসাধন সামগ্রী

- প্রতিদিন ঘরে বা ঘরের বাইরে বের হওয়ার সময় নারীরা যেসব সাধারন প্রসাধনী উপকরণ ব্যবহার করেন তা ব্যবহারের বিষয়ে কিছু দিকনির্দেশনা।

☑ অনুমোদিত ঃ তবে শর্ত প্রযোজ্য ও কিছু ব্যতিক্রম আছে *

- অলঙ্কার *; মাহরামের সামনে পরা যাবে এবং ঘরের বাইরে পোশাকের ভিতরে শব্দহীন অলঙ্কার পরা যাবে।
- কসমেটিকস *; রূপ-সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য নয়, তবে শারীরিক স্বাচ্ছন্দ ও প্রাকৃতিক আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করা যাবে।
- ফেসিয়াল ও ব্লিচ *; প্রসাধন সামগ্রী হালাল হতে হবে অর্থাৎ কোনো অ্যালকোহল ও হারাম প্রাণীর বস্তু মিশ্রিত থাকা যাবে না।
- পারফিউম *; বাড়ির বাইরে ব্যবহার করা হারাম। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "পুরুষরা গন্ধ পাবে এমন উদ্দেশ্যে সুগন্ধি মেখে কোন মহিলা যদি পুরুষের মাঝে গমন করে তাহলে সে একজন ব্যভিচারিণী।" আহমদ, নাসাঈ, মিশকাত-১০৬৫
- সুরমা ও মেহেদি *; রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্য নয়, সাধারণভাবে ব্যবহার করা যাবে।
- পেডিকিওর ও মেনিকিওর ; করা যাবে তবে লক্ষ্য রাখতে হবে কোন হারাম প্রসাধনী সামগ্রী, অ্যালকোহল ও হারাম প্রাণীর বস্তু মিশ্রিত না হয়।
- স্পা *; করা যাবে তবে পর্দা ও শালীনতার বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে এবং কোন হারাম প্রসাধনী সামগ্রী, অ্যালকোহল ও হারাম প্রাণীর বস্তু মিশ্রিত না হয়।

নারীর প্রসাধন সামগ্রী

☒ নিষিদ্ধ ঃ তবে শর্ত প্রযোজ্য ও কিছু ব্যতিক্রম আছে *

- ভ্রূ প্লার্ক করা ও চোখে পাপড়ি লাগানো; হারাম কাজ। তিরমিযী-২৭৮২
- হেয়ার রিমোভার (চুল অপসারক); ব্যবহার করা জায়েজ নয়।
- তাবিজ-কবজ ; ব্যবহার করা হারাম। শিরকের গুনাহ হবে। আহমদ-১৬৯৬৯
- কন্টাক লেন্স (চোখের লেন্স) *; সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্য নয়, তবে কোন সমস্যার জন্য ব্যবহার করা যাবে।
- কসমেটিক সার্জারি *; সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্য নয়, তবে আরোগ্যলাভের জন্য বা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার জন্য করা যেতে পারে।
- ট্যাটু ; শরীরে উল্কি আঁকানো বা ট্যাটু করা নাযায়েজ।
- কৃত্রিম চুল (পরচুলা) ; চুল লাগানো বা কৃত্রিম চুল মিশ্রিত করা হারাম। বুখারী-৪৮৮৭
- চুলে কলপ করা *; কালো রঙ চুলে ব্যবহার করা যাবে না। দৃষ্টিকটু না হয় এমন অন্য কোন রঙ ব্যবহার করা যাবে। মুসলিম-৫৫০৯
- মাথায় উটের কুঁজ ; মাথার উপর উচুঁ করে চুল বাঁধা নিষেধ।
  - হেয়ার রিমুভার (চুল অপসারক) ; ব্যবহার করা যাবে না।

△ যেসব নারী ও পুরুষ বিপরীত লিঙ্গের বেশ-ভুষা ধারণ করে তাদেরকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লানত বা অভিশাপ করেছেন। বুখারী-৫৮৮৬, মিশকাত-৪৪২৯

সকালের নাস্তা
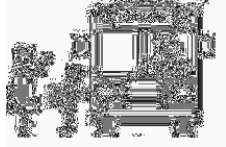
- সাধারণত বাড়ি থেকে কর্মস্থলে বের হওয়ার আগে সকালে সবাই নাস্তা করেন। ইসলাম মানুষের জন্য খাওয়া-দাওয়া ও পান করার বিষয়ে কিছু সুন্দর নির্দেশিকা ও আদব প্রদান করেছে।
- আল্লাহ কুরআনে বলেন, "হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ থেকে আহার করো, নেক আমল করো। তোমরা যা করো সে সমন্ধে আমি অবহিত আছি।" সূরা আল-মুমিনুন, ২৩:৫১
- পৃথক পৃথক হয়ে খাওয়ার চেয়ে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একসঙ্গে খাওয়া উত্তম। সবাই একসঙ্গে খেতে বসলে সবার উপর আল্লাহর রহমত ও বরকত আসে। ইবনে মাযাহ-৩২৮৬
- এক সাহাবী রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা খাবার খাই অথচ পরিতৃপ্ত হই না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমরা হয়তো ভিন্ন ভিন্ন হয়ে খাও! তাঁরা বললেন, হাঁ। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাহলে তোমরা একসাথে বসে খাও (তোমাদের জন্য) বরকত হবে। আবু দাউদ
- শারীরিক চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী যতটুকু খাওয়া যায় ততটুকু খাওয়া উচিত, অধিক পরিমাণ আহার আবার স্বল্প আহার কোনটিই করা উচিত নয়।
- অধিক পরিমাণ আহার অপব্যয় ও সীমালজ্ঘনের শামিল এবং সামর্থ থাকার পরও না খেয়ে থাকা, অনশন করার ফলে দুর্বল হয়ে ইবাদত পালনে অক্ষম হওয়াও গুনাহ ও অপরাধের কাজ।
- আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, "হে আদম সন্তান! প্রত্যেক ইবাদতের সময় তোমরা সুন্দর সাজে সজ্জিত হও, তোমরা খাও ও পান কর, কিন্তু অপচয় কর না, নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।" সূরা আল-আরাফ, ৭:৩১
- খাওয়ার আগে ও পরে হাত ধোয়া সুন্নাত যা বৈজ্ঞানিকভাবেও স্বাস্থ্যসম্মত।
- খাওয়ার আগে জুতা বা সান্ডেল খুলে নেওয়া এবং বসে খাবার খাওয়া অর্থাৎ মেঝেতে দস্তর বিছিয়ে খাওয়া সুন্নাত।
- খাবার গ্রহণের সময় বসার পদ্ধতি দুটি: যা ইবনে হাযার (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করেছেন- ১) পায়ের সম্মুখভাগ এবং নলার উপর হাঁটু গেড়ে বসা।
  ২) ডান পা খাড়া করে বাম পায়ের উপর বসা।
- খাওয়ার সময় পায়ের উপর পা তুলে, পিছনের দিকে হেলান দিয়ে বা ঠেস দিয়ে এমনভাবে বসা ঠিক নয় যাতে আভিজাত্য, গর্ব ও অহঙ্কার প্রকাশ পায়।

- রাসূল ﷺ বলেছেন, "যারা স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈরি পাত্রে খাবার খেল ও পান করল, তারা যেন আগুন দিয়ে তাদের পেট পূর্ণ করল"। মুসলিম, দারাকুতনি
- যদি সবাই একত্রে এক পাত্রে খাবার খেলে সেক্ষেত্রে সবচেয়ে বয়োজ্যোষ্ঠ ব্যক্তি প্রথমে শুরু করবেন এবং বাকিরা তাদের নিজ নিজ পাশ থেকে খাবার খাবে, কিন্তু খাবার যদি বিভিন্ন পাত্রে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে যে কোনো পাত্রে থেকে অথবা যে কোনো পাশ থেকে খাওয়া শুরু করা যেতে পারে।
- উমার ইবনে আবী সালামা (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি একটি বালক হিসাবে রাসূল ﷺ এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। খাবার সময় আমার হাত পাত্রের এক জায়গায় স্থির থাকতো না। তাই রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, "হে বালক, আল্লাহর নাম নিয়ে ডান হাত দিয়ে নিজের সামনে থেকে খাও।" বুখারী-৫৩৭৬, মুসলিম-২০২২
- রাসূল ﷺ বলেছেন, "যে ভৃত্য বা ব্যক্তি খাবার রান্না করেছে এবং তোমার জন্য পরিবেশন করছে তাকেও তোমাদের সঙ্গে খাবার জন্য ডাকো। আর যদি সে তোমাদের সঙ্গে খেতে আপত্তি জানায় তাহলে তাকে তোমাদের খাবার থেকে কিছু হলেও খেতে দাও।" বুখারী ৩/২১৬, ইবনে মাযাহ ২৪৪
- খুব গরম অথবা খুব ঠাণ্ডা খাবার খাওয়া উচিত নয়, কারণ এতে রহমত ও বরকত কম হয়।
- রাসূল ﷺ বলেছেন, "পাত্রের এক পাশ থেকে খাবার খাও এবং পাত্রের মধ্যভাগ থেকে খাবার খেও না। কারণ আল্লাহর রহমত ও বরকত থাকে পাত্রের পাশে অবতীর্ণ হয়।" তিরমিযি
- শুধু ডান হাত ব্যবহার করে (হাতের তিন আঙ্গুল দিয়ে) খাওয়া সুন্নাত এবং বাম হাত দিয়ে খাওয়া উচিত নয়, কারণ, শয়তান বাম হাতে আহার করে। মুসলিম-২০৩২
- চামচ, কাটা চামচ ও ছুরি দিয়ে খাওয়ার ব্যাপারে অনুৎসাহিত করা হয়, কারণ এতে খাবার অপচয় হয় এবং এটা মানুষকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ অনুসরণ করা থেকে বিরত রাখে।
- খাওয়া-দাওয়া বিষয়ে পরবর্তীতে আরও বিস্তারিত কিছু আলোচনা রয়েছে।

সন্তানদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠানো

- সাধারণত যেসব পরিবারের সন্তানরা পড়াশুনা করে তারা সকাল বেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং পিতামাতারাও তাদের প্রস্তুতির ব্যপারে সহযোগিতা করে।
- ইসলাম শিক্ষা অর্জনের বিষয়ে উৎসাহিত করে। প্রথম ওয়াহী নাযীল হয়েছিল 'ইকরা' মানে 'পড়'। দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করা সকলের উপর ফরয। কুরআন পড়ার পাশাপাশি অন্যান্য পড়াশুনা করাও এর ইঙ্গিত বহন করে।
- ইসলামি শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি বর্তমান বিশ্বসভ্যতা ও বিজ্ঞান সম্পর্কে জানতে সাধারন শিক্ষাব্যবস্থায় পড়াশুনা করানো উত্তম।
- সন্তানকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণে সাহযোগিতা করুন।
- এলোমেলো ভাবে নয় বরং নিয়মতান্ত্রিক ও গোছানো ভাবে তাদেরকে ব্যাগে বই, খাতা, কলম ইত্যাদি গুছিয়ে রাখার ব্যাপারে নির্দেশিকা প্রদান করুন।
- বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগেই তাদেরকে যথাযথ রুচিশীল শালিন পোশাক পরিধানের ব্যাপারে সচেতন করে তুলুন।
- সন্তানের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য সীমিত পরিমানে কিছু টাকা-পয়সা দেয়া উত্তম তবে প্রয়োজনাধিক নয়।
- সম্ভব হলে তাদের রাস্তায় আসা-যাওয়ার সময় কাউকে সাথে গাইড হিসাবে পাঠানো উচিত অথবা নিজে যাওয়া উত্তম।
- ক্লাস শেষ হওয়ার পরই সন্তানদের যথাসম্ভব দ্রুত বাসায় ফিরে আসা উচিত।
- ক্লাস শেষে বন্ধু-বান্ধব মিলে অযথা অপ্রয়োজনীয় আড্ডা দেওয়া উচিত নয়।
- কীভাবে একজন ভালো বন্ধু বেছে নিতে হয় ও বন্ধুত্ব বজায় রাখতে হয় সে ব্যাপারে পিতা-মাতার সন্তানকে নির্দেশনা দেওয়া উচিত।
- সন্তানরা তাদের বন্ধুদের সঙ্গে কী কী কর্মকান্ড করছে বাবা-মার সে বিষয়ে নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখা উচিত।
- বর্তমানে অনেক ছেলেমেয়েরা খারাপ বন্ধু ও খারাপ অভ্যাসের পাল্লায় পড়ে নষ্ট হয়ে যায় এবং এর ফলে তাদের চরিত্রে স্থায়ী একটা পরিবর্তন চলে আসে, যা তাদেরকে পারিবারিক নিয়ন্ত্রন ও ইসলামিক শিক্ষা থেকে দুরে সরিয়ে নিয়ে যায়।
- নিয়মিত দেখাশোনা ও বিধি-নিষেধের অভাবে সন্তানরা যদি বিপথে চলে যায় তবে তার দায় পিতা-মাতাকেই নিতে হবে।
- সন্তানদের বিষয়ে পরবর্তীতে আরও কিছু আলোচনা রয়েছে।

Contents

জীবিকা উপার্জন

- দিনের বেলায় বাড়ি থেকে বের হয়ে বিভিন্ন পেশার মানুষজন তাদের নিজ নিজ কর্মস্থলে যান জীবিকা উপার্জনের তাগিদে।
- আল্লাহ তাআলা বলেন, "অতঃপর যখন সালাত শেষ হবে, তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং (কাজের মাধ্যমে) আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো, এবং আল্লাহকে বেশি স্মরণ করো, যাতে করে তোমারা সফলকাম হতে পারো।" সূরা আল-জুমুআ, ৬২:১০
- রাসূল ﷺ বলেছেন, "প্রাথমিক ফরয ইবাদাত পালন করার পর হালাল রুযি উপার্জন করাও ফরয।" তিনি আরো বলেছেন, "কোন ব্যক্তি নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্য অপেক্ষা অধিক উত্তম খাদ্য আর কিছুই নেই।" বায়হাকী, বুখারী
- তাকদীরের উপর ঈমান যে রাখে তার কাছে এ কথা বিদিত যে, প্রত্যেক মানুষের ভাগ্যে তার রুযি বন্টন করে দেওয়া আছে। সেই বন্টন করা রুযি থেকে বেশি এক পয়সাও সে উপার্জন করতে সক্ষম নয় এবং তার থেকে এক পয়সা কম অর্জন করে সে মৃত্যুবরন করবে না।
- ইসলাম মানুষের জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রেও কিছু দিকনির্দেশনা দিয়েছে।
- জীবিকা উপার্জনের মূলনীতি হলো - অর্থ উপার্জনের যেসব পন্থা ও উপায় অবলম্বিত হলে এক ব্যক্তি লাভ ও অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ক্ষতি হয় তা সবই হারাম ও অবৈধ। অপরদিকে যেসব পন্থা ও উপায় অবলম্বন করলে অর্থ উপার্জনের সাথে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তিই তার ন্যায়সংগত সুফল বা লাভ ভোগ করতে পারবে তা সবই হালাল ও বৈধ।

- একজন মুসলিমকে হালাল উপায়ে জীবিকা উপার্জন করতে হবে, এর কোন বিকল্প নেই। মানুষের ইবাদাত কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত হল হালাল উপার্জন করা। শয়তানি প্রবৃত্তির অনুসরণ করে হারাম উপার্জন কাঙ্ক্ষিত নয়।
- যারা হারাম উপায়ে উপার্জন করে এবং তা ভক্ষণ করে শরীর গঠন করে তাদের ইবাদত আল্লাহর কাছে কবুল হবে না। হাদিসে কুদসিতে নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ তাআলা হালাল ও পবিত্র ছাড়া অন্য কিছুই কবুল করেন না।" বুখারী
- আবু বারযা নাদাল ইবনে উবায়েদ আসলামী (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন রাসূল ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন (হাশরের ময়দানে) বান্দাহ তার স্থানেই দাঁড়িয়ে থাকবে, যে পর্যন্ত না তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে: তার ধন-সম্পদ কোন উপায়ে অর্জন করেছে এবং কোন পথে তা খরচ করেছে...।" তিরমিযী-২৪১৭

- রাসূল ﷺ বলেছেন, “রুযি সন্ধানের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না। পৃথিবীতে কোন বান্দাই তার ভাগ্যে নির্ধারিত সর্বশেষ রুযি অর্জন না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরন করবে না। অতত্রব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং রুযি সন্ধানে মধ্যবর্তী পন্থা (সুন্দর ও বৈধ পথ) অবলম্বন করো।” বাইহাকী
- বিলাসিতা যখন মনে-প্রানে অনুপ্রবেশ করে তখন মানুষ অর্থলোলুপ হয়ে যায়। আর তখনই অর্থ উপার্যনের জন্য মানুষ হারাম উপায় ও কৌশল অবলম্বন করে।
- ধনলোভের কোন সীমা নেই। যত হয়, তত বেশি পেতে আকাঙ্ক্ষি হয় মন। যার যত আছে, সে আরো চায়। সদুপায়ে না পেলে অসাদুপায়ে পেতে চায়।

“এ জগতে হায়, সেই বেশি চায়, আছে যার ভুরি ভুরি,
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙ্গালের ধন চুরি।”

- ধন-সম্পদ মানুষের জন্য ফিতনা। ধন-সম্পদ মানুষের মাঝে ফিতনা ও যুদ্ধ সৃষ্টি করে। পরিবারের ভাই-বোন ও আত্মিয়স্বজনদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায়। আসলে ধন-সম্পদ বড় কথা নয়। তার থেকে বড় কথা হলো, মনের সুখ-শান্তি ও সুস্বাস্থ্য।
- একজন মানুষের তার উপর নির্ভরশীলদের (পরিবার বা অন্যান্য) চাহিদা পূরনের জন্য তাদের জন্য উপার্জন করাও তার উপর বর্তায়।
- নবী করিম ﷺ বলেন, “তোমার উত্তরসূরিদের নিঃস্ব ও পরমুখাপেক্ষী করে রেখে যাওয়ার চেয়ে তাদেরকে স্বচ্ছল ও সম্পদশালী করে রেখে যাওয়া তোমাদের পক্ষ থেকে ভালো।” বুখারী
- ইসলামি জীবনব্যবস্থা অনুসারে, নারীদের উপার্জন করার প্রয়োজন নেই। কারণ পরিবারে নারীদের জন্য উপার্জনের দায়িত্ব পুরুষদের।
- বিয়ের আগে নারীদের ভরনপোষনের দায়িত্ব তার পিতা ও ভাইদের এবং বিয়ের পর এই দায়িত্ব স্বামী ও ছেলেদের, এবং এর পরে একজন নারীর সকল প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহর অর্থাৎ দায়িত্বপ্রাপ্ত সমাজ ও রাষ্ট্রের।
- তবে যদি কোন নারী জীবিকা উপার্জনের তাগিদে বা স্বেচ্ছায় কাজ করতে চায় তবে সে ইসলামী শরীয়াহ্‌র আওতাভুক্ত কোন একটি সম্মানজনক কাজ করতে পারে যেখানে তার নিরাপত্তা ও সম্মান ক্ষুণ্ন হবে না।
- জীবিকা উপার্জনের তাগিদে সবারই সময়, শ্রম ও মেধার সদ্ব্যবহার সুন্নাহর আলোকে করা উত্তম।

Contents

বৈধ পেশা ও রোজগার

- বৈধ উপায়ে ধনী হওয়া কোন দোষের কথা নয়। পবিত্র মাল পবিত্র পথে উপার্জন করে তা যদি পবিত্র পথে ব্যয় করা হয় এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা করা হয়, তাহলে তা নিশ্চয়ই এক মহান ইবাদত।
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "সৎ মানুষের জন্য পবিত্র মাল কতই না উত্তম।" আহমদ
- আজকাল মানুষ আর তার জীবিকা উপার্জনের পন্থা নিয়ে ভাবে না। প্রত্যেকেই তার নিজের জন্য সম্ভব যে কোনো ধরনের পন্থা অবলম্বন করা নিয়ে ব্যস্ত।
- বৈধ জীবিকা উপার্জনের পন্থা নিয়ে কথা বলতে গেলে সবাই তার নিজ কাজের ব্যাপারে কৈফিয়ত ও যুক্তি পেশ করেন। হারামকে হারাম বলে স্বীকার করতেই চায় না! হারামকেই বৈধ মনে করে মানুষ।
- বৃহৎ পরিসরে কাজ বা পেশা দুই ধরনের: (১) চাকুরি ও (২) ব্যবসায়।
- চাকুরি ও ব্যবসায় যদি ইসলামি শরীয়াহ্‌র নির্দেশনার মধ্যে থাকে এবং ইসলামের কোনো ধরনের নিষিদ্ধ বা হারাম বিষয়ের সঙ্গে এর সংশ্লিষ্টতা না থাকে তাহলে তা হালাল বলে গণ্য হবে।
- কেউ যদি না বুঝে বা অজ্ঞাতভাবে কোন হারাম কাজের সঙ্গে জড়িয়ে যান তাহলে তার দায়িত্ব হবে আয়ের বৈধ উপায়ের সন্ধান করা এবং সেই পেশা পরিবর্তন করা।
- যদি কোনো কাজে হালাল ও হারামের সংমিশ্রণ থাকে (যেমন: হোটেল, এয়ারলাইন্স ইত্যাদি) তাহলে সেক্ষেত্রে এমন একটি স্থানে কাজ করতে হবে, যেখানে হারামের সংশ্লিষ্টতা কম এবং পাশপাশি আয়ের বৈধ উপায়ের সন্ধান করতে হবে এবং সেই পেশা পরিবর্তন করার চেষ্টা করতে হবে।
- প্রয়োজনে বা বেঁচে থাকার তাগিদে কোনো অবৈধ পেশায় কাজ শুরু করা যাবে, কিন্তু তাকে পাশাপাশি বৈধ উপার্জনের উপায় খুঁজতে হবে এবং যত দ্রুত সম্ভব সেই পেশা পরিবর্তন করার চেষ্টা করতে হবে।
- পরিবারের বাবা-মায়ের দায়িত্ব হবে তাদের সন্তান যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করবে তখন তাদের হালাল-হারাম উপার্জন বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়া।
- আল্লাহ তাআলা বলেন, "...তোমরা ভালো কাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে একে অপরকে সহযোগিতা করো, পাপ ও বাড়াবাড়ির কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো না..।" সূরা-আল মায়দা ৫:২

অবৈধ পেশা ও রোজগার

- মিথ্যা, অসত্য, অসৎ, প্রতারণাপূর্ণ, অনৈতিক উপায়ে চাকুরি ও ব্যবসা করা।
- হারাম সঙ্গীত, মডেলিং, চলচ্চিত্র, থিয়েটার ও মিডিয়াতে চাকুরি ও ব্যবসা করা।
- সুদ ভিত্তিক ইন্সুরেন্স, ব্যাংক ব্যবসা ও এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা।
- অ্যালকোহল, জুয়া ও লটারি সংক্রান্ত চাকুরি ও ব্যবসা।
- নিষিদ্ধ দ্রব্য যেমন: শুকরের মাংস, নিকোটিন, মূর্তি ও ছবির ব্যবসা করা এবং এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা।
- বিক্রির সময় প্রতারণা, মিথ্যা অঙ্গিকার, ভেজাল মেশানো ও ওজনে কম দেয়া।
- বাজারে কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি ও উচ্চ দাম নেয়ার জন্য খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মজুত করা।
- এমন জিনিস বিক্রি করা যা বিক্রেতার কাছে নেই এবং পাকার আগেই ফল বিক্রি করা।
- ইসলাম অনুসারে নিষিদ্ধ এমন কিছু নিয়ে ব্যবসাকারী কোম্পানির শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয় করা।
- যেসব ব্যাংক নির্দিষ্ট সময়ের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা ঘোষণা করে তাদের বন্ড ক্রয় করা।
- চুরি ও ডাকাতি করা মালামাল ক্রয় ও বিক্রি করা।
- দরপত্র, নিলামের মাধ্যমে কোনো জিনিসের দাম বৃদ্ধি করা এবং অনৈতিক উপায়ে কোনো কিছুর দাম বৃদ্ধি করা।
- জমিতে উৎপাদিত মোট ফসলের মধ্য থেকে ওই জমির একটি নির্দিষ্ট স্থানের ফসল নেয়া।
- ভাগ্যনির্ণয়, পতিতার ব্যবসা বা কাজ করা এবং রক্ত, কুকুর ও হাইব্রিড প্রাণী বিক্রি করা ইত্যাদি।
- লক্ষ্য করুন; দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেটার ‘হাশিম আমলা’ তার জার্সিতে ‘castle’ মদ কোম্পানির লোগো ব্যবহার করেন না ফলে তিনি স্পন্সরের টাকা নেন না এবং জুয়া ও যৌনতা ছড়ানো চিয়ার গার্লদের কারণে লোভনীয় আইপিএল খেলেন না! আমরা কয়জন এভাবে নিজেদের উপার্জন নিয়ে ভাবি?

Contents

বাড়ি থেকে বের হওয়া

- বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে একটি হাতব্যাগ নেওয়া উত্তম এবং আবহাওয়ার উপর লক্ষ্য রেখে একটি ছাতা রাখা ভালো যা রোদ-বৃষ্টিতে কাজে দেবে।
- বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে মাথার চুল ও দাড়ি আঁচড়াতে এবং চেহারা দেখার জন্য আয়না দরকার হয়।
- পাদুকা (জুতা, সেন্ডেল, মোজা) পরা সুন্নাত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "তোমরা পাদুকা ব্যবহার করো। কারণ, কোন ব্যক্তি যতক্ষণ পাদুকা পরে থাকে ততক্ষণ সে আরোহী থাকে। পাদুকা পরার সময় প্রথমে ডান পা দিয়ে পরবে এবং খোলার সময় প্রথমে বাম পা থেকে খুলবে।" মুসলিম-২০৯৭, বুখারী-৫৮৫৫
- ঘরের দরজায় একটি ছোট টুল বা চেয়ার রাখলে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় বসে জুতো-মোজা পরা সুবিধা হয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাঁড়িয়ে পাদুকা পরতে নিষেধ করেছেন। এক পায়ে পাদুকা পরে অন্য পা খালি রেখে হাঁটতেও নিষেধ করেছেন। আবু দাউদ-৪১৩৫, মুসলিম-২০৯৯
- বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় বাসা-বাড়ির লোকদের সালাম দিয়ে বের হওয়া এবং একে অপরকে 'আল্লাহ হাফিয' বলা। আবু দাউদ-৫২২৮
- বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় এই দুআ পাঠ করা সুন্নাত:

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

"বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আ'লাল্লাহি
ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।"
"আল্লাহর নামে তাঁর উপর ভরসা করে বের হলাম,
কোন শক্তি সামর্থ্যই নেই কেবলমাত্র আল্লাহর সাহায্য ছাড়া।"
তিরমিযী-৩৪২৬, আবু দাউদ-৫০৯৫

- সিঁড়ি বা লিফট দিয়ে নিচে নামার সময় বলুন 'সুবহা-নাল্লাহ', আর উপরে ওঠার সময় বলুন 'আল্লাহু আকবার'। বুখারী-২৯৯৩
- বাড়ি থেকে বের হওয়ার দুআর স্টিকারটি বাড়ির দরজায় লাগিয়ে রাখলে দুআটি চর্চা করায় সহায়ক ভূমিকা রাখবে ইনশা-আল্লাহ।

রাস্তায় হাঁটা

- বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর মানুষ সাধারনত কোনো যানবাহনে (রিক্সা, গাড়ি, বাস ও মেট্রো রেল) চড়ে যার যার গন্তব্যস্থলে রওনা হন।
- যাদের ব্যক্তিগত কোন পরিবহন নেই তারা পাবলিক ট্রান্সপোর্টে উঠার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়ে কিছু পথ রাস্তা ধরে হেঁটে যান।
- রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় আমরা রাস্তায় চলাচলের সুন্নাহ অনুসরণ করতে পারি।
- রাস্তায় চলাচলের সময় রাস্তার ডান পাশ দিয়ে চলাচল করা সুন্নাত। বুখারী-১৬৮
- আমাদের দেশে ব্রিটিশ রোড ড্রাইভিং পদ্ধতিতে রাস্তার বাম ধার দিয়ে যানবাহন চলাচল করার কারনে যানবাহনে এই সুন্নাহটি অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। তবে পায়ে হেঁটে এই সুন্নাহটি অনুসরণ করা সহজ ও নিরাপদ।
- সকল পরিবহন রাস্তার বাম ধার দিয়ে চলে। এর ফলে রাস্তার ডান দিক দিয়ে হাঁটলে আমাদের সামনে দিয়ে যে যানবাহন আসছে তার দিকে লক্ষ্য রাখা যায়।
- রাস্তা ধরে বিনয়ের সঙ্গে হাঁটা এবং পথে সামনের দিকে অবনত দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়।
- রাস্তায় হাঁটার সময় বয়োজ্যোষ্ঠ, শিশু ও নারীদের সালাম দেয়া সুন্নাত ও তাদের পথ প্রস্বস্থ করা।
- যারা যানবাহনে সাওয়ার থাকবেন তারা রাস্তায় পায়ে হাঁটা লোকদের প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল হবেন।
- রাস্তায় যদি কোনো অনিরাপদ প্রতিবন্ধকতা চোখে পড়ে তাহলে তা রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া বাঞ্ছনীয়, যাতে অন্যরা নিরাপদে রাস্তায় চলাচল করতে পারে।
- আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "এক ব্যক্তি পথ চলার সময় পথে একটি কাঁটার ডাল দেখতে পেলে তা রাস্তা থেকে সরিয়ে দিলো। ফলে আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন।" বুখারী-৬৫৪, মুসলিম-১৯১৪

পরিবহনে যাতায়াত

- পরিবহনে ওঠার সময় বলুন 'বিসমিল্লাহ'।
- পরিবহনের আসনে বসার সময় বলুন 'আলহামদুলিল্লাহ'।
- রিকশা, ট্যাক্সি, কার, বাস, ট্রেন ও বিমানে আরোহন করে আপনি নিম্নের যাত্রা পথের দুআটি পড়তে পারেন:

اَللّٰهُ أَكْبَرِ، اَللّٰهُ أَكْبَرَ، أَللّٰهُ أَكْبَرَ

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَه" مُقْرِنِيْنَ

وَإِنَّآ إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

"আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার,"
"সুবহানাল্লাযি সাখ্খারালানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনিন,
ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনক্বালিবুন"।
"আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান"।
"পবিত্র সত্তা তিনি, যিনি এ বাহনকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। অথচ একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাবো"। সূরা-আল যুখরুফ ৪৩:১৩-১৪, মুসলিম-১৩৪২

- নৌকা, লঞ্চ ও জাহাজে উঠে আপনি নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করতে পারেন:

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَحِيْمٌ

"বিসমিল্লাহি মাজরিহা ওয়া মুরছাহা ইন্না রাব্বি লা গাফুরুর রাহিম"।
"আল্লাহর নামেই এই বাহন চলাচল করে এবং থামে।
নিশ্চয়ই আমার প্রভু ক্ষমাশীল ও দয়ালু"। সূরা-হুদ ১১:৪১

- যাত্রা শেষে অথবা পথে কোথাও অবতরন করে এই দুআ পাঠ করতে পারেন:

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

"আউযুবিকালিমা তিল্লা-হিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক্ব"।
"আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্য দ্বারা তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট হতে আশ্রয় কামনা করছি"।

কর্মস্থলের পরিবেশ

- মানুষ দিনের বেশিরভাগ সময় কর্মস্থলে ব্যয় করে।
- কর্মস্থলে মানুষ তার জ্ঞান ও সর্বোচ্চ শ্রম নিয়োগ করার মাধ্যমে কর্মে মনোনিবেশ করে।
- কর্মস্থলে কাজ করা একটি চ্যালেঞ্জের বিষয়, কাজের ধরন অনুযায়ি অনেক সময় কাজের চাপ ও ঝুঁকি থাকে।
- কর্মস্থলে কাজের প্রচন্ড চাপ ও ব্যস্ততায় মানুষ আল্লাহকে ভুলতে বসে এবং শয়তানি প্রবৃত্তির তাড়নায় অনেক পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পরে।
- কর্মস্থলে আমরা এমন কিছু কাজ করতে পারি যা আমাদেরকে কাজের ফাঁকে আল্লাহকে ও তাঁর রাসূল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহকে স্মরণ করিয়ে দেবে।
- অফিসের ডেস্কে একটি কুরআন, হাদিসের বই, ইসলামী বই ও তাসবীহ পড়ার জন্য রাখলে উত্তম ও মাঝেমাঝে অবসরে কিছু পড়ার অভ্যাস করা ভালো।
- অফিসের দেয়ালে, ডেস্কের সামনে ও কম্পিউটারের ডেক্সটপ ওয়ালপেপারে অর্থ সহ কিছু কুরআনের আয়াত বা হাদীসের কথা টানিয়ে রাখা যেতে পারে।
- কর্মস্থল স্বাস্থ্যসম্মত ও ধুমপানমুক্ত হওয়া উচিত। অফিসে বা ডেস্কে কোন প্রকার জীবের মূর্তি-ভাষ্কর্য বা কোন প্রকার জীবের ছবি দিয়ে না সাজানো।
- কর্মস্থলে পুরুষ ও নারীদের আলাদা আলাদা কক্ষে বসার ব্যবস্থা থাকতে হবে। একজন নারী ও একজন পুরুষ একটি বন্ধ কক্ষে কাজ করা ইসলাম সম্মত নয়।
- অফিস, ওয়াশরুম ও ডেস্ক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সাজানো গোছানো রাখা।
- কর্মস্থলে নিরাপত্তার বিষয়ে সতর্ক থাকা এবং জরুরি প্রস্থান ব্যবস্থা (ইমারজেন্সি এক্সিট) সম্পর্কে জ্ঞান রাখা।
- কর্মস্থলে পর্যাপ্ত পরিমানে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র, ফার্স্ট এইড বক্স ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।
- কর্মস্থলে নারীদের পর্দা, সম্মান ও নিরাপত্তার বিষয় নিশ্চিত করতে হবে এবং নারী-পুরুষে অবাধ মেলামেশা যেন না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- কর্মস্থলে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা ওয়াশরুম, বিশ্রামকক্ষ, জিমনেসিয়াম, ডাইনিং ও নামাজের স্থানের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।
- দেখুন; উপরে আলোচিত বেশিরভাগ বিষয় ইসলামের গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ। কর্মস্থলের ইসলামী পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার মূল দায়িত্ব কর্মস্থল কর্তৃপক্ষের। আল্লাহ তাআলা সীমাবদ্ধতা ও আন্তরিক চেষ্টার পর অপারগতাকে ক্ষমা করতে পারেন তবে কর্তৃপক্ষের অজ্ঞতা ও উদাসীনতাকে কি ক্ষমা করবেন!

অভিবাদন-সালাম

- কর্মস্থলে সহকর্মী ও আগত অতিথিদের সঙ্গে দেখা হলে আলাপচারিতা শুরু করার পূর্বেই সালাম দেওয়া আবশ্যক। কর্মস্থল সালাম চর্চার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।
- সালাম সবচেয়ে সুন্দর ও অর্থপূর্ণ অভিবাদন বার্তা যা একজন মুসলিম আরেক মুসলিমকে দিতে পারেন। সালাম মুসলিমদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন মজবুত করে।
- হাই, হ্যালো, ওয়েলকাম, গুড মর্নিং ইত্যাদি বলার চেয়ে ইসলামিক সালাম অনেক বেশি স্মার্ট, আন্তরিক ও নেকিপূর্ণ অভিবাদন বার্তা।
- একে অপরের সঙ্গে বিনয়ের সাথে ও হাশিমুখে সালাম বিনিময় করতে হবে। সালাম দেওয়া সুন্নাত। আর কেউ সালাম দিলে তার উত্তর দেওয়া ওয়াজিব।
- প্রথমে যিনি সালাম দিবেন তিনি অহঙ্কারমুক্ত এবং তিনি আল্লাহর নৈকট্যশীল ও প্রিয়জন। বড় মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি বলে সালাম পাওয়ার আশা করা উচিত নয়।
- ছোট বড়কে, আগন্তুক উপবিষ্টকে, আরোহী পদাতিক ব্যক্তিকে, কম সংখ্যক লোক বেশিসংখ্যক লোককে সালাম দিবে (ব্যতিক্রম ও যায়েজ)। বুখারী-৬২৩১-৩২
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "অমুসলিমদেরকে তোমরা প্রথমে সালাম দেবে না। যদি তারা সালাম দেয় তাহলে তোমরা উত্তরে বলবে 'ওয়া আলাইকুম'; মানে 'তোমার উপরেও'। বুখারী, ইবনে মাযাহ-৩৬৯৭
- অমুসলিমদেরকে তাদের ধর্মীয় অভিবাদন দিয়ে (আদাব, প্রণাম, মেরি ক্রিসমাস, শুভ শারদীয়, হালালুইয়া) সম্বোধন করা যায়েজ নয়। তবে তাদের সাধারণ অভিবাদন (গুড মর্নিং, হ্যালো ইত্যাদি) বলা যাবে।
- কেউ অন্যের মাধ্যমে সালাম পৌঁছে দিলে উত্তরে বলতে হবে 'আলাইকা ওয়া আলাইহিস সালাম'; মানে 'তোমার উপরে ও তার উপরে শান্তি বর্শিত হোক।' আবু দাউদ-৫২৩১
- কোন মজলিশে বা মিটিং-এ বসার সময় সকলকে সালাম দেওয়া এবং মজলিশ শেষে উঠে আসার সময় সালাম দেওয়া। তিরমিযী-২৭০৬
- হাত দিয়ে স্যালুট, মাথা নিচু করে সালাম ও পায়ে ধরে সালাম করা কোন নিয়ম নয়। আজকাল প্রচলিত 'স্লামালাইকুম' বললে সালাম হবে না। তিরমিযী-২৭২৮
- কোন দূরবর্তী ব্যক্তি অথবা বধির লোককে হাতের ইশারা দিয়ে সালাম দেওয়া যাবে, তবে ইশারা করার সময় মুখে সালামের শব্দাবলী উচ্চারণ করতে হবে।

মুসাফাহ ও আলিঙ্গন

- কারো সাথে সাক্ষাতের শুরুতেই সালাম দেয়ার পর মুসাফাহ করা ও কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে আলিঙ্গন করা সুন্নাত। বুখারী-৬২৬৩
- মুসাফাহ দৃঢ় সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়তা করে এবং মুসলিমদের মানববন্ধনকে স্থায়ী ও মজবুত করে। অমুসলিমরা যদি মুসাফাহ ও আলিঙ্গন করতে আসে তবে তাদের সাথে তা করা যাবে। তবে নিজে আগে করতে যাওয়া যাবে না।
- মুসাফাহ করার নিয়ম; দুই ব্যক্তি মুখোমুখি সামান্তরালে দাঁড়িয়ে উভয়ের ডান হাতের তালু মিলিয়ে আংগুল দিয়ে হাত কিছুক্ষণ ধরে রাখবেন। তিরমিযি
- মুসাফাহ করার সময় দুই ব্যক্তি একসাথে ডান-বাম হাত ধরে মুসাফাহ করা, জোরে হাত ঝাঁকানো বা মুসাফাহ শেষে হাত বুকে লাগানো সুন্নাত নিয়ম নয়।
- মুসাফাহ করতে হবে প্রফুল্ল চিত্তে ও বিনয়ের সঙ্গে; গর্ব ও অহঙ্কারমুক্ত হয়ে।
- আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যখন দুজন মুসলিম একে অপরের সঙ্গে আপোষে সাক্ষাৎ করে এবং মুসাফাহ করে তখন তারা আলাদা হওয়ার আগেই তাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হয়।" তিরমিযি-২৭২৭, আবু দাউদ-৫২১২
- মুসাফাহ করার সময় পঠিত দোয়া, 'নাহমাদুল্লাহা ওয়া নাস্তাগফিরুহু।' আবু দাউদ
- দীর্ঘদিন পরে কারো সঙ্গে দেখা হলে বা কেউ কোন দীর্ঘ্য ভ্রমন শেষ করে ফিরে এলে তার সাথে আলিঙ্গন (কোলাকুলি) করা সুন্নাত।
- কোলাকুলি করার নিয়ম; এক ব্যক্তি তার ডান পাশের কাঁধ ও বুক দিয়ে অপর ব্যক্তির ডান পাশের কাঁধ ও বুক এর সাথে লাগিয়ে হাত দিয়ে শরীর জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ থাকবেন। একবারই শুধু এমন করে জড়িয়ে ধরে করবে। আহমাদ
- কোলাকুলি করা সর্বোচ্চ পর্যায়ের মুসলিম ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন ও আন্তরিক সম্পর্কের বর্হিপ্রকাশ করে। তিন বার করে কোলাকুলি করার নিয়মটি বিদআত।
- ইসলাম অপরিচিত গায়ের মাহরাম নারী-পুরুষের মুসাফাহ ও আলিঙ্গন করা মোটেই সমর্থন করে না এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা করতে নিষেধ করেছেন।
- যদিও ইসলামে অমুসলিমদের ইসলামিক অভিবাদন জনানোর বিধান নেই তদুপরি তাদের সাথে সাক্ষাতে আন্তরিকতা ও সম্মানের কোন ঘাটতি না করা।
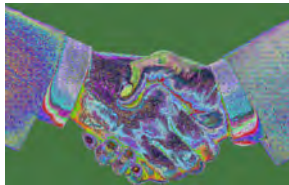
কর্মস্থলে কথা ও কাজ

- কর্মস্থলে সকলের একটি কাজের সাধারন নীতিমালা ও আচরণবিধি মেনে চলা প্রয়োজন।
- কর্মস্থলে মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিসহ অধীনস্ত ব্যক্তিদের সাথে সম্মান ও ভালো আচরণ বজায় রাখা।
- কর্মস্থলে নারী কর্মীদের সম্মান বজায় রাখা বশত: তাদের সাথে অনমনীয় ও দৃঢ়ভাবে কথা বলা।
- সহকর্মীর সাথে পেশাগত ঈর্ষা এড়িয়ে চলা এবং কাজ নিয়ে চালাচালি না করা।
- কর্মস্থলে সহযোগিতাপ্রবণ ও আন্তরিক হওয়া। ফাঁকিবাজি স্বভাব বর্জন করা।
- কোন কিছু খাওয়া বা পান করার সময়, কোন কিছু লেখা বা পড়ার সময়, কোন কাজ শুরু করার সময় বলা; 'বিসমিল্লাহ'। বুখারী-৫৩৭৬, ১৪৫৪
- কোন কিছু খাওয়া বা পান করা শেষে, শুভ সংবাদ শুনলে, হাঁচি দিয়ে, কেমন আছো জিজ্ঞাসা করলে তার জবাবে বলা; 'আলহামদুলিল্লাহ'। ইবনে মাযাহ-৩৮০৫
- আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ব বা বড়ত্বের কোন কৃতিত্ব দেখলে কিংবা শুনলে বলা; 'আল্লাহু আকবার'।
- স্বাভাবিকের মধ্যে কোন ভালো ব্যতিক্রম দেখলে, চাঞ্চল্যকর কোনো ভালো খবর শুনলে বা কোন কাজে চমক সৃষ্টি হলে বলা; 'সুবহানাল্লাহ'। বুখারী-৬২১৮
- কোনো কাজে আশাতীত ভালো করলে বা সন্তুষ্ট হলে, কাজের প্রশংসা করলে বলা; 'মা-শা আল্লাহ'। মুসলিম-৩৫০৮
- পরক্ষণে বা ভবিষ্যতে কোনো কাজ করবে বললে, কোন দিকে আসা যাওয়ার কথা ব্যক্ত করলে আবশ্যিকভাবে বলা; 'ইনশা-আল্লাহ'। সূরা আল-কাহাফ, ১৮:২৩,২৪
- নিশ্চিতভাবে না জেনে কোন বিষয়ে ধারনা করে কথা বললে কথা শেষে বলা; 'ওআল্লাহু আলাম'। বুখারী-৫৫৭০
- কেউ কিছু দিলে বা কারো মাধ্যমে কোন কাজ হলে তার বদলে বলা; 'জ্বাযাকাল্লাহু খায়র'। বুখারী-৩৩৬
- কোনো খারাপ কথা শুনলে বা খারাপ কাজ হতে দেখলে, আল্লাহর আযাব গযবের কথা শুনলে বলা; 'নাউযু বিল্লাহ'। বুখারী-৬৩৬২
- ভুলবশত: কোনো পাপ ও গুনাহের কথা-কাজ বলে বা করে ফেললে কিংবা চিন্তা মাথায় আসলে বলা; 'আসতাগফিরুল্লাহ'। সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭, ১৯
- কোন বিপদের কথা বা খারাপ সংবাদ শুনলে, কোন কিছু হারিয়ে, ভেঙ্গে ও চুরি হয়ে গেলে বা কষ্ট পেলে ও বিপদে পড়লে বলা; 'ইন্না লিল্লাহ'। মুসলিম-২১২৬

বাড়িতে নারীরা/স্ত্রীরা

- আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, "তোমরা (নারীরা, স্ত্রীরা) ঘরে অবস্থান কর, এবং নিজেকে পূর্বেকার জাহিলিয়্যাতের যুগের (নারীদের) মতো প্রদর্শন করো না, সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দান কর, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ আনুগত্য কর; আল্লাহ তাআলা (মূলত) এসবকিছুর মাধ্যমে নবী পরিবার, (তথা) তোমাদের মাঝ থেকে (সব ধরনের) অপবিত্রতা দূর করে তোমাদের পূত-পবিত্র করে দিতে চান।" সূরা আহযাব, ৩৩:৩৩
- ইসলামি নীতি অনুসারে একজন স্ত্রী 'গৃহিনী' (Housewife) নন, বরং একজন 'গৃহকর্তী' (Homemaker)।
- একজন স্ত্রী হলেন একটি বাড়ির রক্ষক ও স্তম্ভ স্বরূপ। বাড়িতে নারীদের কাজ বাইরে পুরুষের কাজের মতোই সমান অংশে গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক।
- স্ত্রীর অপর নাম; 'বেগাম', অর্থাৎ যার কাছে গেলে গম (ক্লান্তি, হতাশা, দু:খ) দূর হয়ে যায়। বাড়িতে একজন আদর্শ মুসলিম নারী একজন 'মুহসেনা'; অর্থাৎ 'শয়তানের বিরুদ্ধে দূর্গ'।
- সন্তান লালন-পালনে ও আদর্শ চরিত্র গঠনে বাড়িতে একজন নারী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। একজন নারী পারেন পরিবারের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করতে।
- বাড়িতে অবস্থান করে একজন নারী বেশি বেশি আমল ও নেকির কাজ করতে পারেন এবং সেবামূলক কাজ ও দান-ছাদকাহ করতে পারেন।
- রাসূল ﷺ বলেন, "হে নারীগণ, তোমরা যতটা সম্ভব দান-ছদকা কর, কারণ আমি তোমাদের অধিকাংশকেই জাহান্নামে দেখেছি।" বুখারী-১/৪০৫
- বাড়িতে একজন নারী তার নিজের ও স্বামীর সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাড়ির দরজা সবসময় বন্ধ রাখবেন ।
- স্বামীর অনুপস্থিতিতে কখনোই কোনো অপরিচিত লোককে বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যাবে না। (ব্যতিক্রম: মাহরাম ও নিকট আত্মীয়স্বজন)
- স্বামীর অনুমতি ব্যতিত ঘর থেকে কোনো জিনিস (বস্তুগত বা টাকা-পয়সা) কাউকে দেয়া উচিত হবে না। তবে আগে অনুমতি নিয়ে রাখলে দিতে পারেন।
- বাড়ির কাজের লোক বা চাকরের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার কাম্য নয় ও তাদের উপর অতিরিক্তি কাজের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া অনুচিত।

- স্বামী যদি খুব কৃপণ হয় অথবা সামর্থ থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীকে সংসার পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত টাকা-পয়সা না দেন, তাহলে সেক্ষেত্রে স্বামীর অগোচরে তার সম্পদ থেকে প্রয়োজন মাফিক কিছু অর্থ-সম্পদ নিয়ে খরচ করা বৈধ হবে।
- স্ত্রী যদি নফল রোযা বা নফল সালাত আদায় করতে চান তবে তা করার পূর্বে তার স্বামীর অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। স্বামীর অনুমতি ব্যতিত স্ত্রী বাড়ির বাইরে কোথাও যেতে পারবেন না। তবে একান্ত ওযর বশত: যেতে পারেন।
- একদা ইবরাহিম (আলায়হিস্ সালাম) ইসমাইল (আলায়হিস্ সালাম) কে তাঁর বাড়িতে দেখতে এলেন। ইসমাইল (আলায়হিস্ সালাম) বাড়িতে না থাকায় তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন; তোমাদের ঘর-সংসার কেমন চলছে? উত্তরে তিনি বিভিন্ন অভাব-অনটন ও সমস্যার কথা বললেন। ইবরাহিম (আলায়হিস্ সালাম) যাওয়ার সময় বলে গেলেন তোমার স্বামী এলে বলবে তাঁর ঘরের চৌকাঠ যেন পরিবর্তন করে নেয়! ইসমাইল (আলায়হিস্ সালাম) এই কথা শুনে বুঝে ফেললেন তাঁর বাবা স্ত্রীকে পরিবর্তন করার কথা বলে গেছেন। পরবর্তীতে তিনি তাকে ছেড়ে দিয়ে আবার বিয়ে করেন। অতপর আবার একদিন ইবরাহিম (আলায়হিস্ সালাম) ইসমাইল (আলায়হিস্ সালাম) কে তাঁর বাড়িতে দেখতে এসে তাঁর স্ত্রীকে ঘর-সংসার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে তিনি; আল্লাহর শুকরিয়া আদায় পূর্বক ভালো আছেন, ঘর-সংসার ভালো যাচ্ছে ও ইসমাইল (আলায়হিস্ সালাম) এর সম্পর্কে ভালো কথা বললেন। ইবরাহিম (আলায়হিস্ সালাম) যাওয়ার সময় বলে গেলেন তোমার স্বামী এলে বলবে তাঁর ঘরের চৌকাঠ যেন হেফাযত করে।
- স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য দোআ; "হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদের (স্বামী) স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদেরকে আমাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী করে দাও আর আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম করে দাও।" <u>সূরা আল-ফুরকান, ২৫:৭৪</u>
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যদি কোনো মুসলিম নারী দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রমাযানের সওম পালন করে, তার লজ্জাস্থানের হিফাযত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে, তাহলে তাকে জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে বলা হবে।" <u>মিশকাত-৩২৫৪</u>

যুহর সালাত

- আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমাদেরকে কোন জিনিসে সাকার (জাহান্নাম) এ ঢুকিয়েছে? তারা বলবে 'আমরা মুসল্লীদের (জামাআতের) অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না'।" সূরা মুদ্দাছছির, ৭৪:৪২-৪৩
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে প্রশ্ন করা হল কোন আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন, সময়মত সালাত আদায় করা। সহীহ মুসলিম

- নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "পুরুষের জামাআত সহকারে সালাতের মান একাকী সালাতের মান অপেক্ষা ২৫/২৭ গুণ উত্তম।" সহীহ বুখারী, মুসলিম
- আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "লোকেরা যদি জানতো আযান দেয়ায় ও প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর মধ্যে কি সাওয়াব আছে তাহলে সেই সাওয়াব পাওয়ার জন্য) লটারী ছাড়া অন্য কোন উপায় না পেলে তারা অবশ্যই লটারী করতো। যদি তারা প্রথম ওয়াক্তে সালাত পড়ার সওয়াব জানতো তাহলে অবশ্যই দৌড়ে যেত।" বুখারী-৬২০
- রাসলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেছেন, "একাকী সালাত অপেক্ষা জামাআতে সালাত সাতশত গুণ উত্তম।" বুখারী-৬৪৫, মুসলিম-৬৫০

Contents

দুপুরের খাবার

- খাবার গ্রহণের শুরুতেই আল্লাহর নাম নিন অর্থাৎ মনে মনে 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান হাত দিয়ে খাওয়া শুরু করুন। মুসলিম-২০২২
- শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে খাবারের মাঝখানে যখনই মনে হবে তখনই এই দোয়া পাঠ করুন:

بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

"বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু"

"শুরুতেও আল্লাহর নামে, শেষেও আল্লাহর নামে"।

- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "আল্লাহ ওই ব্যক্তির উপর সন্তুষ্ট হবেন যে এক লোকমা খাবার খাওয়ার পরই "আলহামদুলিল্লাহ" বলে আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং একইভাবে যে ব্যক্তি পানি পান করবে এবং আল্লাহর প্রশংসা করবে।" মুসলিম
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খাবার খাওয়ার সময় খাবারের সমালোচনা বা মন্দ রান্না হয়েছে এসকল কথা বলতে নিষেধ করেছেন। যদি কেউ কোনো খাবার পছন্দ না করেন তাহলে তিনি সে খাবর খাবেন না বা বর্জন করবেন। বুখারী-৫৪০৯, মুসলিম-২০৬৪
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যদি প্লেট থেকে কোনো খাদ্য কণা পড়ে যায় তাহলে সেটা পরিষ্কার করে খেয়ে নেবে। ওই খাদ্য কণাটিকে শয়তানের জন্য রেখে দেবে না, এবং খাবারের শেষে আঙ্গুল চেটে খাবে। কারণ তুমি জাননা যে, ওই খাদ্য কণায় আল্লাহর অনুগ্রহ রয়েছে।" মুসলিম-২০৩৪, মিশকাত
- উমার (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন: বেশি খাওয়া থেকে দুরে থাকবে। কারণ খাদ্য দেহ ধ্বংস করে দেয়, রোগ ও অলসতা নিয়ে আসে। খাবার ক্ষেত্রে তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে।
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তিকে বললেন, 'ঢেকুর তুলবে কম। কারণ, বিচারের দিবসে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি ক্ষুধার্ত হবে, যে দুনিয়াতে উদর পূর্তি করে খেয়েছে।" তিরমিযি, মিশকাত
- মনের ইচ্ছা মতো বিভিন্ন ব্যয়বহুল রেষ্টুরেন্টে ঘুরে ঘুরে খাবার খাওয়া অপচয় ও সীমালঙ্ঘনের সামিল। বিভিন্ন ফুড ফেষ্টিভাল করা, বিভিন্ন খাবার রান্নার অনুষ্ঠান করা বিলাসিতা ও অপব্যয়। যেখানে ৬% লোক পৃথিবীতে অনাহারে মৃত্যুবরণ করছে, আমাদের দেশে ২১% লোক তিন বেলা পেট ভরে খেতে পায় না সেখানে আল্লাহর নিয়ামত এই খাদ্যকে নিয়ে বিলাসিতা করার অবকাশ নেই।

কর্মস্থলে সতর্কতা

- একটি বন্ধ কক্ষে একজন পুরুষ ও একজন নারী একত্রে বসা বা কাজ করা উচিত নয়, কারণ সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে তাদের মাঝে শয়তান উপস্থিত হয় ও কুমন্ত্রণা দেয়।
- অন্যদের সঙ্গে কথা, ব্যবহার ও ইঙ্গিতে কোন ধরনের আত্মগর্ব, অহঙ্কার, দম্ভ ও ঔদ্ধত্য (রিয়া) প্রদর্শন করা উচিত নয়।
- নারী সহকর্মীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বসা এবং আবেদনময়ী কণ্ঠে বা কুরুচিপূর্ণভাবে তাদের সাথে কথা বলা উচিত নয়।
- বিরোধ বা সমস্যা তৈরির জন্য একজনের কাছ থেকে শোনা কথা অন্যের কাছে বলে বেড়ানো (চোগলখুরী)। শোনা কথা না বলে বেড়ানো। মুসলিম-৫
- কারো অনুপস্থিতিতে তাকে নিয়ে মন্দ ধারনা না করা, তাকে হেয় প্রতিপন্ন না করা বা মন্দ সমালোচনা (গীবত) না করা। বুখারী-৬০৬৬, মুসলিম-২০৬৩
- কারো সামনে কোন ব্যক্তির প্রশংসা না করা এবং প্রশংসা করার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত না করা। আবু দাউদ-৪৮০৪
- অন্যদের সঙ্গে রাশিচক্র বা ভাগ্য নির্ণয় বিষয়ে কথা বলা, জুয়া খেলা, বাজি ধরা উচিত নয়।
- কাউকে সহযোগিতা বা উপকার করার বিপরীতে তার কাছ থেকে কোনো কিছু চাওয়া ঠিক নয়।
- যাচাই না করে একজনের কাছ থেকে পাওয়া কোন কথা বা তথ্য অন্যের কাছে না পৌঁছানো। সূরা আল হুজুরাত, ৪৯:৬
- মজা বা আনন্দ করার নিমিত্তে প্ররোচনামূলক কথা বলা, কাউকে টিজ করা, মিথ্যা কথা বলা উচিত নয়।
- একমাত্র আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্য কারো নামে কসম বা শপথ না করা।
- ঘুষ গ্রহণ বা ভাগাভাগি করা কিংবা ঘুষ দান করা যাবে না। তিরমিযী
- অন্য কারো কথার মাঝে আড়ি পাতা বা কারো পিছনে গোয়েন্দাগিরি করা ঠিক নয়। সূরা আল হুজুরাত, ৪৯:১২
- অন্যদের সিগারেট, পান-জর্দা জাতীয় হারাম খাবার খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ না করা। কারো বসার জায়গায় বিনা অনুমতিতে না বসা। মুসলিম-৫৬৮৩
- কোন স্থানে তিন জন ব্যক্তির মাঝে দু'জনে আড়াল করে বা কানে কানে কোন কথা না বলা। আবু দাউদ-৪৮৫১

আসর সালাত

- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “যে ব্যক্তি আসরের সালাত ত্যাগ করে, সে ব্যক্তির আমল পন্ড হয়ে যায়।” বুখারী-৫৫৩, নাসাঈ
- আল্লাহ তাআলা বলেন, “তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী (আসরের) সালাতের এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াও।” সূরা আল বাকারাহ, ২:২৩৮
- নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেছেন, “যে ব্যক্তির আসরের সালাত ছুটে গেল, তার যেন পরিবার ও ধন-মাল লুণ্ঠন হয়ে গেল।” বুখারী-৫৫২, মুসলিম-৬২৬
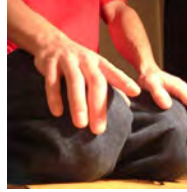
- রাসূল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “এটাতো মুনাফিকের সালাত; যে সূর্যের (ডুবে যাওয়ার) অপেক্ষা করে যখন তা হলদে হয়ে শয়তানের দুই শিঙের মাঝে আসে, তখন সে উঠে চার রাকআত ঠকাঠক পড়ে নেয়। যাতে আল্লাহর যিকির কমই হয়ে থাকে।” মুসলিম, তিরমিযি, মুসনাদে আহমদ
- উক্ববা বিন আমের (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের তিন সময়ে সালাত পড়তে এবং মুর্দা দাফন করতে নিষেধ করেছেন; (১) সূর্য্য উদয় হওয়া থেকে শুরু করে পূর্ণ উদয় হওয়া পর্যন্ত (১৫-২০মি.), (২) সূর্য্য ঠিক মাথার উপর আসার পর থেকে একটু ঢলে না যাওয়া পর্যন্ত (১০-১৫ মি.), (৩) সূর্য্য ডোবা শুরু হওয়া থেকে সূর্য্য পূর্ণ ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত (১৫-২০মি.)। যেহেতু এই সময়গুলোতে সাধারনত: কাফেররা সূর্য্যের পূজা করে থাকে। মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, নাসাঈ

বাড়িতে ফেরা

- কর্মজীবন ও পরিবারিক জীবনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কর্মস্থলে কাজ শেষে প্রত্যেকের দ্রুত বাড়িতে ফিরে আসা অপরিহার্য।
- কর্মস্থলে বেশি সময় কাজের ফলে শারীরিক-মানসিক সমস্যা তৈরি হয় এবং পরিবারের সদস্যদের মাঝে অসন্তুষ্টি ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়।
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "সেই ব্যক্তির উপর আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হয়; যার জিহবা নিয়ন্ত্রিত থাকে, যে বাড়িতে অবস্থান করে এবং তার গুণাহের জন্য ক্রন্দন করে।" সহীহ আল-জামে-৩৮২৪
- বাড়ি-ঘর হলো সূর্যের তাপ, বৃষ্টি, ঠান্ডা থেকে বাঁচার জন্য আশ্রয়কেন্দ্র এবং বিশ্রাম, পুন:শক্তিসঞ্চয় ও বিনোদনের স্থান।
- বাহিরের চেয়ে ঘরের কাজ গুরুত্ব ও দায়িত্বের সাথে ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করা উচিত। একটি কথা প্রচলিত আছে, "Family comes first"; "সবার আগে পরিবার"।
- কর্মস্থলে কাজ শেষ করে গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ও মালামাল গুছিয়ে বা তালাবদ্ধ করে নিরাপদে রাখা অথবা দায়িত্ব হস্তান্তর করে আসা উচিত।
- বাড়িতে ফেরার পথে পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু বাজার, মুদিসামগ্রী ও উপহার কিনে নিয়ে যাওয়া উত্তম।
- বাড়িতে প্রবেশের পূর্বে বাম পায়ের জুতা-স্যান্ডেল আগে খোলা অতঃপর ডান পায়ের জুতা-স্যান্ডেল খুলে ডান পা দিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করা। বুখারী-৫৮৫৫
- বাড়িতে প্রবেশ করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা এবং পরিবারের সদস্যদের সালাম দিয়ে প্রবেশ করা সুন্নাত। সূরা নূর; ২৪:৬১, মুসলিম-৫২৬২-৬৩
- জাবির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখন মানুষ স্বীয় বাড়িতে প্রবেশ করার সময় আল্লাহর যিকির করে নেয়, তখন শয়তান (তার সহচরদের) বলে, না- তোমরা এই বাড়িতে রাত্রিবাস করতে পারবে না"। মুসলিম-২০১৮
- বাড়িতে প্রবেশের দুআ:

بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

"বিসমিল্লাহি ওয়ালাজনা ওয়া বিসমিল্লাহি খরাজনা ওয়া 'আলা রব্বিনা তাওয়াক্কালনা"

"আল্লাহর নামে বাড়িতে প্রবেশ করলাম। আল্লাহর নামে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলাম। আমাদের প্রভু আল্লাহর উপর আমরা ভরসা করি"। (অতঃপর সালাম দিবে)

আবু দাউদ-৪/৩২৫

মাগরিব সালাত

- রাসূল ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মতের লোকেরা ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামি ফিতরাতের (প্রকৃতির) উপর থাকবে, যতক্ষণ তারা তারকারাজি (আকাশে) প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই মাগরিবের সালাত পড়ে নিবে।" সুনান আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ
- আল্লাহ তাআলা বলেন, "দূর্ভোগ রয়েছে সেইসব সালাতী আদায়কারীদের জন্য, যারা নিজেদের সালাত থেকে গাফেল বা উদাসীন।" সূরা মাউন, ১০৭:৪-৫
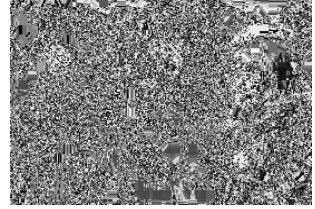
- আল্লাহ তাআলা বলেন, "সালাত কায়েম করো দিনের দুই প্রান্তে (ফজর ও মাগরিব) ও রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর (এশা)।" সূরা হূদ, ১১:১১৪
- রাসূল ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কোন ব্যক্তি সালাত আদায়ের পর যতক্ষণ স্বীয় স্থানে বসে থাকে ততক্ষণ ওযু ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত ফেরেস্তারা তার জন্য দুআ করতে থাকে। বলে, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা কর, তাকে রহম কর।" বুখারী, মুসলিম
- রাসূল ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করে, তখন সে তার পালনকর্তার সাথে গোপনে কথা বলে।" বুখারী
- নবী ﷺ বলেছেন, "সালাত হচ্ছে (কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য) নূর বা আলোকবর্তিতা।" মুসলিম, তিরমিযি

বাড়ির পরিবেশ

- আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, “হে মুমিনগণ! তোমাদের দাসদাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়নি তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের (কাছে আসার সময়) অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা বস্ত্র শিথিল করে রাখ এবং এশার নামাযের পর। এই তিন সময় তোমাদের একান্ত ব্যক্তিগত। এ সময়ের পর তোমাদের ও তাদের জন্যে কোন দোষ নেই। তোমাদের একে অপরের কাছে তো যাতায়াত করতেই হয়, এমনি ভাবে আল্লাহ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ বিবৃত করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। সূরা আন-নূর, ২৪:৫৮
- পরিবারের সদস্যদের বাড়িতেই বেশি সময় কাটানোর জন্য উৎসাহিত করা।
- বাসস্থান পরিবারের সদস্যদের জন্য নির্দেশনা ও পরামর্শের স্থান এবং তাদের সমস্যা ও সমাধানের উপযুক্ত স্থান।

- অভিভাবকদের সবসময় বাড়ির পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং পরিবেশ উন্নত করার সুযোগ খুঁজতে হবে।
- পরিবারিক বিভিন্ন বিষয়ে সদস্যদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করুন।
- অভিভাবকরা প্রায়ই পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে তাদের কথা শুনবেন; তাদের দিন কেমন কাটছে সে ব্যাপারে খোঁজ নেবেন।
- বাড়িতে সবাই একসাথে খাওয়া ও ঘুমানোর সময় নির্ধারিত থাকা উচিত এবং বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ম শৃংখলা বজায় রাখা প্রয়োজন।
- পরিবারের অভিভাবক ও বালেগ সদস্যদের কারো ব্যক্তিগত বিষয়ে আড়ি পাতা বা রুমে উঁকি-ঝুকি মারা উচিত নয়।
- পরিবারের অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া অন্য কারো বাড়িতে নামাযের জামায়াতে ইমামতি করা অনুমোদনযোগ্য নয়।
- অনুমতি ছাড়া অভিভাবকের নির্ধারিত স্থানে বসা বা ঘুমানো উচিত নয়।
- শিশুদের সামনে বাড়ির কোনো বিষয়ে ঝগড়া-তর্ক এড়িয়ে যাওয়া উচিত।
- প্রায়ই বাড়িতে অমুসলিমদেরকে দাওয়াত করা উচিত নয়, এতে পরিবারের সদস্যরা বিপথগামী হতে পারে।
- বাড়িতে নিকোটিন, অ্যালকোহল ও অন্য বিষাক্ত জাতীয় পদার্থ রাখা ঠিক নয়।

স্ত্রীকে সময় দেয়া

- সূর্যাস্তের পর বাড়িতে থাকা এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানোই উত্তম।
- আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, "হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর।" সুরা আত তাহরিম, ৬৬:৬
- বাড়িতে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে বিনোদনের জন্য মজার কৌতুক বলুন ও হালাল বা বৈধ খেলা খেলুন, কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেও এমনটি করতেন।
- বাড়িতে স্ত্রীকে সুন্দর সাজ-সজ্জা করতে বলুন শুধু আপনাকেই প্রদর্শনের জন্য।
- নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর চোখে ভালো।" তিরমিযী-৩৮৯৫
- আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে শুনুন তার দিন কেমন অতিবাহিত হলো।
- পরিবার পরিচালনার জন্য খরচ করুন ও স্ত্রীকে প্রয়োজনীয় হাত খরচ দিন।
- আবু মাসউদ বাদরী (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "কোন মুসলিম নেকীর আশায় যা কিছু তার পরিবারবর্গের জন্য ব্যয় করে, তা সবই তার জন্য সাদাকা বা দানে পরিনত হয়।" মুসলিম-২৩২২
- মাঝেমধ্যে স্ত্রীকে ছোট-বড় উপহার কিনে দেওয়া উত্তম।
- একে অপরকে বাড়ির কাজে সাহায্য সহযোগিতা করা উত্তম কারন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেও এমন করতেন, এবং একে অপরের প্রতি সদয় ও দয়াবান হতে হবে।
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি কখনো বুঝতে পারতেন যে, তার পরিবারের কোনো সদস্য মিথ্যা বলেছে অথবা কোনো ভুল কাজ করেছে, তখন তিনি সে তওবা না করা পর্যন্ত তার সঙ্গে কথা বলতেন না, এমনকি তাকে এড়িয়ে চলতেন।
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেছেন, "পৃথিবীতে পুরুষের জন্য উত্তম নেয়ামত হলো সৎচরিত্র ও ধর্মনিষ্ঠ স্ত্রী।" সুনান নাসাঈ- ৩২৩২

সন্তান-সন্ততিদের সময় দেয়া

- বাড়িতে ফিরে সন্তানদের বেশি পরিমাণে সময় দেওয়া প্রয়োজন, কারণ পিতা-মাতাই তাদের অভিভাবক, পরামর্শক ও শ্রেষ্ঠ বন্ধু।
- সন্তানদের মন মানসিকতা বুঝা ও তাদের সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য বর্তমান প্রজন্ম ও প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান রাখা প্রয়োজন ও এর সাথে মানিয়ে নিতে হবে।
- তাদের প্রতিদিনের কর্মকান্ড সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে হবে এবং তাদের স্বাস্থ্য, পড়াশুনা, পরীক্ষা ও বন্ধুদের বিষয়েও খবর রাখতে হবে।
- তাদেরকে আদেশ ও উপদেশ দিতে হবে সরল কথা ও ধৈর্য্যের সাথে এবং বিভিন্ন যুক্তি-তর্ক তুলে ধরতে হবে হিকমা ও প্রজ্ঞার সাথে।
- বিশেষ করে সন্তানরা যখন বয়সন্ধিক্ষণে উপনিত হয় তখন তাদের সাথে বেশি করে মেলামেশা করতে হবে ও তাদের সাথে খোলা মনের হতে হবে।
- মাঝেমধ্যেই তাদের নিয়মিত সালাত আদায়, সালাম বিনিময়, দোআ চর্চা, পোশাক-পর্দা, হালাল-হারাম ও পাক-পবিত্রতার বিষয়ে তাগিদ দিতে হবে।
- সন্তানদের পড়ালেখায় যথাসম্ভব সহযোগিতা করা প্রয়োজন অথবা প্রয়োজনে গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সন্তানরা কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মোবাইল ও ঘরে বাইরে বন্ধুদের সাথে কী কী করছে তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণে রাখা প্রয়োজন।
- সন্তানদেরকে ইসলামী মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে হবে এবং পিতা-মাতাকে তাদের জন্য অনুকরণীয় রোল মডেল হতে হবে।
- পবিত্র কুরআনে লুকমান (আলায়হিস সালাম) কীভাবে তার সন্তানকে দ্বীন শিক্ষা দিয়েছেন ও উপদেশ দিয়েছেন তা আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন। ওই আয়াতগুলো পাঠ করুন এবং সন্তানদের কাছে তা ব্যাখ্যা করুন। সুরা লোকমান, ৩১:১৩-১৯
- একজন ভালো বাবা-মা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও সুষ্ঠ প্রতিপালনের মাধ্যমে তাদের সন্তানকে দুনিয়া ও আখেরাতের মূল্যবান সম্পদে পরিণত করতে পারেন।
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “যখন কোন ব্যক্তি মৃত্যু বরন করে তখন তার আমল অর্জনের সকল পথ বন্ধ হয়ে যায়, শুধু ৩টি পথ খোলা থাকে; তা হলো সাদকায়ে জারিয়া, উপকারি বিদ্যা ও নেক সন্তান যে তার জন্য দুআ করে।”
- প্রত্যেক পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততিদের এই দুআর উপর আমল করা উচিত:

“রাব্বির হাম হুমা কামা রাব্বাইয়ানি ছাগিরা” সুরা আল ইসরা, ১৭:২৪

পিতা-মাতাকে সময় দেয়া

- বাড়িতে বৃদ্ধ পিতা-মাতার সাথে হাসিমুখে ও শ্রদ্ধার সাথে সালাম দিয়ে দেখা সাক্ষাত করা ও তাদের যথাসাধ্য সঙ্গ দেওয়া বাঞ্চনীয়।
- তাদের স্বাস্থ্য, খাওয়া-দাওয়া, ওষুধ ও অন্যান্য প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে প্রতিনিয়ত খোঁজ খবর নিতে হবে।
- তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনের বিষয়ে বিশেষ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খেয়াল রাখতে হবে এবং তাদের প্রতি বিনয়ী ও দয়ালু হতে হবে।
- আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, "আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদয় ও কর্তব্যপরায়ণ হওয়ার জন্য আদেশ করেছি।" সূরা আল আনকাবুত, ২৯:৮
- পরিবারের বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করা এবং তাদের কাছ থেকে পরামর্শ ও মতামত চাওয়া প্রয়োজন, কারণ তারা জ্ঞানী ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।
- বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে চলমান দেশীয়, আন্তর্জাতিক ও ধর্মীয় বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করা ও তা নিয়ে মাঝে মধ্যে আলোচনা করা।
- বৃদ্ধ পিতা-মাতা যদি খুবই বার্ধ্যকে উপনীত হয় ও কান্ডজ্ঞানহীন হয়ে যায়, তবুও তাদেরকে অশ্রদ্ধা করা যাবে না ও বোঝা মনে করা যাবে না।
- আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন: "এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব-ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে বিরক্তিসূচক কিছু বলো না এবং কখনো তাদেরকে ধমক দিও না এবং তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বলো।" সূরা আল ইসরা, ১৭:২৩

পারিবারিক আনন্দ-বিনোদন

- পারিবারিক আনন্দ বিনোদন যদি হালাল, নৈতিক ও সৃজনশীল হয় তবে তা সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে।
- বিনোদন বিষয়ক কর্মকান্ডের বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতন থাকতে হবে, এ বিষয়ে সন্তানদের নির্দেশনা দিতে হবে এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- বাড়ির ভিতরে টিভি, অডিও/ভিডিও প্লেয়ার, কম্পিউটার, ইনডোর গেম, গল্প, বই-পুস্তক ইত্যাদি আজকাল পরিবারের জন্য উপযুক্ত বিনোদন মাধ্যম।
- ইলেকট্রনিক্স বিনোদন সামগ্রীকে হারাম বলা যাবে না, এর ব্যবহার এর উপর নির্ভর করবে হালাল উপায়ে না হারাম পথে তাকে ব্যবহার করা হচ্ছে।
- আজকাল টিভির মাধ্যমে অশ্লিলতা, বিলাসিতা, অলসতা ও সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ছে সবচেয়ে বেশি। ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সচেতনতা তৈরির মাধ্যমে টিভির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিজকে আত্ম-রক্ষা করার উপায় বতলে দিতে হবে।
- সবাই একসাথে টিভি দেখার বিষয়ে উৎসাহিত করতে হবে এবং বেশি রাত করে একা একা টিভি দেখা থেকে বিরত রাখতে হবে। প্রয়োজনে টিভির অশ্লিল চ্যানেলগুলো রিমোট দিয়ে লক করে দিতে হবে।

- দফ (এ মুখ খোলা জাতীয় তবলা) ব্যতিত সকল ধরনের বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে গাওয়া গান শুনা ইসলামে হারাম। আজকাল অনেক ইসলামি গজল, হামদ-নাথ ও নাসীদ গান পাওয়া যায় যা সংগ্রহ করে শোনা যায়।
- সকল ধরনের পর্দাহীন ও কুরুচিপুর্ণ নাটক, ভিডিও গান ও চলচ্চিত্র ইসলামে হারাম। বিকল্প হিসাবে ইসলামি কিছু নাটক, ভিডিও গান ও চলচ্চিত্র পাওয়া যায় যা পরিবারের জন্য সংগ্রহ করে রাখা যায়।
- দাবা, তাস, লুডু, মনোপলির মতো ইনডোর গেমগুলো ইসলামে অবৈধ।
- অনৈতিক মর্মহীন গল্প ও অমুসলিমদের লেখা বই ও উপন্যাস পড়া ঠিক নয়, কারণ এসব বই মনকে বিকৃত করে দেয় এবং ইসলাম থেকে দুরে সরিয়ে নেয়।
- বাড়ির ভিতরে পরিচ্ছন্ন ও গঠনমূলক গল্প ও আড্ডা-আলোচনা করা যায়, তবে তা অতিরঞ্জিত ও সীমালঙ্ঘন না হয় এবং গীবত বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।
- বর্তমানে বিনোদনকে ইসলামের গন্ডিতে বেঁধে রাখা কষ্টকর বিষয়। শয়তানের সবচেয়ে প্রিয় ও সহজ কাজ হলো মানুষকে অশ্লীলতায় ধাবিত করা। আর অশ্লীলতাই সকল অপকর্মের চাবিকাঠি। আমরা আল্লাহর সাহায্য কামনা করি।

[Contents](#)

এশার সালাত

- আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমরা ছবর (ধৈর্য) ও সালাতের মাধ্যমে (আল্লাহর কাছে) সাহায্য প্রার্থনা কর।" সূরা আল বাকারাহ, ২:৪৫
- রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "আমার উম্মতের জন্য কষ্টসাধ্য না জানলে আমি এশার সালাতকে এক তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধরাত পর্যন্ত দেরী করে পড়তে তাদেরকে আদেশ দিতাম।" ইবনে মাযাহ, তিরমিযি
- নবী (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি এশার সালাত জামআতের সাথে পড়ল, সে যেন অর্ধ রাত্রি (নফল) সালাত পড়ল। আর যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামআতের সাথে পড়ল, সে যেন পরো রাত্রিই সালাত পড়ল।" মুসলিম-৬৫৬, আবু দাউদ
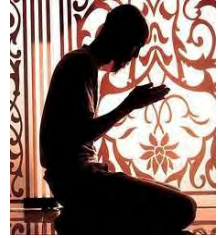
- আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন: "মুনাফিকদের পক্ষে সবচেয়ে ভারী সালাত হল ফজর ও এশার সালাত। ঐ দুই সালাতে কি মাহাত্ম্য আছে, তা যদি তারা জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও অবশ্যই তাতে উপস্থিত হতো (মসজিদে আসতো)।" মুসলিম-৬৫১, বুখারী-৬৫৭
- আল্লাহ তাআলা বলেন, "নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে।" সূরা আল আনকাবুত, ২৯:৪৫

রাতের খাবার

- খাওয়ার সময় বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মানের সাথে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং বড়রাও ছোটদের প্রতি খাওয়ার সময় সদয় হতে হবে।
- প্রথমে ডান দিক থেকে বড়দেরকে দিয়ে খাবার পরিবেশন শুরু করতে হবে। পড়ে বাম দিকে ব্যক্তিদের দিকে খাবার নিয়ে যাবে।
- খাওয়ার সময় নিজে স্বার্থপরের মতো খাওয়া যাবে না, কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তিকে এক সঙ্গে দুটি খেজুর না খাওয়ার জন্য বলেছেন।
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "কোনো মানুষই তার পেট ব্যতীত অন্য কোনো বিরাট আকারের পট পূর্ণ করে না। আদম সন্তানদের জন্য সেই বেশি খাবারই যথেষ্ট, কারণ এই খাবার মানুষের মেরুদণ্ডকে সোজা করে রাখে। কিন্তু কেউ যদি বেশি খেতে চায়; তাহলে সে এক অংশ খাবার দিয়ে পূর্ণ করবে, এক অংশ পানি দিয়ে এবং বাকি অংশ শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য খালি থাকবে।" তিরিমিযী, মিশকাত
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যারা একত্রে এক প্লেটে খাবে তারা খাওয়া শেষে ওই প্লেট চেটে খাবে, তাহলে ওই প্লেট ওই ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে।" তিরমিযী
- একসাথে খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে সবার খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত খাবার ছেড়ে উঠে যাওয়া ঠিক নয়। তবে কেউ বাকিদের অনুমতি নিয়ে প্রস্থান করতে পারবেন।
- খাবার টেবিল থেকে ওঠার সময় চূড়ান্তভাবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে এই দুআ পড়া সুন্নাত:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ

"আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আতআ'মানী হা-যা ওয়ারাযাকানীহি
মিন গাইরি হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুওয়াহ।"

"সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাকে এই খাবার খাইয়েছেন এবং আমার কোনো ক্ষমতা বা শক্তি না থাকা স্বত্ত্বেও তিনি আমার জন্য এর ব্যবস্থা করেছেন।" তিরমিযি

- বইয়ের সাথে সরবরাহকৃত খাবার শুরুর ও শেষের দুআর স্টিকারটি বাড়িতে খাবার স্থানের কাছাকাছি স্থানে লাগিয়ে রাখলে দুআটি চর্চা করায় সহায়ক ভুমিকা রাখবে বলে আশা করি।

ঘুমানোর আগে

- আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, "নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে.. ।" সূরা আল ইমরান, ৩:১৯০-১৯১
- আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন, "তোমাদের ঘুমকে আমি শান্তির উপকরণ করেছি (ক্লান্তি দূরকারী)। এবং রাতকে করেছি আবরন, এবং দিনকে করেছি জীবিকা অর্জনের সময়।" সূরা আন নাবা, ৭৮:৯-১১
- মনে করুন, আমরা যদি ৬০ বছর বেঁচে থাকি এবং গড়ে প্রতি দিন যদি ৭-৮ ঘণ্টা করে ঘুমাই, তাহলে আমাদের জীবনের ১৮-২০ বছর কেটে যাবে শুধু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে!
- কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ অনুসরণ করার মাধ্যমে আমরা আমাদের ঘুমকেও অর্থাৎ ঘুমানোর সময়কেও ইবাদতে রূপান্তর করতে পারি !
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহ ছিল তিনি এশা সালাত আদায় করার পর প্রয়োজনীয় দ্বীনের কথা ছাড়া দুনিয়াবী কথা বেশি বলতেন না এবং যলদি শুয়ে পড়তেন ও মধ্যরাতে বা সুবহে সাদিকে উঠে সালাত আদায় করতেন।
- জাবির (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূরা আস সাজদা (সূরা নং-৩২) ও সূরা আল মুলক (সূরা নং-৬৭) তেলাওয়াত না করে কখনো ঘুমাতে যেতেন না।" তিরমিযি, মিশকাত
- ঘুমাতে যাওয়ার আগে মিসওয়াক ও অযু করা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাত যা হাদীস দ্বারা সুসাব্যস্ত। মুসলিম-২৭১০
- আবু হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যদি কেউ ঘুমানোর আগে 'আয়াতুল কুরসী' (সূরা বাকারাহর ২৫৫ নং আয়াত) তেলাওয়াত করে তাহলে আল্লাহ তাআলা শয়তানের অনিষ্ট থেকে তার প্রতিরক্ষার জন্য একজন রক্ষী (ফেরেশতা) নিয়োগ করেন এবং ফযর সালাত পর্যন্ত শয়তান তার নিকটবর্তী হতে পারবে না।" বুখারী-৫০১০, মিশকাত
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঘুমানোর পূর্বে সূরা বাকারাহর শেষ দুই আয়াত তেলাওয়াত করবে, তার জন্য তাই যথেষ্ট হবে।" বুখারী-৫০০৯, মুসলিম

- ঘুমানোর আগে সূরা কাফিরুন পাঠ করা সুন্নাত যা শির্ক থেকে মুক্ত করে। তিরমিযি-৩৪৩০
- অপর এক হাদীসে নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যখন তোমরা ঘুমাতে যাবে, তখন প্রথমে সালাতের আগে যেভাবে অযু কর সেভাবে অযু করে নিবে এবং ডান দিকে কাত হয়ে ঘুমাবে এবং বাকারার এই দুটি আয়াত তেলাওয়াত করবে। ওই রাতে যদি তুমি মারা যাও তাহলে তুমি ইসলামের পথে থাকা অবস্থায়ই মারা যাবে আর তুমি যদি বেঁচে থাকো তাহলে সকাল পর্যন্ত তোমার উপর রহমত বর্ষিত হতে থাকবে।" বুখারী-৬৩১৪, মুসলিম

- ঘুমানোর আগে ৩৩ বার "সুবহানাল্লাহ", ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' ও ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করার কথাও হাদীসে পাওয়া যায়।
- ঘুমানোর আগে ঘরের দরজা আল্লাহর নামে বন্ধ করা। বুখারী-৫৬২৩
- পরিবারের সকলের দ্রুত ঘুমাতে যাওয়া এবং সুবহে সাদিকে ঘুম থেকে উঠার অভ্যাস চালু রাখা উত্তম।

ঘুমানোর সময়

- নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘুমানোর আগে চোখে সুরমা ব্যবহার করতেন।
- আবু হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘুমাতে যাওয়ার আগে একটি কাপড় দিয়ে বিছানার কাপড়ের ভিতর দিক দিয়ে বিছানাটা ৩ বার ঝেড়ে পরিষ্কার করার কথা বলেছেন। বুখারী-৬৩২০
- আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "প্রতি রাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন বিছানায় শুতে যেতেন তখন তিনি তার দুই হাতের তালু একত্রিত করতেন। তারপর সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস তেলাওয়াত করে হাতের তালুতে ফুঁ দিতেন এবং ওই দুহাত দিয়ে মুখমণ্ডল ও শরীর মাসাহ করতেন। এরূপ তিনি তিনবার করতেন।" বুখারী-৫০১৭, মুসলিম
- হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাতে বিছানায় ঘুমানোর সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ডান দিকে কাঁত হয়ে তার ডান হাতকে ডান গালের নিচে রাখতেন। বুখারী-৬৩১৫
- ঘুম যাওয়ার সময় পড়ার দোআ:

اَللّٰهُمَّ بِإِسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَ

"আল্লাহুম্মা বিইসমিকা আমূতু ওয়া আহ্ইয়া"।

"হে আল্লাহ, তোমারই নামে আমি মারা (মৃত্যুরূপ ঘুম) যাই এবং তোমারই নামে আবার জীবিত (জাগ্রত) হই।" বুখারী-৬৩১৪

- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চিত হয়ে পায়ের উপর পা রেখে ঘুমাতে নিষেধ করেছেন।
- আবু হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার এক লোককে উপুড় হয়ে শুতে (পেটে ভর দিয়ে) দেখে বললেন, আল্লাহ তাআলা এ ধরনের শোয়াকে পছন্দ করেন না যদি না কোন ওজর থাকে।" তিরমিযি-২৭৬৮
- জাবির (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন "তোমাদের কেউ যেন কখনো এক পা অন্য পায়ের উপর রেখে চিত হয়ে শয়ন না করে।" তিরমিযি-১৮১৩
- অন্য এক হাদিসে বলা হয়েছে, উপুড় হয়ে শোয়া দোযখবাসীর শোয়ার নিয়ম।
- আবু সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত, "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুই ব্যক্তির একত্রে জড়াজড়ি করে ঘুমানোকে নিষেধ করেছেন। একইভাবে দুইজন নারীর ক্ষেত্রেও এমন নিষেধ করেছেন।" মুসলিম
- সতর খোলা রাখা অবস্থায় ঘুমাতে যাওয়া ঠিক নয়। তিরমিযি-২৭৬৯
- ঘুমানোর সময় হালকা করে বাতি জ্বালিয়ে রাখা সুন্নাত। তিরমিযি-১৮১৩
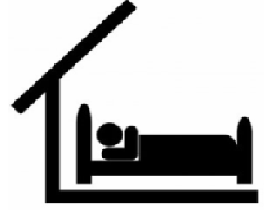
- ঘুমানোর পূর্বে যদি কেউ সহবাস করেন তাহলে তিনি ঘুমানোর আগেই ফরয গোসল করে নিবেন অথবা অযু করে নেবেন। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নদোষ হলে উঠে নাপাক স্থান ধুয়ে ও অযু করে নিয়ে আবার শুতে যেতে হবে। বুখারী-২৮৮
- ঘুমন্ত অবস্থায় ভালো স্বপ্ন দেখলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর খারাপ স্বপ্ন আসে শয়তানের পক্ষ থেকে। মুসলিম-৫৯০৩
- ভালো স্বপ্নের কথা কল্যাণকামী ঘনিষ্ঠ লোকদের কাছে প্রকাশ করা যেতে পারে তবে অতিরঞ্জিত না বলা। স্বপ্ন বাস্তব হবে এমন ধারণা করা বা প্রত্যাশা করা ঠিক নয়। তবে স্বপ্ন বাস্তব হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা যায়েয।
- খারাপ স্বপ্নের কথা অন্যদেরকে না বলাই ভালো। কেউ যখন খারাপ স্বপ্ন দেখে রাতে জাগা হয় তখন নিয়ম হলো প্রথমে বাম কাঁধে তিনবার থুথু দিবে অতপর আল্লাহর অনুগ্রহ বা ক্ষমা কামনা করবে শয়তানের হাত থেকে এবং যে দিকে কাঁৎ হয়ে শুয়ে ছিলো তার বিপরীতদিকে কাঁত হয়ে ঘুমিয়ে যাবে। মুসলিম-৫৯০২
- ঘুম যাওয়ার সময় পাঠনীয় দুআর স্টিকারটি বাড়িতে বিছানার কাছাকাছি সুবিধাজনক স্থানে লাগিয়ে রাখলে দুআটি চর্চা করায় সহায়ক ভুমিকা রাখবে ইনশা-আল্লাহ।

লাভজনক কাজ ঃ দোআ ও জিকির

- প্রতিদিনই আমরা কিছু না কিছু অলস সময় কাটাই, টিভি দেখে, গাড়িতে বসে, বসে বসে চিন্তাভাবনা করে, ফেসবুক ব্যবহার করে, অন্যদের সঙ্গে অর্থহীন আড্ডা দিয়ে, FM ও MP3 শুনে, বিড়বিড় করে গান গেয়ে ইত্যাদি। কিন্তু আমরা বুঝতে পারিনা যে, কিভাবে আমরা আমাদের মূল্যবান সময় অপচয় করছি এবং আমাদের এই অলস সময় থেকে প্রচুর মুনাফা অর্জনের সুযোগ হারাচ্ছি। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিকির করতেন। মুসলিম-৩৭৩
- আমরা যদি নিজেকে আল্লাহর জিকির ও দোআয় নিয়োজিত রাখি তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন এবং এর মাধ্যমে আমাদের জীবন কল্যাণে ভরে যাবে। এবং এটা আমাদেরকে ইনশাআল্লাহ জান্নাতে নিয়ে যাবে।
- এটা আসলে নিজের আন্তরিক ইচ্ছা ও মাত্র কয়েকদিনের অনুশীলনের বিষয়, যা আমাদেরকে দুআ ও জিকিরের চিরস্থায়ী অভ্যাস আয়ত্ব করতে সাহায্য করবে।
- ছোট ও স্মরণ রাখা সহজ এমন কিছু কার্যকরি দোআ ও জিকির :

০১. সর্বোত্তম জিকির হলো: **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'**। (মনে মনে ও সংযমের সাথে)

০২. **'রাব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়াক্বিনা আযাবান নার'**।

০৩. **'সুবহানাল্লাহি ও বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আ'জিম'**।

০৪. **'সুবহানাল্লাহি ও বিহামদিহি, আদাদা খালক্বিহী, ও রিযা নাফসিহি, অ যিনাতা আরশিহি, ও মিদাদা কালিমাতিহি'**।

০৫. **'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ'**।

০৬. **'রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বাইয়ানি সাগিরাহ'**।

০৭. **'সুবহানাল্লাহি, ওয়াল হামদুলিল্লাহি, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার'**।

০৮. **'আল্লাহুম্মা ইন্নি আ'সআলুকাল জান্নাতা ওয়া আউযুবিকা মিনান নার'**।

০৯. **'আল্লাহুম্মা ইন্নি আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা'**।

১০. **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদির'**।

১১. **'কালিমা ও দরুদে ইবরাহিম। আসমাউল হুসনা ও আয়াতুল কুরসি। সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস। তাসবিহ ও ইসতেগফার'**।

- জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই (জিকিরে) হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে। সূরা রদ, ১৩:২৮
- আল্লাহর নিকট প্রিয় আমল সেটি, যা অব্যাহতভাবে করা হয় যদিও তা স্বল্প। বুখারী-৬৪৬৫

প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক

- প্রতিবেশীরা দৈনন্দিন জীবনের অংশস্বরূপ বলা যায়। প্রতিনিয়ত তাদের সাথে দেখা হয়, কথা হয় আবার কাজও করার প্রয়োজন হয় তাদের সাথে।
- বাড়ির চারপাশে ৪০ ঘরবাড়ি পর্যন্ত অধিবাসিদের প্রতিবেশী হিসাবে গন্য করা হয়। শুধু বাড়ির চারপাশে নয় বরং কর্মস্থলের চারপাশে ৪০ ঘরবাড়ির পর্যন্ত অধিবাসীদেরও প্রতিবেশী হিসাবে গন্য করা হয়।
- বর্তমান সময়ে শহরের লোকজন একই বিল্ডিংয়ে মুখোমুখি ফ্লাটে বসবাস করে অথচ বছরে একবারও একে অপরের বাড়িতে বেড়াতে যায় না এমনকি একে অপরকে ভালভাবে চেনেও না ।
- প্রতিবেশীরা আমাদের সবচেয়ে কাছের অনাত্মীয় মানুষ যারা আমাদের বিপদে আপদে, অসুস্থতায় ও বিবিধ প্রয়োজনে সাহায্য করতে পারে।
- আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে বলেন, "এবং পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো, যারা ঘনিষ্ট আত্মীয়, এতিম, মিসকিন, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পথচারী ও যারা তোমাদের অধিকারভুক্ত তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করো,..।" সূরা আন নিসা, ৪:৩৬
- প্রতিবেশী যদি অমুসলিমও হয় তবুও তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ও মুসলিম প্রতিবেশীদের মতই তাদের প্রতি সমান সদয় হওয়া।
- আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "জিবরাইল (আলায়হিস সালাম) আমাকে খুব বেশি করে প্রতিবেশিদের প্রতি সদয় ও সদাচরণ করার কথা বলে তাগিদ দিচ্ছিলেন। আমার এমন মনে হচ্ছিল যে প্রতিবেশীকে আমার উত্তরাধিকারি বানিয়ে দেওয়া হতে পারে।" বুখারী-৬০১৫, মুসলিম-২৬২৫
- প্রতিবেশীকে যে কোন ভাবে কষ্ট দেওয়া কবিরাহ গুনাহের কাজ। অপর এক হাদীসে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার প্রতিবেশি তার অনিষ্ট থেকে মুক্ত।" বুখারী-৬০১৬
- প্রতিবেশীদের সাথে সময়ে সময়ে ছোট-খাটো উপহার ও খাওয়া-দাওয়া আদান প্রদান করা উত্তম গুণাবলীর কাজ। বুখারী-৬০২০
- আবু যার (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "হে আবু যার! যখন তুমি ঝোল (ওয়ালা তরকারী) রান্না করবে, তখন তাতে পানির পরিমাণ বেশি করো। অতঃপর তোমরা প্রতিবেশির বাড়িতে রীতিমত পৌঁছে দাও।" মুসলিম-২৬২৫

বাড়িতে অতিথির আগমন

- বাড়িতে পরিচিত ও অপরিচিত অতিথির আগমন একটি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যপার। আমরা কমবেশি সকলেই অতিথি আপ্যায়ন পেতে ভালোবাসি কিন্তু অতিথি আপ্যায়ন করতে একটু কার্পণ্য বোধ করি। অবশ্য যুগ যুগ ধরে ইসলামের ইতিহাসে মুসলিমদের আতিথেয়তা ও উদারতার প্রসংশা পাওয়া যায়।
- কোন অতিথি কারো বাড়িতে প্রবেশের পূর্বে সালাম দিয়ে ও অনুমতি প্রার্থনা করে বাড়িতে প্রবেশ করা উচিত।
- বাড়ির লোকদের দায়িত্ব হবে অতিথিকে সাদরে ঘরে 'আহলান ওয়া সাহলান' বা 'আসো, বসো, নিজের বাড়ির মতই মনে করো' বলে অভ্যর্থনা জানাবে।
- আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীর কোন ক্ষতি না করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার বাড়িতে আগত অতিথিকে সম্মান জানায় ও তার প্রতি সদয় হয়"। বুখারী
- ঘরে আগত অতিথিদের সাথে দেখা করার সময় নিজে ও পরিবারের সদস্যদের যথাযথ পর্দার সাথে দেখা করতে হবে।
- যদি সম্ভব হয় তবে পুরুষ ও মহিলা অতিথিদের বসার জন্য আলাদা আলাদা বসার ঘরের ব্যবস্থা করতে হবে অথবা ঘরের মাঝে পর্দার ব্যবস্থা করতে হবে।
- অতিথিদেরকে ঘরের উত্তম খাবার দ্বারা আপ্যায়ন করতে হবে। উত্তম বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিতে হবে ও প্রয়োজনে উত্তম বস্ত্র পরিধানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- কারো বাড়িতে ঈদ, আকীকাহ, বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে যাওয়ার সময় উপহার সামগ্রী ক্রয় করে নিয়ে যাওয়া জরুরী নয়। এমন করা সুন্নাহর অংশ নয়, তবে চাইলে উপহার সামগ্রী নেওয়া যেতে পারে কিন্তু তা আবশ্যক মনে না করা। সর্বোত্তম হলো তাদের জন্য দুআ ও মাগফেরাত কামনা করা।
- বাড়িতে আগত অমুসলিম অতিথিদেরও সমান ভাবে আপ্যায়ন করা ও তাদের সাথে সদব্যবহার করা। তাদের এই আগমনের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তাদের ইসলামের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ঠ সম্পর্কে জানার সুযোগ করে দিতে হবে।
- অমুসলিমদের বাড়িতে বেশি বেশি অতিথি হয়ে পরিবার নিয়ে যাওয়াও উচিত হবে না। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তাদের ধর্মীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি আগ্রহ বা দুর্বলতা সৃষ্টি না হয়। তাদের কারো জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু ইত্যাদিতে অভিনন্দন বা সমবেদনা জানানো যাবে তবে তবে এসব অনুষ্ঠানে শরিক না হওয়াই উত্তম। বিশেষ করে তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানে গমন করা মোটেই ইসলাম সমর্থন করে না।

শেষ কথা

- আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান ও গবেষণা দিয়ে এই বইটিতে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে সর্বোপরি ইসলামী শরীয়তের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে একজন মুসলিমের দৈনন্দিন জীবনযাবন সম্পর্কে একটি দিক নির্দেশনা দিতে চেষ্টা করেছি।
- আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যেকোন ক্ষুদ্র কাজও যদি আমরা সঠিক নিয়তের সাথে এবং সুন্নাহর আলোকে করার চেষ্টা করি, তাহলে সকল কাজই আমাদের ইবাদতে রূপান্তরিত হবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি জ্বীন ও মানব জাতিকে কেবলমাত্র আমারই ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। কাজেই একজন মুসলিমের পুরো জীবনটাই ইবাদতের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করাই কাম্য।
- বইয়ের সাথে সরবরাহকৃত দুআর স্টিকারগুলো আপনার বাড়িতে সুবিধাজনক স্থানে লাগিয়ে রাখলে দুআ চর্চা করায় সহায়ক ভুমিকা রাখবে বলে আশা করি। পাঠকদের অনুরোধ করবো বইটির শেষে উল্লেখিত সহায়ক বইসমূহের তালিকাভুক্ত বইগুলো পড়ার।
- আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সহীহ ঈমান ও আক্বীদার সাথে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহ অনুযায়ী আমাদের ইবাদত, আমল ও জীবন পরিচালিত করার তাওফীক দিন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ইবাদত ও আমলসমূহকে কবুল করে নিন। আমীন!

➥ সহায়ক বইসমূহ ➦

- ১০০ সুসাব্যস্ত সুন্নাত-মক্তব তাওয়িয়াতুল জালিয়াত আলজুলাফ, সৌদি আরব।
- রাসূল ﷺ এর ২৪ ঘন্টা - পিস পাবলিকেশন্স।
- ইসলামী জীবন ধারা - আব্দুল হামীদ ফাইযী।
- আইনে রাসূল ﷺ দো'আ অধ্যায়- আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ।
- ইসলামী আদর্শ ও শিষ্ঠাচার - ।
- হিসনুল মুসলিম - দৈনন্দিন যিকর ও দু'আর সমাহার।
- ইসলামী জীবন পদ্ধতি - শায়খ মুহাম্মদ বিন জামীল যাইনু।
- জীবন নির্দেশিকা - জ্ঞান-গবেষণা বিভাগ, দারুল আরাকাত আল-এলমিয়া প্রঃ।
- দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলীর ৫০টি সমাধান - পিস পাবলিকেশন্স।
- প্রতি দিবা ও রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ এর কথা ও আমলের দ্বারা প্রমাণিত ১০০০ এরও বেশি সুনান - শাইখ খালিদ আল হুসাইনান।
- তাফসিরুল উশরিল আখির মিনাল কুরআনিল কারিম।
- হারাম রুযি ও রোযগার - আব্দুল হামীদ ফাইযী।
- দৈনন্দিন জীবনে প্রিয় নবীর দুআ-দরুদ ও ব্যবহারিক সুন্নাত - মুহাম্মদ আলী আচ্ছাবূনী।
- ইসলামী পরিবার ও আমরা রমাযান এবং যাকাত প্রসঙ্গ - হাফিয মুহাম্মাদ আইয়ুব বিন ইদু মিয়া।
- সন্তান প্রতিপালনে বাবা-মায়ের ভূমিকা - আমির জামান ও নাজমা জামান